গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮
(১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন)

(১৯৯৯ সনের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত সংশোধিত)

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮

সূচী পত্র

ধারা

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন
২। সংজ্ঞা
৩। উপজেলা ঘোষণা
৪। উপজেলাকে প্রশাসনিক একাংশ ঘোষণা
৫। উপজেলা পরিষদ স্থাপন
৬। পরিষদের গঠন
৭। পরিষদের মেয়াদ
৮। চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা
৯। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের শপথ
১০। সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা
১১। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা
১২। চেয়ারম্যানের পদত্যাগ
১৩। চেয়ারম্যান ইত্যাদি অপসারণ
১৪। চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য পদ শূন্য হওয়া
১৫। অস্থায়ী চেয়ারম্যান ও প্যানেল
১৬। আকস্মিকপদ শূন্যতা পূরণ
১৭। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়
১৮। পরিষদের প্রথম সভা আহবান
১৯। ভোটার তালিকা ও ভোটাধিকার
২০। নির্বাচন পরিচালনা
২১। চেয়ারম্যা ও মহিলা সদস্যগণের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ
২২। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কর্তৃক কার্যভার গ্রহণ
২৩। পরিষদের কার্যাবলী
২৪। সরকার ও পরিষদের কার্যাবলী হস্তান্তর ইত্যাদি
২৫। পরিষদের উপদেষ্টা
২৬। নির্বাহী ক্ষমতা
২৭। কার্যাবলী নিষ্পন্ন
২৮। পরিষদের সভার কর্মকর্তা ইত্যাদির উপস্থিতি
২৯। কমিটি
৩০। চুক্তি
৩১। নির্মাণ কাজ
৩২। নথিপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি
৩৩। পরিষদের সচিব
৩৪। পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ
৩৫। পরিষদের তহবিল গঠন
৩৬। পরিষদের তহবিল সংরক্ষণ, বিনিয়োগ ও বিশেষ তহবিল
৩৭। পরিষদের তহবিলের প্রয়োগ
৩৮। বাজেট
৩৯। হিসাব
৪০। হিসাব নিরীক্ষা
৪১। পরিষদের সম্পত্তি
৪২। উন্নয়ন পরিকল্পনা
৪৩। পরিষদের নিকট চেয়ারম্যান ইত্যাদির দায়
৪৪। পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর ইত্যাদি
৪৫। কর সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি
৪৬। কর সংক্রান্ত দায়

৪৭। কর আদায়
৪৮। কর ইত্যাদি নির্ধারণের বিরুদ্ধে আপত্তি
৪৯। কর বিধি
৫০। পরিষদের উপর তত্ত্বাবধান
৫১। পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ
৫২। পরিষদের বিষয়াবলী সম্পর্কে তদন্ত
৫৩। পরিষদ বাতিলকরণ
৫৪। যুক্তি কমিটি
৫৫। পরিষদ ও অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃকপক্ষের বিরোধ
৫৬। অপরাধ
৫৭। দন্ড
৫৮। অপরাধ আমলে নেওয়া
৫৯। অভিযোগ প্রত্যাহার ও আপোষ নিষ্পত্তি
৬০। অবৈধ অনুপ্রবেশ বা অবস্থান
৬১। আপীল
৬২। পরিষদ ও সরকারের কার্যাবলীর সমন্বয় সম্পর্কে আদেশ
৬৩। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
৬৪। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা
৬৫। সরকার কর্তৃক ক্ষমতা অর্পণ
৬৬। পরিষদের পক্ষে ও বিপক্ষে মামলা
৬৭। নোটিশ এবং উহা জারীকরণ
৬৮। প্রকাশ্য রেকর্ড
৬৯। পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ইত্যাদি জনসেবক (Public Servant) গণ্য হইবেন
৭০। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ
৭১। নির্ধারিত পদ্ধতিতে কতিপয় বিষয়ের নিষ্পত্তি
৭২। অসুবিধা দুরীকরণ।

তফসিল

প্রথম তফসিল	-	প্রথম উপজেলাসমুহের তালিকা
দ্বিতীয় তফসিল	-	উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী
তৃতীয় তফসিল	-	সরকার কর্তৃক উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ও কর্মের তালিকা
চতুর্থ তফসিল	-	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়
পঞ্চম তফসিল	-	এই আইনের অধিনে অপরাধসূহ

১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮

[৩রা ডিসেম্বর, ১৯৯৮]

উপজেলা পরিষদ নামক স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদ নামক স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরুপ আইন করা হইলঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা বলবৎ হইবে।

২। **সংজ্ঞা।** - বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে -

(ক) "অস্থায়ী চেয়ারম্যান" অর্থ ধারা ১৫(৩)তে উল্লিখিত অস্থায়ী চেয়ারম্যান;

(খ) "ইউনিয়ন" এবং "ইউনিয়ন পরিষদ" অর্থ The Local Government (Union Parishads) Ordinance, 1983 (LI of 1983)-এর section 2-এর যথাক্রমে clause (26) এবং (27) এ সংজ্ঞায়িত "Union" এবং "Union Parishad"

(গ) "ইউনিয়ন প্রতিনিধি" অর্থ ধারা ৬(গ)তে উল্লিখিত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা তাহার দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি;

(ঘ) "উপজেলা " অর্থ ধারা ৩- এর অধীনে ঘোষিত কোন উপজেলা;

(ঙ) "কর" বলিতে এই আইনের অধীনে আরোপণীয় বা আদায়যোগ্য কোন রেইট, টোল, ফিস, বা অনুরুপ অন্য কোন অর্থ ও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(চ) "চেয়ারম্যান" অর্থ পরিষদের চেয়ারম্যান;

(ছ) "তফসিল" অর্থ এই আইনের কোন তফসিল;

(জ) "পরিষদ" অর্থ এই আইনের বিধান অনুযায়ী গঠিত উপজেলা পরিষদ;

(ঝ) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঞ) "পৌরপ্রতিনিধি" অর্থ ধারা ''৬(খ)'' তে উল্লিখিত পৌরসভার চেয়ারম্যান বা তাহার দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি;

(ট) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঠ) "মহিলা সদস্য" অর্থ ধারা ৬ (ঘ) অনুসারে পরিষদের [১][সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত] মহিলা সদস্য;

(ড) "সদস্য" অর্থ ধার ৬-তে উল্লেখিত পরিষদের চেয়ারম্যানসহ অন্য যে কোন সদস্য।

৩। উপজেলা ঘোষণা।- (১) এতদ্বারা প্রথম তফসিলের তৃতীয় কলামে উল্লিখিত প্রত্যেক থানার এলাকাকে উক্ত কলামে উল্লিখিত নামের উপজেলা ঘোষণা করা হইল।

(২) এই আইন বলবৎ হইবার পর সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট এলাকা সমন্বয়ে নুতন উপজেলা ঘোষণা করিতে পারিবে।

৪। উপজেলাকে প্রশাসনিক একাংশ ঘোষণা।- ধারা ৩ এর অধীনে ঘোষিত প্রত্যেকটি উপজেলাকে, সংবিধানের ১৫২(১) অনুচ্ছেদের সহিত পঠিতব্য ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এতদ্বারা প্রজাতন্ত্রের প্রশাসনিক একাংশ বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

৫। উপজেলা পরিষদ স্থাপন।- (১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, প্রত্যেক উপজেলায় এই আইনের বিধান অনুযায়ী একটি উপজেলা পরিষদ স্থাপিত হইবে।

(২) পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৬। পরিষদের গঠন।-(১) নিম্নরুপ সদস্য-সমন্বয়ে পরিষদ গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) চেয়ারম্যান, যিনি বিধি অনুযায়ী ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন;

(খ) উপজেলা এলাকাভূক্ত প্রত্যেক পৌরসভা, যদি থাকে, এর চেয়ারম্যান বা The Pourashava Ordinance,1977 (XXVI of 1977)-এর section 17 (2) অনুসারে সাময়িকভাবে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি;

(গ) উপজেলার এলাকাভূক্ত প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা The Local Government (Union Parishads) Ordinance, 1983 (LI of 1983)- এর section 16 অনুসারে Acting Chairman হিসাবে দায়িত পালনকারী ব্যক্তি;

[১][(ঘ) সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যগণ, যাহাদের সংখ্যা হইবে উপজেলার এলাকাভূক্ত ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভা, যদি থাকে, এর মোট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের সমান এবং যাহারা উক্ত ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা, যদি থাকে, এর সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা কমিশনারগণ কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেনঃ।]

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (ঘ) এর অধনি মহিলা সদস্যদের সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন ভগ্নাংশ দেখা দিলে সেই ভগ্নাংশ অর্ধেক বা অর্ধেকের বেশী হইলে এক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং অর্ধেকের কম হইলে ঐ ভগ্নাংশের জন্য কোন মহিলা সদস্য নির্ধারণ করা যাইবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দফা কোন উপজেলার এলাকাভূক্ত কোন ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা বাতিল হইবার কারণে দফা (খ), (গ) বা (ঘ) এর অধীন তাহার উপজেলা পরিষদের সদস্য থাকিবেন না এবং এইরুপ সদস্য না থাকিলে উক্ত উপজেলা পরিষদ গঠনের বৈধতা ক্ষুণ্ন হইবে না।

আরও শর্ত থাকে যে, ...

(২) উপধারা (১)- এর দফা (খ) ও (গ)-তে উল্লেখিত ব্যক্তি এই আইনের অধীন পরিষদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

৭। পরিষদের মেয়াদ।- ধারা ৫৩ এর বিধান সাপেক্ষে, পরিষদের মেয়াদ হইবে উহার প্রথম সভার তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়া সত্বেও নির্বাচিত নতুন পরিষদ উহার প্রথম সভায় মিলিত না হওয়া পর্যন্ত পরিষদ কার্য চালাইয়া যাইবে।

৮। [২][চেয়ারম্যানগণের] যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।- (১) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, চেয়ারম্যান [৩]* * * নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন যদি,

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;

(খ) তাহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হয় এবং

(গ) তিনি ধারা ১৯ এ উল্লিখিত ভোটার তালিকাভূক্ত হন।

(২) কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবার এবং থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি -

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন বা হারান;
(খ) তাহাকে কোন আদালত অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন;
(গ) তিনি দেওলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন।
(ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তি লাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;
(ঙ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা পরিষদের বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন কর্মে লাভজনক সার্বক্ষণিক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন;
(চ) তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা সদস্য হন বা থাকেন;
(ছ) তিনি পরিষদের কোন কাজ সম্পাদনের বা মালামাল সরবরাহের জন্য ঠিকাদার হন বা ইহার জন্য নিযুক্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হন বা পরিষদের কোন বিষয়ে তাঁহার কোন প্রকার আর্থিক স্বার্থ থাকে বা তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অত্যাবশ্যক কোন দ্রব্যের দোকানদান হন; অথবা
(জ) তাহার নিকট কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত কোন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় অনাদায়ী থাকে।

ব্যাখ্যা।- এই উপ-ধারা উদ্দেশ্য পুরণকল্পে-

(ক) ব্যাংক অর্থ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২(ড)তে সংজ্ঞায়িত ব্যাংক কোম্পানী;
(খ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২ (খ) তে সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

৯। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের শপথ।- (১) চেয়ারম্যান ও প্রত্যেক সদস্য তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নিম্নলিখিত ফরমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন ব্যক্তির সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন এবং শপথপত্র বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিবেন, যথাঃ-

"আমি , পিতা বা স্বামী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/মহিলা সদস্য নির্বাচিত হইয়া ..... উপজেলা পরিষদে ইউনিয়ন/ পৌর প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য একজন সদস্য হিসাবে সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী এবং সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব। আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব।"

(২) চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত ব্যক্তিগণের নাম সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে চেয়ারম্যানসহ সকল সদস্যের শপথ গ্রহণ বা ঘোষণার জন্য সরকার বা তৎকর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১০। সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা।- চেয়ারম্যান তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে তাহার এবং তাহার পরিবারের কোন সদস্যের স্বত্ব, দখল বা স্বার্থ আছে এই প্রকার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি লিখিত বিবরণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও নির্ধারিত ব্যক্তির নিকট দাখিল করিবেন।

ব্যাখ্যাঃ- "পরিবারের সদস্য" বলিতে চেয়ারম্যানের স্বামী বা স্ত্রী এবং তাহার সংগে বসবাসকারী এবং তাহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল তাহার ছেলেমেয়ে, পিতামাতা ও ভাইবোনকে বুঝাইবে।

১১। চেয়ারম্যা**ন ও সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা।**- চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের ছুটি এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১২। **চেয়ারম্যানের পদত্যাগ।**- (১) সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে চেয়ারম্যানের স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(২) পদত্যাগ গৃহীত হইবার তারিখ হইতে পদত্যাগ কার্যকর হইবে এবং পদত্যাগকারীর পদ শূন্য হইবে।

১৩। চেয়ারম্যা**ন ইত্যাদির অপসারণ।**- (১) চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্যসহ যে কোন সদস্য তাহার স্বীয় পদ হইতে অপসারণ যোগ্য হইবেন, যদি তিনি -

(ক) যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে পরিষদের পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;

(খ) পরিষদ বা রাষ্ট্রের হানিকর কোন কাজে জড়িত থাকেন, অথবা দুর্নীতি বা অসদাচরণ বা নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া দন্ডপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন;

(গ) তাহার দ**V**ায়ত্ব পালন করিতে অস্বীকার করেন অথবা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তাঁহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন; অথবা

(ঘ) অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দোষে দোষী হন অথবা পরিষদের কোন অর্থ বা সম্পত্তির কোন ক্ষতি সাধন বা উহার আত্মসাতের জন্য দায়ী হন।

ব্যাখ্যা। - এই উপ-ধারায় "অসদাচরণ" বলিতে ক্ষমতার অপব্যবহার, দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ইচ্ছাকৃত কুশাসনও বুঝাইবে।

(২) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কোন কারণে তাঁহার পদ হইতে অপসারণ করা যাইবে না, যদি না বিধি অনুযায়ী তদুদ্দেশ্যে আহুত পরিষদের বিশেষ সভায় মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন চার-পঞ্চমাংশ ভোটে তাহার অপাসারণের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত এবং প্রস্তাবটি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তদন্তের পর উহা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরুপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে চেয়ারধ্যান বা উক্ত সদস্যকে প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্য যুক্তিসংগত সুযোগদান করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) অনু্যায়ী গৃহীত প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইলে অনুমোদনের তারিখে চেয়ারম্যান বা উক্ত সদস্য তাহার পদ হইতে অপসারিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৪) ধারা-৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) ও (গ) এর কোন সদস্য অপসারিত হইলে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার কিংবা ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যানদের মধ্য হইতে ক্রমানুসারে পরিষদের শুন্যপদে স্থলাভিষিক্ত হইবেন এবং তিনি এই আইনের অধীন নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৫) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারা অনুযায়ী অপসারিত কোন ব্যক্তি পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য পরিষদের চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না।

১৪। **চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য পদ শুন্য হওয়া।**- (১) চেয়ারম্যান বা কোন মহিলা সদস্যদের পদ শুন্য হইবে, যদি -

(ক) তাঁহার নাম সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি ধারা ৯ এ নির্ধারিত শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ব্যর্থ হনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরুপ মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে সরকার বা তৎকর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ যথার্থ কারণে ইহা বর্ধিত করিতে পারিবে;

(খ) তিনি ধারা ৮ এর অধীনে তাঁহার পদে থাকার অযোগ্য হইয়া যান;

(গ) তিনি ধারা ১২ এর অধীনে তাহার পদ ত্যাগ করেন;

(ঘ) তিনি ধারা ১৩ এর অধীনে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হন;

(ঙ) তিনি ইউনিয়ন বা পৌর প্রতিনিধি বা মহিলা সদস্য হন, এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভার চেয়ারম্যান বা সদস্য বা কমিশনার না থাকেন;

(চ) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(২) চেয়ারম্যান বা কোন মহিলা সদস্যের পদ শুন্য হইলে সরকার বিষয়টি অবিলম্বে সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবে।

১৫। অস্থায়ী চেয়ারম্যান ও প্যানেল।- (১) পরিষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে পরিষদ উহার সদস্যগণের মধ্য হইতে তিনজন সদস্য সমন্বয়ে একটি প্যানেল গঠন করিবে।

(২) প্যানেলে অন্ততঃ একজন মহিলা থাকিবেন যিনি ধারা ৬ (ঘ) তে উল্লিখিত কোন মহিলা সদস্য হইতে পারেন অথবা ধারা ৬ (খ) ও (গ)তে উল্লিখিত সদস্যও হইতে পারেন।

(৩) চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শুন্য হইলে বা অনুপস্থিতি বা অসুস্থ্যতাহেতু বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নুতন নির্বাচিত চেয়ারম্যান তাহার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত বা পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, প্যানেলভুক্ত সদস্যদের মধ্যে যাহার নাম শীর্ষে থাকে বা তাহার অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে পরবর্তী সদস্য পরিষদের চেয়ারম্যানরুপে দায়িত্ব পালন করিবেন, এবং উক্ত সদস্য উক্ত সময়ে অস্থায়ী চেয়ারম্যান বলিয়া অভিহিত হইবেন।

১৬। আকস্মিক পদ শুন্যতা পুরণ।- পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার তারিখের-

(ক) একশত আশি দিন বা তদাপেক্ষ বেশী সময় পুর্বে চেয়ারম্যানের পদ শুন্য হইলে;

(খ) নববই দিন বা তদাপেক্ষ বেশী সময় পুর্বে কোন মহিলা সদস্যের পদ শুন্য হইলে;

[১][পদটি শুন্য হওয়ার ষাট দিনের মধ্যে] বিধি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে উক্ত শুন্য পদ পুরণ করিতে হইবে, এবং যিনি উক্ত পদে নির্বাচিত হইবেন তিনি পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য উক্ত পদে বহাল থাকিবেন।

১৭। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়।- (১) নিম্নবর্ণিত সময়ে চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্যগণের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে, যথাঃ--

ক) প্রথম তফসিলভূক্ত উপজেলাসমূহের ক্ষেত্রে, এই আইন বলবৎ হওয়ার পর তিনশত ত্রিশ দিনের মধ্যে;

খ) ধারা ৩(২) এর অধীনে ঘোষিত নতুন উপজেলার ক্ষেত্রে, উক্তরুপ ঘোষণার তিনশত ত্রিশ দিনের মধ্যে;

গ) পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার ক্ষেত্রে, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার তারিখের পূর্ববর্তী [১][একশত আশি দিনের মধ্যে; এবং

ঘ) পরিষদ, ধারা ৫৩ এর অধীনে বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে, বাতিলাদেশ জারীর অনধিক একশত বিশ দিনের মধ্যে।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এবং (খ) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দৈবদুর্বিপাকজনিত বা অন্যবিধ অনিবার্য কারণে উক্ত দফাসমূহে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হইলে নির্বাচন কমিশন, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত সময়সীমার পরে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক তারিখ নির্ধারণ করিতে পারিবে।''।

১৮। পরিষদের প্রথম সভা আহ্বান।- ধারা ৯ এর অধীনে শপথ অনুষ্ঠানের শপথ অনুষ্ঠানের পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে পরিষদের প্রথম সভা বিধি দ্বারা নির্ধারিত ব্যক্তি আহ্বান করিবেন।

১৯। ভোটার তালিকা ও ভোটাধিকার।- জাতীয় সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতকৃত আপাততঃ বলবৎ ভোটার তালিকার যে অংশ সংশ্লিষ্ট উপজেলাভূক্ত এলাকা সংক্রান্ত, ভোটার তালিকার সেই অংশ-

(ক) চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা হইবে;

(খ) কোন ব্যক্তির নাম উক্ত ভোটার তালিকায় আপাততঃ লিপিবদ্ধ থাকিলে তিনি চেয়ারম্যানের নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন।

২০। নির্বাচন পরিচালনা।- (১) সংবিধান অনুযায়ী গঠিত নির্বাচন কমিশন, অতঃপর নির্বাচন কমিশন বলিয়া উল্লিখিত, এই আইন ও বিধি অনুযায়ী চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠানও পরিচালনা করিবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্যদের নির্বাচনের জন্য বিধি প্রণয়ন করিবে এবং অনুরুপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে;

(ক) নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রজিাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিযোগ এবং তাহাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব;

(খ) মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য এলাকা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং মহিলা সদস্য নির্বাচন পদ্ধতি;

(গ) প্রার্থী মনোনয়ন, মনোনয়নের ক্ষেত্রে আপত্তি এবং মনোনয়ন বাছাই;

(ঘ) প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদেয় জামানত এবং উক্ত জামানত ফেরত প্রদান বা বাজেয়াপ্তকরণ;

(ঙ) প্রার্থী পদ প্রত্যাহার;

(চ) প্রার্থীগণের এজেন্ট নিয়োগ;

(ছ) প্রতিদ্বন্দিতা এবং বিনা প্রতিদ্বন্দিতার ক্ষেত্রে নির্বাচন পদ্ধতি;

(জ) ভোট গ্রহণের তালিকা, সময় ও স্থান এবং নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়;

(ঝ) ভোটদানের পদ্ধতি;

(ঞ) ব্যালট পেপার এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্রের হেফাজত ও বিলিবন্টন;

(ট) যে অবস্থায় ভোট গ্রহণ স্থগিত করা যায় এবং পুনরায় ভোট গ্রহণ করা যায়;

(ঠ) নির্বাচন ব্যয়;

(ড) নির্বাচনের দুর্নীতিমুলক বা অবৈধ কার্যকলাপ ও অন্যান্য নির্বাচন অপরাধ এবং উহার দন্ড;

(ঢ) নির্বাচন বিরোধ, নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ও [১][নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন], নির্বাচনী দরখাস্ত দায়ের, নির্বাচন বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে উক্ত ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ও অনুসরণীয় পদ্ধতিসহ আনুষংগিক বিষয়াদি; এবং

(ণ) নির্বাচন সম্পর্কিত আনুষংগিক অন্যান্য বিষয়।

(৩) উপ-ধারা (২) (ড) এর অধীন প্রণীত বিধিতে কারাদন্ড, অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডের বিধান করা যাইবে, তবে কারাদন্ডের মেয়াদ [২][সাত বৎসরের] অধিক হইবে না।

২১। চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্যগণের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ।- চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত সকল ব্যক্তির নাম নির্বাচনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব, নির্বাচন কমিশন সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবে।

২২। চেয়ারম্যান বা সদস্যগণ কর্তৃক কার্যভার গ্রহণ ।- চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ পরিষদের সভায় প্রথম যে তারিখে যোগদান করিবেন সেই তারিখে তাহার স্বীয় পদের কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

[৩][**২২ক। নির্বাচন বিরোধ, নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি।**- (১) এই আইনের অধীন কোন নির্বাচন বা নির্বাচনী কার্যক্রম সম্পর্কে নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কোন আদালত বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(২) এই আইনের অধীন নির্বাচন সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন, সাব-জজ পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় একজন কর্মকর্তা সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল এবং একজন জেলাজজ পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে পারিবে।

(৩) কোন নির্বাচনের জন্য মনোনীত প্রার্থী সেই নির্বাচনের কোন বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন ও প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া নির্বাচন ট্রাইব্যুনালে দরখাস্ত করিতে পারিবেন; অন্য কোন ব্যক্তি এইরুপ দরখাস্ত করিতে পারিবে না।

২২খ। নির্বাচনী দরখাস্ত বা আপীল বদলীকরণের ক্ষমতা।- নির্বাচন কমিশন নিজ উদ্যোগে অথবা পক্ষগণের কোন এক পক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে পেশকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে যে কোন পর্যায়ে একটি নির্বাচনী দরখাস্ত এক নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল হইতে অন্য ট্রাইব্যুনালে অথবা একটি আপীল ট্রাইব্যুনাল হইতে অপর একটি আপীল ট্রাইব্যুনালে বদলী করিতে পারিবে; এবং যে ট্রাইব্যুনালে বা আপীল ট্রাইব্যুনালে তাহা বদলী করা হয় সেই ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল উক্ত দরখাস্ত বা আপীল যে পর্যায়ে বদলী করা হইয়াছে সেই পর্যায় হইতে উহার বিচারকার্য চালাইয়া যাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচনী দরখাস্ত যে ট্রাইব্যুনালে বদলী করা হইয়াছে সেই ট্রাইব্যুনাল উপযুক্ত মনে করিলে ইতিপূর্বে পরীক্ষিত কোন সাক্ষী পুনরায় তলব বা পুনরায় পরীক্ষা করিতে পারিবে এবং অনুরুপভাবে আপীল ট্রাইব্যুনালও এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

২২গ। বিধি অনুযায়ী নির্বাচনী দরখাস্ত, আপীল নিষ্পত্তি ইত্যাদি।- নির্বাচনী দরখাস্তের পক্ষ, নির্বাচনী দরখাস্ত ও নির্বাচন আপীল দায়েরের পদ্ধতি, নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্বাচন বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে অনুসরণীয় পদ্ধতি, উক্ত ট্রাইব্যুনালসমুহের এখতিয়ার ও ক্ষমতা, সংশ্লিষ্ট পক্ষকে প্রদেয় প্রতিকার এবং আনুষংগিক সকল বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।"]

২৩। পরিষদের কার্যাবলী।- (১) দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত কার্যাবলী পরিষদের কার্যাবলী হইবে এবং পরিষদ উহার তহবিলের সংগতি অনুযায়ী এই কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

(২) সরকার প্রয়োজনবোধে পরিষদ ও অন্যান্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর বিবরণ সুনির্দিষ্টকরণের জন্য সরকারী প্রজ্ঞাপন জারী করিয়া প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবে।

২৪। সরকার ও পরিষদের কার্যাবলী হস্তান্তর ইত্যাদি।- (১) এই আইন অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার পরিষদের সহিত আলোচনাক্রমে,-

(ক) পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম সরকারের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে; এবং

(খ) তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত এবং সরকার কর্তৃক উপজেলা বা থানার এলাকায় পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম, উক্ত প্রতিষ্ঠান বা কর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং আনুসংগিক বিষয়াদি পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে;

হস্তান্তর করার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) হস্তান্তরিত বিষয়ে দায়িত্বপালনরত কর্মকর্তাদের বার্ষিক কার্যক্রম প্রতিবেদন (Annual Performance Report) পরিষদ কর্তৃক এবং তাহার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক লেখা হইবে।

(৩) উপজেলা পরিষদের কাছে সরকারের যে সকল বিষয়, সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও তাহাদের কর্মকর্তা/ কর্মচারী হস্তান্তর করা হইবে, নতুন প্রেক্ষিতে তাহাদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও উপদেশ প্রদান ও নির্দেশিকা জারীর জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হইবে এবং কমিটির সামগ্রিক দ Vায়ত্ব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

২৫। পরিষদের উপদেষ্টা।- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫- এর অধীন একক আঞ্চলিক এলাকা হইতে নির্বাচিত সংশ্লিষ্ট সংসদ-সদস্য পরিষদের উপদেষ্টা হইবেন এবং পরিষদ উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ করিবেন।

২৬। নির্বাহী ক্ষমতা।- (১) এই আইনের অধীন যাবতীয় কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করিবার ক্ষমতা পরিষদের থাকিবে।

(২) এই আইন বা বিধিতে ভিন্নরুপ বিধান না থাকিলে, পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত হইবে এবং এই আইন ও বিধি অনুযায়ী চেয়রাম্যান কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রযুক্ত হইবে।

(৩) পরিষদের নির্বাহী বা অন্য কোন কার্য পরিষদের নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রমাণীকৃত হইতে হইবে।

২৭। কার্যাবলী নি পন্ন।-(১) পরিষদের কার্যাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ও পদ্ধতিতে উহার সভায় বা কমিটিসমূহের সভায় অথবা উহার চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক নি পন্ন করা হইবে।

(২) পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান, এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) পরিষদের কোন সদস্য পদ শূন্য রহিয়াছে বা উহার গঠনে কোন ত্রুটি রহিয়াছে কেবল এই কারণে কিংবা পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত হইবার বা ভোট দানের বা অন্য কোন উপায়ে উহার কার্যধারায় অংশগ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অনুরুপ কার্য করিয়াছেন, কেবল এই কারণে পরিষদের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না।

(৪) পরিষদের প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণীর একটি করিয়া অনুলিপি সভা অনুষ্ঠিত হইবার তারিখের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

২৮। পরিষদের সভার কর্মকর্তা ইত্যাদির উপস্থিতি।- (১) পরিষদের সভায় আলোচ্য বা নি পত্তিযোগ্য কোন বিষয় সম্পর্কে মতামত প্রদান বা পরিষদকে অন্যবিধভাবে সহায়তা করার জন্য উপজেলা বা থানা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা

উপস্থিত থাকিবেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে ও তাহার মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেন, তবে তাহার কোন ভোটাধিকার থাকিবে না।

(২) পরিষদ প্রয়োজনবোধে যে কোন বিষয়ে মতামত প্রদানের উদ্দেশ্যে উহার সভায় যে কোন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানাইতে, উপস্থিত থাকিবার এবং মতামত ব্যক্ত করিবার সুযোগ দিতে পারিবে।

২৯। কমিটি।- (১) পরিষদ উহার কাজের সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে চেয়ারম্যান বা যে কোন সদস্য বা অন্য কোন ব্যক্তি সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্তরুপ কমিটির সদস্য সংখ্যা ও ইহার দায়িত্ব এবং কার্যধারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) পরিষদ নিম্নবর্ণিত বিষয়ে একটি করিয়া স্থায়ী কমিটি গঠন করিবেঃ-

(ক) আইন শৃঙ্খলা;
(খ) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা;
(গ) কৃষি, সেচ ও পরিবেশ;
(ঘ) শিক্ষা কমিটি;
(ঙ) সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন;
(চ) ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও যুব উন্নয়ন;
(ছ) যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন।

৩০। চুক্তি।- (১) পরিষদ কর্তৃক বা উহার পক্ষে সম্পাদিত সকল চুক্তি-

(ক) লিখিত হইতে হইবে এবং পরিষদের নামে সম্পাদিত হইবে;
(খ) বিধি অনুসারে সম্পাদিত হইতে হইবে।

(২) কোন চুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত পরিষদের সভায় চেয়ারম্যান চুক্তিটি উপস্থাপন করিবেন এবং এই চুক্তির উপর সকল সদস্যের আলোচনার অধিকার থাকিবে।

(৩) পরিষদ প্রস্তাবের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের চুক্তিসম্পাদনের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং চেয়ারম্যান চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করিবেন।

(৪) এই ধারার খেলাপ সম্পাদিত কোন চুক্তির দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাইবে না।

৩১। নির্মাণ কাজ।- সরকার, সরকারী গেজেটের মাধ্যমে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে সাধারণ নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথাঃ-

(৩) পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিতব্য সকল নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা এবং আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন;
(৪) উক্ত পরিকল্পনা ও ব্যয় কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এবং কি শর্তে প্রযুক্তিগতভাবে এবং প্রশাসনিকভাবে অনুমোদিত হইবে, তাহা নির্ধারণ;
(৫) উক্ত পরিকল্পনা ও ব্যয়ের হিসাব কাহার দ্বারা প্রণয়ন করা হইবে এবং উক্ত নির্মাণ কাজ কাহার দ্বারা সম্পাদন করা হইবে, তাহা নির্ধারণ।

৩২। নথিপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি।- পরিষদ -

(ক) উহার কার্যাবলীর নথিপত্র সংরক্ষণ করিবে;
(খ) বিধিতে উল্লিখিত বিষয়ের উপর সাময়িক প্রতিবেদন ও বিবরণী প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে;

(গ) উহার কার্যাবলী সম্পর্কে তথ্য প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বা সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত অন্যান্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৩। পরিষদের সচিব।- উপজেলা নির্বাহী অফিসার পরিষদের সচিব হইবেন।

৩৪। পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ।- (১) পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদে বিধি অনুযায়ী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) পরিষদ কর্তৃক নিয়োগযোগ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৩৫। পরিষদের তহবিল গঠন।- (১) সংশ্লিষ্ট উপজেলার নাম সম্বলিত প্রত্যেক উপজেলা পরিষদের একটি তহবিল থাকিবে।

(২) পরিষদের তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হইবে, যথাঃ-

(ক) পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য দাবী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

(খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা;

(গ) ধারা ২৪-এর অধীনে পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত প্রতিষ্ঠান বা কর্ম পরিচালনাকারী জনবলের বেতন, ভাতা এবং এতদ্সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ বাবদ সরকার প্রদত্ত অর্থ;

(ঘ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের অনুদান;

(ঙ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(চ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা;

(ছ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য কোন যে কোন অর্থ;

(জ) পরিষদের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ;

(ঝ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

৩৬। পরিষদের তহবিল সংরক্ষণ, বিনিয়োগ ও বিশেষ তহবিল।- (১) পরিষদের তহবিলে জমাকৃত অর্থ কোন সরকারী ট্রেজারীতে বা সরকারী ট্রেজারীর কার্য পরিচালনাকারী কোন ব্যাংকে অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে জমা রাখা হইবে।

(২) পরিষদ উহার তহবিলের কিছু অংশ, যাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হয় তাহা, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও খাতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) পরিষদ ইচ্ছা করিলে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে আলাদা তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল পরিচালনা করিবে।

৩৭। পরিষদের তহবিলের প্রয়োগ।- (১) পরিষদের তহবিলের অর্থ নিম্নলিখিত খাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যয় করা যাইবে, যথাঃ-

প্রথমতঃ পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান;

দ্বিতীয়তঃ এই আইনের অধীন পরিষদের তহবিলের উপর দায়মুক্ত ব্যয়;

তৃতীয়তঃ এই আইন বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন দ্বারা ন্যস্ত পরিষদের সম্পাদন এবং কর্তব্য পালনের জন্য ব্যয়;

চতুর্থতঃ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়;

পঞ্চমতঃ সরকার কর্তৃক ঘোষিত পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়;

(২) পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় নিম্নরুপ হইবে, যথাঃ-

(ক) পরিষদের চাকুরীতে নিয়োজিত কোন সরকারী কর্মচারীর জন্য দেয় অর্থ;
(খ) কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পরিষদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন ব্যয়, ডিক্রী বা রোয়েদাদ কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ;
(গ) সরকার কর্তৃক দায়যুক্ত বলিয়া নির্ধারিত অন্য যে কোন ব্যয়।

(৩) পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত কোন ব্যয়ের খাতে যদি কোন অর্থ অপরিশোধিত থাকে, তাহা হইলে যে ব্যেক্তির হেফাজতে উক্ত তহবিল থাকিবে সে ব্যক্তিকে সরকার আদেশ দ্বারা উক্ত তহবিল হইতে, যতদুর সম্ভব, ঐ অর্থ পরিশোধ করিবার জন্য আদেশ দিতে পারিবে।

৩৮। বাজেট।- (১) প্রতি অর্থ-বৎসর শুরু হইবার অন্ততঃ ষাট দিন পূর্বে পরিষদ উক্ত বৎসরের আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী, অতঃপর বাজেট বলিয়া উল্লিখিত, সরকার প্রণীত নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রণয়ন করিয়া উহার অনুলিপি পরিষদের নোটিশ বোর্ডে অন্ততঃ পনের দিনব্যাপী জনসাধারণের অবগতি, মন্তব্য ও পরামর্শের জন্য লটকাইয়া রাখিবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুসারে প্রদর্শিত বাজেট সম্পর্কে জনগণের মন্তব্য ও পরামর্শ বিবেচনাক্রমে পরিষদ সংশ্লিষ্ট অর্থ-বৎসর শুরু হওয়ার ত্রিশ দিন পূর্বে বাজেটটি অনুমোদন করিয়া উহার একটি অনুলিপি জেলা প্রশাসন ও সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) কোন অর্থ-বৎসর শুরু হইবার পূর্বে পরিষদ ইহার বাজেট অনুমোদন করিতে না পারিলে সরকার উক্ত বৎসরের জন্য একটি আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করাইয়া উহা প্রত্যয়ন করিবে এবং এইরুপ প্রত্যয়নকৃত বিবরণী পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীনে বাজেটের অনুলিপি প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে সরকার আদেশ দ্বারা বাজেটটি সংশোধন করিতে পারিবে এবং অনুরুপ সংশোধিত বাজেটই পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কোন অর্থ বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ-বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, পরিষদ একটি সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করিতে পারিবে এবং উক্ত সংশোধিত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারা বিধানাবলী, যতদুর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।

(৬) এই আইন মোতবেক গঠিত পরিষদ প্রথমবার যে অর্থ-বৎসরে দায়িত্ব গ্রহণ করিবে সেই অর্থ-বৎসরের বাজেট উক্ত দায়িত্বভার গ্রহণের পর অর্থ-বৎসরটির বাকী সময়ের জন্য প্রণীত হইবে এবং উক্ত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলী যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

৩৯। হিসাব।- (১) পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে রক্ষণ করা যাইবে।

(২) প্রতিটি অর্থ-বৎসর শেষ হইবার পর পরিষদ একটি বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিবে এবং পরবর্তী অর্থ-বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) উক্ত বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবের একটি অনুলিপি জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য পরিষদ কার্যালয়ের কোন প্রকাশ্য স্থানে স্থাপন করিতে হইবে এবং উক্ত হিসাব সম্পর্কে জনসাধারণের আপত্তি বা পরামর্শ পরিষদ বিবেচনা করিবে।

৪০। হিসাব নিরীক্ষা।- (১) পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিরীক্ষিত হইবে।

(২) নিণীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ পরিষদের সকল হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় বহি ও অন্যান্য দলিল দেখিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে পরিষদের চেয়ারম্যান ও যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞসাবাদ করিতে পারিবে।

(৩) হিসাব নিরীক্ষার পর নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করিবে এবং উহাতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে, যথাঃ-

(ক) অর্থ আত্মসাৎ;
(খ) পরিষদের তহবিলের লোকসান, অপচয় এবং অপপ্রয়োগ;
(গ) হিসাব রক্ষণে অনিয়ম;
(ঘ) নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের মতে যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত আত্মসাৎ, লোকসান, অপচয়, অপপ্রয়োগ ও অনিয়মের জন্য দায়ী তাহাদের নাম।

৪১। পরিষদের সম্পত্তি।- (১) সরকার বিধি দ্বারা -

(ক) পরিষদের উপর বা উহার তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত বা উহার মালিকানাধীন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বিধান করিতে পারিবে;
(খ) উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তরের নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(২) পরিষদ -

(ক) উহার মালিকানাধীন বা উহার উপর বা উহার তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত যে কোন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিদর্শন ও উন্নয়ন সাধন করিতে পারিবে;
(খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে উক্ত সম্পত্তি কাজে লাগাইতে পারিবে;
(গ) দান, বিক্রয়, বন্ধক, ইজারা বা বিনিময়ের মাধ্যমে বা অন্য কোন পন্থায় যে কোন সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তর করিতে পারিবে।

৪২। উন্নয়ন পরিকল্পনা।- (১) পরিষদ উহার এখতিয়ারভূক্ত যে কোন বিষয়ে উহার তহবিলের সংগতি অনুযায়ী পাঁচসালা পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে এবং এইরুপ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিষদের এলাকাভূক্ত ইউনিয়ন পরিষদ বা উক্ত এলাকায় উন্নয়ন কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বা কোন ব্যক্তি বিশেষের পরামর্শ বিবেচনা করিতে পারিবে।

(২) উক্ত পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধান থাকিবে, যথাঃ-

(ক) কি পদ্ধতিতে পরিকল্পনায় অর্থ যোগান হইবে এবং উহার তদারক ও বাস্তবায়ন হইবে;
(খ) কাহার দ্বারা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইবে;
(গ) পরিকল্পনা সম্পর্কিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়।

(৩) পরিষদ উহার প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অনুলিপি উহার বাস্তবায়নের পূর্বে সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে এবং জনসাধারণের অবগতির জন্য পরিষদের বিবেচনায় যথাযথ পদ্ধতিতে প্রকাশ করিতে বা

ক্ষেত্র বিশেষে তাহাদের মতামত বা পরামর্শ বিবেচনাক্রমে উক্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৪৩। পরিষদের নিকট চেয়ারম্যান ইত্যাদির দায়।- পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা উহার কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা পরিষদ প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বা পরিষদের পক্ষে কর্মরত কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ গাফিলতি বা অসদাচরণের কারণে পরিষদের কোন অর্থ বা সম্পদের লোকসান অপচয় বা অপপ্রয়োগ হইলে উহার জন্য তিনি দায়ী থাকিবেন এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকার তাহার এই দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করিবে এবং যে টাকার জন্য তাহাকে দায়ী করা হইবে সেই টাকা সরকারী দাবী (Public Demand) হিসাবে তাহার নিকট হইতে আদায় করা হইবে।

৪৪। পরিষদ কর্তৃক আরোপণীয় কর ইত্যাদি।- পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, চতুর্থ তফিসেল উল্লিখিত সকল অথবা যে কোন কর, রেইট, টোল এবং ফিস বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপ করিতে পারিবে।

৪৫। কর সম্পর্কিত প্রজ্ঞান ইত্যাদি।- (১) পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল কর, রেইট, টোল এবং ফিস বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রজ্ঞাপিত হইবে এবং সরকার ভিন্নরুপ নির্দেশ না দিলে উক্ত আরোপের বিষয়টি আরোপের পূর্বে প্রকাশ করিতে হইবে।

(২) কোন কর, টোল, রেইট বা ফিস আরোপের বা উহার পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে সরকার যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে উহা কার্যকর হইবে।

৪৬। কর সংক্রান্ত দায়।- কোন ব্যক্তি বা জিনিসপত্রের উপর কর, রেইট, টোল বা ফিস আরোপ করা যাইবে কিনা উহা নির্ধারণের প্রয়োজনে পরিষদ, নোটিশের মাধ্যমে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিতে বা দলিলপত্র, হিসাব বহি বা জিনিষপত্র হাজির করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

৪৭। কর আদায়।- (১) এই আইনে ভিন্নরুপ বিধান না থাকিলে, পরিষদের সকল কর, রেইট, টোল এবং ফিস বিধি দ্বারা নির্ধারিত ব্যক্তির দ্বারা এবং পদ্ধতিতে আদায় করা হইবে।

(২) পরিষদের প্রাপ্য অনাদায়ী সকল প্রকার কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য অর্থ সরকারী দাবী (Public Demand) হিসাবে আদায়যোগ্য ইহবে।

৪৮। কর ইত্যাদি নির্ধারণের বিরুদ্ধে আপত্তি।- বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় এবং সময়ের মধ্যে পেশকৃত লিখিত দরখাস্ত ছাড়া অন্য পন্থায় এই আইনের অধীন ধার্যকৃত কোন কর, রেইট, টোল বা ফিস বা এতদ্সংক্রান্ত কোন সম্পত্তির মূল্যায়ন অথবা কোন ব্যক্তির উহা প্রদানের দায়িত্ব সম্পর্কে কোন আপতিত উত্থাপন করা যাইবে না।

৪৯। কর বিধি।- (১) পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত সকল কর, রেইট, টোল বা ফিস এবং অন্যান্য দাবী বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধার্য, আরোপ এবং নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে।

(২) এই ধারায় উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কিত বিধি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কর দাতাদের করণীয় এবং কর ধার্যকারী ও আদায়কারী কর্মকর্মতা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিধান থাকিবে।

৫০। পরিষদের উপর তত্ত্বাবধান।- এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার পরিষদের উপর সাধারণ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রযোগ করিবে।

৫১। পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ।- (১) সরকার যদি এইরুপ অভিমত পোষণ করে যে, পরিষদ কর্তৃক বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজকর্ম আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী, তাহা হইলে সরকার আদেশ দ্বারা-

(ক) পরিষদের উক্ত কার্যক্রম বাতিল করিতে পারিবে;

(খ) পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কোন প্রস্তাব অথবা প্রদত্ত কোন আদেশের বাস্তবায়ন সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবে।

(গ) প্রস্তাবিত কোন কাজকর্ম সম্পাদন নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

(ঘ) পরিষদকে আদেশে উল্লিখিত কোন কাজ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন আদেশ প্রদত্ত হইলে পরিষদ আদেশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে উহা পুনঃ বিবেচনার জন্য সরকার আবেদন করিতে পারিবে।

(৩) উক্ত আবেদন প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকার উক্ত আদেশটি হয় বহাল রাখিবে নতুবা সংশোধন অথবা বাতিল করিবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে পরিষদকে উহা অবহিত করিবে।

(৪) যদি কোন কারণে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সরকার উক্ত আদেশ বহাল অথবা সংশোধন না করে তাহা হইলে উহা বাতিল বলিয়া গণ্য ইহবে।

৫২। পরিষদের বিষয়াবলী সম্পর্কে তদন্ত।- (১) সরকার, স্বেচ্ছায় অথবা কোন ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে, পরিষদের বিষয়াবলী সাধারণভাবে অথবা তৎসম্পর্কিত কোন বিশেষ ব্যাপার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য কোন কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত তদন্তের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীতব্য প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্যও নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তের প্রয়োজনে সাক্ষ্য গ্রহণ এবং সাক্ষীর উপস্থিতি ও দলিল উপস্থাপন নিশ্চিতকরণের জন্য Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন এতদ্সংক্রান্ত বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

৫৩। পরিষদ বাতিলকরণ।- (১) যদি প্রয়োজনীয় তদন্তের পর সরকার এইরুপ অভিমত পোষণ করে যে, পরিষদ-

(ক) উহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ অথবা ক্রমাগতভাবে উহার দায়িত্ পালনে ব্যর্থ হইয়াছে;

(খ) উহার প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ;

(গ) সাধারণতঃ এমন কাজ করে যাহা জনস্বার্থ বিরোধী;

(ঘ) অন্য কোনভাবে উহার ক্ষমতার সীমা লংঘন বা ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে বা করিতেছে;

তাহা হইলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, পরিষদকে বাতিল করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত আদেশ প্রদানের পূর্বে পরিষদের সদস্যগণকে প্রস্তাবিত বাতিলকরণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আদেশ প্রকাশিত হইলে-

(ক) পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ তাহাদের পদে বহাল থাকিবেন না;

(খ) বাতিল থাকাকালীন সময়ে পরিষদের যাবতীয় দায়িত্ব সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ পালন করিবে।

(৩) বাতিলাদেশ সরকারী গেজেট জারীর একশত বিশ দিনের মধ্যে এই আইন ও বিধি মোতাবেক পরিষদ পুনগঠিত হইবে।

৫৪। যুক্ত কমিটি।- পরিষদ অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত একত্রে উহাদের সাধারণ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের জন্য যুক্ত কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং অনুরুপ কমিটিকে উহার যে কোন ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

৫৫। পরিষদ ও অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরোধ।- পরিষদ এবং অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে বিরোধীয় বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য সরকারের নিকট প্রেরিত হইবে এবং এই ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৫৬। অপরাধ।- পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত কোন করণীয় কাজ না করা এবং করণীয় নয় এই প্রকার কাজ করা এই আইনের অধীন দন্ডনীয় অপরাধ হইবে।

৫৭। দন্ড।- এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য অনধিক পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা যাইবে এবং এই অপরাধ যদি অনবরতভাবে ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে প্রথম দিনের অপরাধের পর পরবর্তী প্রত্যেক দিনের জন্য অপরাধীকে অতিরিক্ত অনধিক পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাইবে।

৫৮। অপরাধ আমলে নেওয়া।- চেয়ারম্যান বা পরিষদ হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য আমলে লইতে পারিবেন না।

৫৯। অভিযোগ প্রত্যাহার ও আপোষ নিষ্পত্তি।- চেয়ারম্যান বা এতদুদ্দেশ্যে পরিষদ হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন অপরাধ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রত্যাহার বা অভিযুক্ত ব্যক্তির সহিত আপোষ নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

৬০। অবৈধ অনুপ্রবেশ বা অবস্থান।- (১) জনপথ ও সর্বধারণের ব্যবহার্য কোন স্থানে কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে অবৈধ অনুপ্রবেশ করিবেন না।

ব্যাখ্যা - এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন ব্যক্তির অবৈধ অনুপ্রবেশ বলিতে তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন বা তাহার তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে এমন কোন ব্যক্তি বা জীব-জন্তুর অনুপ্রবেশ বা কোন বস্ত্ত বা কাঠামোর অবস্থানও অন্তর্ভূক্ত ইহবে।

(২) পরিষদের নিয়ন্ত্রণভূক্ত বা এখতিয়ারাধীন জনপথে বা স্থানে উক্তরুপ অবৈধ অনুপ্রবেশ করিল পরিষদ নোটিশ দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার অবৈধ কার্যকলাপ বন্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে যদি তিনি এই নির্দেশ মান্য না করেন তাহা হইলে পরিষদ অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ করিবার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উক্তরুপ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সেইজন্য তাহাকে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না।

(৩) অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ করার প্রয়োজনে গৃহীত ব্যবস্থার জন্য যে ব্যয় হইবে তাহা উক্ত অনুপ্রবেশকারীর উপর এই আইনের অধীন ধার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

৬১। আপীল।- এই আইন বা কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীনে পরিষদ বা উহার চেয়ারম্যান অথবা পরিষদের বা চেয়ারম্যানের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির কোন আদেশের দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত আদেশ

প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট উহার বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন এবং এই আপীলের উপর সরকারের বা উক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৬২। পরিষদ ও সরকারের কার্যাবলীর সমন্বয় সম্পর্কে আদেশ।- সরকার, প্রয়োজন হইলে, আদেশ দ্বারা পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যামবলীর মধ্যে কাজের সমন্বয় করিতে পারিবে।

৬৩। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, অনুরুপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে যথাঃ-

(ক) চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য নির্বাচন ও তৎসংক্রান্ত কার্যাবলী;
(খ) নির্বাচন বিরোধ, নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ও আপীল ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ ও উহাদের ক্ষমতা, নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিল এবং নির্বাচন বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি;
(গ) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের ক্ষমতা ও কার্যাবলী;
(ঘ) পরিষদের পক্ষে চুক্তি সম্পাদনের বিধানাবলী;
(ঙ) পরিষদের কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিধানাবলী;
(চ) পরিষদের রেকর্ডপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রকাশানা সংক্রান্ত;
(ছ) পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকুরীর শর্তাবলী সংক্রান্ত বিষয়;
(জ) পরিষদের তহবিল রক্ষণ পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়োগ;
(ঝ) হিসাব নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি;
(ঞ) পরিষদে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়াদি;
(ট) নির্ধাণ কাজ এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি;
(ঠ) পরিষদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আচরণ সংক্রান্ত বিষয়;
(ড) কর সংক্রান্ত বিষয়;
(ঢ) পরিষদের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল সংক্রান্ত বিষয়;
(ণ) বিশেষ সভা আহ্বান এবং চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য সংক্রান্ত অপসারণের বিষয়;
(ত) বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন সংক্রান্ত বিষয়াবলী;
(থ) এই আইনের বিধানাবলী পালনের জন্য সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়াদি।

৬৪। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে পরিষদ, সরকারের পুর্বানুমোদনক্রমে, এই আইনের বা কোন বিধির সহিত অসামঞ্জস্য না হয় এইরুপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, অনুরুপ প্রবিধানে নিম্নরুপ সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথাঃ-

(ক) পরিষদের কার্যাবলী পরিচালনা;
(খ) পরিষদের সভার কোরাম নির্ধারণ;
(গ) পরিষদের সভার প্রশ্ন উত্থাপন;
(ঘ) পরিষদের সভা আহ্বান;
(ঙ) পরিষদের সভার কার্যবিবরণী লিখন;
(চ) পরিষদের সভায় গৃহীত প্রস্তাবের বাস্তবায়ন;
(ছ) সাধারণ সীলমোহরের হেফাজত ও ব্যবহার;

(জ) পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পণ;

(ঝ) পরিষদের অফিসের বিভাগ ও শাখা গঠন এবং উহাদের কাজের পরিধি নির্ধারণ;

(ঞ) কার্যনির্বাহ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়;

(ট) এই আইনের অধীন প্রবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে বা করা যাইবে এইরুপ যে কোন বিষয়।

(৩) পরিষদের বিবেচনায় যে প্রকারে প্রকাশ করিলে কোন প্রবিধান সম্পর্কে জনসাধারণ ভালভাবে অবহিত হইতে পারিবে সেই প্রকারে প্রত্যেক প্রবিধান প্রকাশ করিতে হইবে।

(৪) সরকার নমুনা প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং এইরুপ কোন নমূনা প্রণীত হইলে পরিষদ উহা অনুসরণ করিবে।

৬৫। সরকার কর্তৃক ক্ষমতা অর্পণ।- সরকার এই আইনের অধীন ইহার সকল অথবা যে কোন ক্ষমতা সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করিতে পারিবে।

৬৬। পরিষদের পক্ষে ও বিপক্ষে মামলা।- (১) পরিষদের বিরুদ্ধে বা পরিষদ সংক্রান্ত কোন কাজের সুত্রে উহার কোন সদস্য বা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে হইলে মামলা দায়ের করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে মামলার কারণ এবং বাদীর নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করিয়া একটি নোটিশ-

(ক) পরিষদের ক্ষেত্রে, পরিষদের কার্যালয়ে প্রদান করিতে হইবে বা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে;

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিকট ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার অফিস বা বাসস্থানে প্রদান করিতে হইবে বা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

(২) উক্ত নোটিশ প্রদান বা পৌঁছানোর পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না, এবং মামলার আরজীতে উক্ত নোটিশ প্রদান করা বা পৌঁছানো হইয়াছে কিনা উহার উল্লেখ করিতে হইবে।

৬৭। নোটিশ এবং উহা জারীকরণ।- (১) এই আইন, বিধি বা প্রবিধান পালনের জন্য কোন কাজ করা বা না করা হইতে বিরত থাকা যদি কোন ব্যক্তির কর্তব্য হয় তাহা হইলে কোন সময়ের মধ্যে ইহা করিতে হইবে বা ইহা করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে তাহা উল্লেখ করিয়া তাহার উপর একটি নোটিশ জারী করিতে হইবে।

(২) এই আইনের অধীন প্রদেয় কোন নোটিশ গঠনগত ত্রুটির কারণে অবৈধ হইবে না।

(৩) ভিন্নরুপ কোন বিধান না থাকিলে এই আইনের অধীন প্রদেয় সকল নোটিশ উহার প্রাপককে হাতে হাতে প্রদান করিয়া অথবা তাহার নিকট ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া বা তাহার বাসস্থান বা কর্মস্থলের কোন বিশিষ্ট স্থানে আঁটিয়া দিয়া জারী করিতে হইবে।

(৪) যে নোটিশ সর্বাধারণের জন্য তাহা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত কোন প্রকাশ্য স্থানে আঁটিয়া দিয়া জারী করা হইলে উহা যথাযথভাবে জারী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৬৮। প্রকাশ্য রেকর্ড।- এই আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত এবং সংরক্ষিত যাবতীয় রেকর্ড এবং রেজিষ্ট্রী Evidence Act, 1872 (I of 1872) তে যে অর্থে প্রকাশ্য রেকর্ড (Public document) অভিব্যক্তিটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রকাশ্য রেকর্ড (Public document) বলিয়া গণ্য হইবে এবং বিপরীত প্রমাণিত না হইলে, উহাকে বিশুদ্ধ রেকর্ড বা রেজিষ্ট্রী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

৬৯। পরিষদের চেয়রাম্যান, সদস্য ইত্যাদি জনসেবক (Public Servant) গণ্য হইবেন।- পরিষদের চেয়ারম্যান বা উহার অন্যান্য সদস্য এবং উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং পরিষদের পক্ষে কাজ করার জন্য যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তি Penal Code (Act, XLV of 1860) এর Section 21 এ যে অর্থে জনসেবক (Public Servant) অভিব্যক্তিটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক (Public Servant) বলিয়া গণ্য হইবেন।

৭০। সরল বিশ্বসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ। - এই আইন, বিধি বা প্রবিধান এর অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাঁহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, পরিষদ বা উহাদের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৭১। নির্ধারিত পদ্ধতিতে কতিপয় বিষয়ের নিষ্পত্তি।- এই আইনে কোন কিছু করিবার জন্য বিধান থাকা সত্ত্বেও যদি উহা কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা কি পদ্ধতিতে করা হইবে তৎসম্পর্কে কোন বিধান না থ্যকে তাহা হইলে উক্ত কাজ সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ অনুসারে সম্পন্ন করা হইবে।

৭২। অসুবিধা দূরীকরণ।- এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে উক্ত বিধানে কোন অস্পষ্টতার কারণে অসুবিধা দেখা দিলে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকণার্থে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

প্রথম তফসিল

[ধারা ৩(১) দ্রষ্টব্য]

প্রথম উপজেলাসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ক্রমিক নং	উপজেলার নাম
১	পঞ্চগড়	১	আটোয়ারী
		২	তেতুলিয়া
		৩	বোদা
		৪	দেবীগঞ্জ
		৫	পঞ্চগড় সদর
২	ঠাকুরগাঁও	৬	বালিয়াডাঙ্গী
		৭	হরিপুর
		৮	রানীশংকাইল
		৯	পীরগঞ্জ
		১০	ঠাকুরগাঁও সদর
৩	দিনাজপুর	১১	বিরামপুর
		১২	বীরগঞ্জ
		১৩	বোচাগঞ্জ
		১৪	চিরির বন্দর
		১৫	ঘোড়াঘাট
		১৬	ফুলবাড়ী
		১৭	বিরল
		১৮	দিনাজপুর সদর
		১৯	হাকিমপুর
		২০	কাহারোল
		২১	খানসামা
		২২	নবাবগঞ্জ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ক্রমিক নং	উপজেলার নাম
		২৩	পার্বতীপুর
৪	নীলফামারী	২৪	ডিমলা
		২৫	ডোমার
		২৬	নীলফামারী সদর
		২৭	জলাঢাকা
		২৮	কিশোরগঞ্জ
		২৯	সৈয়দপুর
৫	লালমনিরহাট	৩০	হাতীবান্ধা
		৩১	কালীগঞ্জ
		৩২	পাটগ্রাম
		৩৩	আদিতমারী
		৩৪	লালমনিরহাট সদর
৬	রংপুর	৩৫	গংগাচরা
		৩৬	কাউনিয়া
		৩৭	পীরগাছা
		৩৮	রংপুর সদর
		৩৯	বদরগঞ্জ
		৪০	মিঠাপুকুর
		৪১	পীরগঞ্জ
		৪২	তারাগঞ্জ
৭	কুড়িগ্রাম	৪৩	ভুরুংগামারী
		৪৪	চিলমারী
		৪৫	ফুলবাড়ী
		৪৬	রাজীবপুর
		৪৭	রৌমারী
		৪৮	কুড়িগ্রাম সদর
		৪৯	নাগেশ্বরী
		৫০	রাজারহাট
		৫১	উলিপুর
৮	গাইবান্ধা	৫২	ফুলছড়ি
		৫৩	গাইবান্ধা সদর
		৫৪	পলাশবাড়ী
		৫৫	সাঘাটা
		৫৬	গোবিন্দগঞ্জ
		৫৭	সাদুল্াপুর
		৫৮	সুন্দরগঞ্জ
৯	জয়পুরহাট	৫৯	আক্কেলপুর
		৬০	পাঁচবিবি
		৬১	জয়পুরহাট সদর
		৬২	কালাই
		৬৩	ক্ষেতলাল
১০	বগুড়া	৬৪	আদমদিঘী
		৬৫	ধুনট
		৬৬	নন্দীগ্রাম
		৬৭	সারিয়াকান্দি

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ক্রমিক নং	উপজেলার নাম
		৬৮	সোনাতলা
		৬৯	বগুড়া সদর
		৭০	দুপচাচিয়া
		৭১	গাবতলী
		৭২	কাহালু
		৭৩	শিবগঞ্জ
		৭৪	শেরপুর
		৭৫	শাজাহানপুর
১১	নওয়াবগঞ্জ	৭৬	নওয়াবগঞ্জ সদর
		৭৭	নাচোল
		৭৮	শিবগঞ্জ
		৭৯	ভোলাহাট
		৮০	গোমস্তাপুর
১২	নওগাঁ	৮১	আত্রাই
		৮২	বাদলগাছি
		৮৩	ধামইরহাট
		৮৪	মান্দা
		৮৫	পোরশা
		৮৬	সাপাহার
		৮৭	মহাদেবপুর
		৮৮	নওগাঁ সদর
		৮৯	নিয়ামতপুর
		৯০	পত্নিতলা
		৯১	রানীনগর
১৩	রাজশাহী	৯২	বাঘমারা
		৯৩	মোহনপুর
		৯৪	পবা
		৯৫	পুটিয়া
		৯৬	তানোর
		৯৭	বাঘা
		৯৮	চারঘাট
		৯৯	দুর্গাপুর
		১০০	গোদাগাড়ী
১৪	নাটোর	১০১	বাগাতিপাড়া
		১০২	গুরুদাসপুর
		১০৩	নাটোর সদর
		১০৪	বড়াইগ্রাম
		১০৫	লালপুর
		১০৬	সিংড়া
১৫	সিরাজগঞ্জ	১০৭	কামারখন্দ
		১০৮	রায়গঞ্জ
		১০৯	সাহজাদপুর
		১১০	সিরাজগঞ্জ সদর
		১১১	উল াপাড়া
		১১২	বেলকুচি

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ক্রমিক নং	উপজেলার নাম
		১১৩	চৌহালী
		১১৪	কাজীপুর
		১১৫	তাড়াশ
১৬	পাবনা	১১৬	বেড়া
		১১৭	ফরিদপুর
		১১৮	ঈশ্বরদী
		১১৯	পাবনা সদর
		১২০	সাঁথিয়া
		১২১	আটঘরিয়া
		১২২	ভাংগুড়া
		১২৩	চাঁটমোহর
		১২৪	সুজানগর
১৭	মেহেরপুর	১২৫	গাংনী
		১২৬	মেহেরপুর সদর
		১২৭	মুজিবনগর
১৮	কুষ্টিয়া	১২৮	ভেড়ামারা
		১২৯	দৌলতপুর
		১৩০	মীরপুর
		১৩১	কুমারখালী
		১৩২	খোকসা
		১৩৩	কুষ্টিয়া সদর
১৯	চুয়াডাংগা	১৩৪	আলমডাংগা
		১৩৫	চুয়াডাংগা সদর
		১৩৬	দামুড়হুদা
		১৩৭	জীবননগর
২০	ঝিনাইদহ	১৩৮	কালিগঞ্জ
		১৩৯	কোটচাঁদপুর
		১৪০	মহেশপুর
		১৪১	হরিনাকুন্ড
		১৪২	ঝিনাইদহ
		১৪৩	শৈলকুপা
২১	যশোহর	১৪৪	চৌগাছা
		১৪৫	যশোহর সদর
		১৪৬	ঝিকরগাছা
		১৪৭	শার্শা
		১৪৮	অভয়নগর
		১৪৯	বাঘার পাড়া
		১৫০	কেশবপুর
		১৫১	মনিরামপুর
২২	মাগুরা	১৫২	মহম্মদপুর
		১৫৩	শালিখা
		১৫৪	মাগুরা সদর
		১৫৫	শ্রীপুর
২৩	নড়াইল	১৫৬	লোহাগড়া
		১৫৭	কালিয়া

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ক্রমিক নং	উপজেলার নাম
		১৫৮	নড়াইল সদর
২৪	বাগেরহাট	১৫৯	বাগেরহাট সদর
		১৬০	চিতলমারী
		১৬১	ফকিরহাট
		১৬২	কচুয়া
		১৬৩	মোল াহাট
		১৬৪	মোংলা
		১৬৫	মোড়েলগঞ্জ
		১৬৬	রামপাল
		১৬৭	শরণখোলা
২৫	খুলনা	১৬৮	দিঘলিয়া
		১৬৯	ফুলতলা
		১৭০	রুপসা
		১৭১	তেরখাদা
		১৭২	বাটিয়াঘাটা
		১৭৩	দাকোপ
		১৭৪	ডুমুরিয়া
		১৭৫	কয়রা
		১৭৬	পাইকগাছা
২৬	সাতক্ষীরা	১৭৭	কালীগঞ্জ
		১৭৮	শ্যামনগর
		১৭৯	আশাশুনি
		১৮০	দেবহাটা
		১৮১	কলারোয়া
		১৮২	সাতক্ষীরা সদর
		১৮৩	তালা
২৭	বরগুনা	১৮৪	আমতলী
		১৮৫	বরগুনা সদর
		১৮৬	পাথরঘাটা
		১৮৭	বেতাগী
		১৮৮	বামনা
২৮	পটুয়াখালী	১৮৯	বাউফল
		১৯০	মির্জাগঞ্জ
		১৯১	পটুয়াখালী সদর
		১৯২	দশমিনা
		১৯৩	গলাচিপা
		১৯৪	কলাপাড়া
		১৯৫	দুমকী
২৯	ভোলা	১৯৬	চরফ্যাশন
		১৯৭	লালমোহন
		১৯৮	মনপুরা
		১৯৯	তজুমুদ্দিন
		২০০	ভোলা সদর
		২০১	বোরহানউদ্দিন
		২০২	দৌলতখান

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ক্রমিক নং	উপজেলার নাম
৩০	বরিশাল	২০৩	আগৈলঝাড়া
		২০৪	বরিশাল সদর
		২০৫	বাবুগঞ্জ
		২০৬	গৌরনদী
		২০৭	উজিরপুর
		২০৮	হিজলা
		২০৯	বাকেরগঞ্জ
		২১০	মেহেন্দিগঞ্জ
		২১১	মূলাদি
		২১২	বানারীপাড়া
৩১	ঝালকাঠি	২১৩	ঝালকাঠি সদর
		২১৪	রাজাপুর
		২১৫	কাঠালিয়া
		২১৬	নলছিটি
৩২	পিরোজপুর	২১৭	ভান্ডারিয়া
		২১৮	মঠবাড়িয়া
		২১৯	পিরোজপুর সদর
		২২০	কাউখালী
		২২১	নাজিরপুর
		২২২	নেছারাবাদ
		২২৩	জিয়ানগর
৩৩	সুনামগঞ্জ	২২৪	বিশ্বম্বপুর
		২২৫	ছাতক
		২২৬	ধর্মপাশা
		২২৭	দোয়ারাবাজার
		২২৮	তাহিরপুর
		২২৯	দিরাই
		২৩০	জামালগঞ্জ
		২৩১	জগন্নাথপুর
		২৩২	সুনামগঞ্জ সদর
		২৩৩	শাল্লা
		২৩৪	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ
৩৪	সিলেট	২৩৫	বিয়ানীবাজার
		২৩৬	কোম্পানীগঞ্জ
		২৩৭	গোলাপগঞ্জ
		২৩৮	গোয়াইনঘাটা
		২৩৯	জৈন্তাপুর
		২৪০	কানাইঘাট
		২৪১	জকিগঞ্জ
		২৪২	বালাগঞ্জ
		২৪৩	বিশ্বনাথ
		২৪৪	ফেঞ্চুগঞ্জ
		২৪৫	সিলেট সদর
		২৪৬	দক্ষিণ সুরমা
৩৫	মৌলভীবাজার	২৪৭	কমলগঞ্জ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ক্রমিক নং	উপজেলার নাম
		২৪৮	মৌলভীবাজার সদর
		২৪৯	রাজনগর
		২৫০	বড়লেখা
		২৫১	কুলাউড়া
		২৫২	শ্রীমঙ্গল
		২৫৩	জুড়ী
৩৬	হবিগঞ্জ	২৫৪	আজিমিরীগঞ্জ
		২৫৫	বানিয়াচং
		২৫৬	লাখাই
		২৫৭	নবীগঞ্জ
		২৫৮	হবিগঞ্জ সদর
		২৫৯	বাহুবল
		২৬০	চুনারুঘাট
		২৬১	মাধবপুর
৩৭	বি,বাড়ীয়া	২৬২	বাঞ্ছারামপুর
		২৬৩	নাছিরনগর
		২৬৪	নবিনগর
		২৬৫	সরাইল
		২৬৬	বি,বাড়ীয়া (সঃ)
		২৬৭	আখাউড়া
		২৬৮	কসবা
		২৬৯	আশুগঞ্জ
৩৮	কুমিল্লা	২৭০	বুড়ীচং
		২৭১	চান্দিনা
		২৭২	দাউদকান্দি
		২৭৩	দেবীদ্বার
		২৭৪	হোমনা
		২৭৫	মুরাদনগর
		২৭৬	বরুড়া
		২৭৭	ব্রাহ্মণপাড়া
		২৭৮	চৌদ্দগ্রাম
		২৭৯	কুমিল্লা আদর্শ সদর
		২৮০	লাকসাম
		২৮১	লাংগলকোট
		২৮২	মেঘনা
		২৮৩	মনোহরগঞ্জ
		২৮৪	তিতাস
		২৮৫	কুমিল্লা সঃ দক্ষিণ
৩৯	চাঁদপুর	২৮৬	ফরিদগঞ্জ
		২৮৭	হাইমচর
		২৮৮	কচুয়া
		২৮৯	শাহারাস্তি
		২৯০	চাঁদপুর সদর
		২৯১	হাজীগঞ্জ
		২৯২	মতলব উত্তর

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ক্রমিক নং	উপজেলার নাম
		২৯৩	মতলব(দঃ)
৪০	ফেনী	২৯৪	ছাগলনাইয়া
		২৯৫	পরশুরাম
		২৯৬	সোনাগাজী
		২৯৭	দাগনভূয়া
		২৯৮	ফেনী সদর
		২৯৯	ফুলগাজী
৪১	নোয়াখালী	৩০০	চাটখিল
		৩০১	কোম্পানীগঞ্জ
		৩০২	হাতিয়া
		৩০৩	সেনবাগ
		৩০৪	বেগমগঞ্জ
		৩০৫	নোয়াখালী সদর
		৩০৬	সুবর্ণচর
		৩০৭	সোনাইমুড়ি
		৩০৮	কবিরহাট
৪২	লক্ষ্মীপুর	৩০৯	রায়পুর
		৩১০	রামগতি
		৩১১	রামগঞ্জ
		৩১২	লক্ষ্মীপুর সদর.
		৩১৩	কমল নগর
৪৩	চট্টগ্রাম	৩১৪	আনোয়ারা
		৩১৫	বাঁশখালী
		৩১৬	বোয়ালখালী
		৩১৭	চন্দনাইশ
		৩১৮	লোহাগড়া
		৩১৯	পটিয়া
		৩২০	সাতকানিয়া
		৩২১	ফটিকছড়ী
		৩২২	হাটহাজারী
		৩২৩	মিরেরসরাই
		৩২৪	রাংগুনিয়া
		৩২৫	রাউজান
		৩২৬	সন্দ্বীপ
		৩২৭	সীতাকুন্ড
৪৪	কক্সবাজার	৩২৮	চকরিয়া
		৩২৯	টেকনাফ
		৩৩০	উখিয়া
		৩৩১	রামু
		৩৩২	কক্সবাজার সদর
		৩৩৩	কুতুবদিয়া
		৩৩৪	মহেশখালী
		৩৩৫	পেকুয়া
৪৫	খাগড়াছড়ি	৩৩৬	দীঘিনালা
		৩৩৭	খাগড়াছড়ি সদর

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ক্রমিক নং	উপজেলার নাম
		৩৩৮	লক্ষীছড়ি
		৩৩৯	মহালছড়ি
		৩৪০	মানিকছড়ি
		৩৪১	মাটিরাংগা
		৩৪২	পানছড়ি
		৩৪৩	রামগড়
৪৬	রাংগামাটি	৩৪৪	বরকল
		৩৪৫	বাঘাইছড়ি
		৩৪৬	বিলাইছড়ি
		৩৪৭	জুরাছড়ি
		৩৪৮	কাপ্তাই
		৩৪৯	কাউখালী
		৩৫০	লংগদু
		৩৫১	নানিয়ারচর
		৩৫২	রাজস্থলী
		৩৫৩	রাংগামাটি সদর
৪৭	বান্দরবান	৩৫৪	আলীকদম
		৩৫৫	বান্দরবান সদর
		৩৫৬	লামা
		৩৫৭	নাইখংছড়ি
		৩৫৮	বোয়াংছড়ি
		৩৫৯	রুমা
		৩৬০	থানচি
৪৮	টাংগাইল	৩৬১	গোপালপুর
		৩৬২	কালিহাতী
		৩৬৩	মধুপুর
		৩৬৪	টাংগাইল সদর
		৩৬৫	ভূয়াপুর
		৩৬৬	ঘাটাইল
		৩৬৭	মির্জাপুর
		৩৬৮	নাগরপুর
		৩৬৯	সখিপুর
		৩৭০	দেলদুয়ার
		৩৭১	বাসাইল
		৩৭২	ধনবাড়ী
৪৯	জামালপুর	৩৭৩	বক্সীগঞ্জ
		৩৭৪	দেওয়ানগঞ্জ
		৩৭৫	ইসলামপুর
		৩৭৬	মাদারগঞ্জ
		৩৭৭	জামালপুর সদর
		৩৭৮	সরিষাবাড়ী
		৩৭৯	মেলান্দহ
৫০	শেরপুর	৩৮০	ঝিনাইগাতি
		৩৮১	নলিতাবাড়ী
		৩৮২	শ্রীবর্দী

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ক্রমিক নং	উপজেলার নাম
		৩৮৩	নকলা
		৩৮৪	শেরপুর সদর
৫১	ময়মনসিংহ	৩৮৫	ভালুকা
		৩৮৬	ফুলবাড়ীয়া
		৩৮৭	গফরগাঁও
		৩৮৮	ময়মনসিংহ সদর
		৩৮৯	মুক্তাগাছা
		৩৯০	ত্রিশাল
		৩৯১	গৌরীপুর
		৩৯২	হালুয়াঘাট
		৩৯৩	ঈশ্বরগঞ্জ
		৩৯৪	নান্দাইল
		৩৯৫	ধোবাউড়া
		৩৯৬	ফুলপুর
৫২	নেত্রকোনা	৩৯৭	বারহাট্টা
		৩৯৮	খালিয়াজুরী
		৩৯৯	কমলকান্দা
		৪০০	মদন
		৪০১	মোহনগঞ্জ
		৪০২	আটপাড়া
		৪০৩	দুর্গাপুর
		৪০৪	কেন্দুয়া
		৪০৫	নেত্রকোনা সদর.
		৪০৬	পূর্বধলা
৫৩	কিশোরগঞ্জ	৪০৭	হোসেনপুর
		৪০৮	ইটনা
		৪০৯	করিমগঞ্জ
		৪১০	কিশোরগঞ্জ সদর
		৪১১	মিঠামঈন
		৪১২	পাকুন্দিয়া
		৪১৩	তাড়াইল
		৪১৪	অষ্টগ্রাম
		৪১৫	বাজিতপুর
		৪১৬	ভৈরব বাজার
		৪১৭	কুলিয়াচর
		৪১৮	কটিয়াদি
		৪১৯	নিকলী
৫৪	মানিকগঞ্জ	৪২০	হরিরামপুর
		৪২১	মানিকগঞ্জ সদর
		৪২২	সিংগাইর
		৪২৩	দৌলতপুর
		৪২৪	ঘিওর
		৪২৫	সাটুরিয়া
		৪২৬	শিবালয়
৫৫	মুন্সিগঞ্জ	৪২৭	লৌহজং

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ক্রমিক নং	উপজেলার নাম
		৪২৮	সিরাজদিখান
		৪২৯	শ্রীনগর
		৪৩০	গজারিয়া
		৪৩১	মুন্সিগঞ্জ সদর
		৪৩২	টংগীবাড়ী
৫৬	ঢাকা	৪৩৩	ধামরাই
		৪৩৪	কেরানীগঞ্জ
		৪৩৫	সাভার
		৪৩৬	দোহার
		৪৩৭	নবাবগঞ্জ
		৪৩৮	তেজগাঁও
৫৭	গাজীপুর	৪৩৯	গাজীপুর সদর
		৪৪০	কালিয়াকৈর
		৪৪১	শ্রীপুর
		৪৪২	কালীগঞ্জ
		৪৪৩	কাপাসিয়া
৫৮	নরসিংদী	৪৪৪	বেলাবো
		৪৪৫	নরসিংদী সদর
		৪৪৬	রায়পুরা
		৪৪৭	মনোহরদী
		৪৪৮	পলাশ
		৪৪৯	শিবপুর
৫৯	নারায়নগঞ্জ	৪৫০	আড়াইহাজার
		৪৫১	সোনারগাঁও
		৪৫২	রুপগঞ্জ
		৪৫৩	বন্দর
		৪৫৪	নারায়নগঞ্জ সদর
৬০	রাজবাড়ী	৪৫৫	গোয়ালনন্দ
		৪৫৬	রাজবাড়ী সদর
		৪৫৭	বালিয়াকান্দি
		৪৫৮	পাংশা
৬১	ফরিদপুর	৪৫৯	ভাংগা
		৪৬০	চরভদ্রাসন
		৪৬১	নগরকান্দা
		৪৬২	ফরিদপুর সদর
		৪৬৩	সদরপুর
		৪৬৪	আলফাডাঙ্গা
		৪৬৫	বোয়ালমারী
		৪৬৬	মধুখালী
৬২	গোপালগঞ্জ	৪৬৭	কাশিয়ানী
		৪৬৮	মুকসুদপুর
		৪৬৯	গোপালগঞ্জ সদর
		৪৭০	কোটালীপাড়া
		৪৭১	টুংগীপাড়া
৬৩	মাদারীপুর	৪৭২	রাজৈর

ক্রমিক নং	জেলার নাম	ক্রমিক নং	উপজেলার নাম
		৪৭৩	শিবচর
		৪৭৪	কালকিনী
		৪৭৫	মাদারীপুর সদর
৬৪	শরীয়তপুর	৪৭৬	নড়ীয়া
		৪৭৭	শরীয়তপুর সদর
		৪৭৮	জাজিরা
		৪৭৯	ভেদরগঞ্জ
		৪৮০	ডামুড্যা
		৪৮১	গোসাইরহাট

দ্বিতীয় তফসিল
[ধারা ২৩ দ্রষ্টব্য]
উপজেলা পরিষদের কার্যাবলী

১| পাঁচসালা ও বিভিন্ন মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করা।

২| পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং উক্ত দপ্তরের কাজকর্মসমূহের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করা।

৩| আন্তঃ ইউনিয়ন সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৪| ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের নির্দেশনা অনুসারে উপজেলা পরিষদ ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৫| জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিতকরণ।

৬| স্যানিটেশন ও পয়ঃ নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং সুপেয় পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭| (ক) উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা প্রসারের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ এবং সহায়তা প্রদান;

(খ) মাধ্যমিক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রমের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম তদারকী ও উহাদিগকে সহায়তা প্রদান।

৮| কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও বিকাশের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।

৯| সমবায় সমিতি ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজে সহায়তা প্রদান এবং উহাদের কাজে সমন্বয় সাধন।

১০| মহিলা, শিশু, সমাজকল্যাণ এবং যুব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান এবং বাস্তবায়ন করা।

১১| কৃষি, গবাদি পশু, মৎস্য এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

১২| উপজেলায় আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়নসহ পুলিশ বিভাগের কার্যক্রম আলোচনা এবং নিয়মিতভাবে উর্দ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ।

১৩| আত্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচনের জন্য নিজ উদ্যোগে কর্মসূচী গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং এতদসম্পর্কে সরকারী কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

১৪| ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রমের সনন্বয় সাধন ও পরীক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।

১৫| নারী ও শিশু নির্যাতন ইত্যাদি অপরাধ সংগঠিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

১৬| সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান, মাদক দ্রব্য ব্যবহার ইত্যাদি অপরাধ সংগঠিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

১৭| পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক বনায়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।

১৮| সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলী।

তৃতীয় তফসিল

[ধারা ২৪ দ্রষ্টব্য]

সরকার কর্তৃক উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ও কর্মের তালিকা

ক্রমিক নং	মন্ত্রণলায়/বিভাগের নাম	উপজেলা পরিষদের নিকট ন্যাস্তকৃত সরকারের বিষয় অথবা দপ্তর
১।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর অধীনস্ত থানা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং জনবল
২।	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্থ কর্মচারীগণ ও তাদের কার্যাবলী।
৩।	মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়	(১) মৎস অধিদপ্তরের অধীনস্থ থানা মৎস্য কর্মকর্তা তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী; এবং (২) পশুসম্পদ অধিদপ্তরের অধীনস্থ থানা পশুসম্পদ কর্মকর্তা ও তাহার অধীনস্থ কর্মচারী এবং তাদের কার্যাবলী।
৪।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।	স্বাস্থা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ থানা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারী, থানা পরিবার পকিল্পনা কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী।
৫।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	মহিলা অধিদপ্তরের অধীনস্থ থানা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাদের কার্যাবলী।
৬।	প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ	প্রথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের থানা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীগণ।
৭।	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।	(১) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনস্থ থানা ইঞ্জিনিয়ার ও তাহার অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাদের কার্যাবলী। (২) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনস্থ থানা পর্যায়ে উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী ও তাদের কার্যাবলী।
৮।	কৃষি মন্ত্রণালয়	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীনস্থ থানা কৃষি কর্মকর্তা ও তাঁর অধিনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারী ও তাদের কার্যাবলী।
৯।	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের আওতাধীন থানা পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (PIO) ও তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীগণ ও তাদের কার্যাবলী।
১০।	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনস্থ থানা সমাজসেবা কর্মকর্তা ও তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী ও তাদের কার্যাবলী।

চতুর্থ তফসিল

[ধারা ৪৪ দ্রষ্টব্য]

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য সুত্র হইতে প্রাপ্ত আয়

১| উপজেলার আওতাভূক্ত এলাকায় অবস্থিত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হাট-বাজার, হস্তান্তরিত জলমহাল ও ফেরীঘাট হইতে ইজারালব্দ আয়।

২| যে সকল উপজেলায় পৌরসভা গঠিত হয় নাই সেখানে সীমানা নির্ধারণপূর্বক উক্ত সীমানা, অতঃপর থানা সদর বলিয়া উল্লিখিত এর মধ্যে অবস্থিত ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানার উপর ধার্যকৃত কর।

৩| (ক) যে সকল উপজেলায় পৌরসভা নাই সেখানে থানা সদরে অবস্থিত সিনেমার উপর কর।

(খ) নাটক, থিয়েটার ও যাত্রার উপর করের অংশ বিশেষ, যাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হয়।

৪| রাস্তা আলোকিতকরণের উপর ধার্যকৃত কর।

৫| বেসরকারীভাবে আয়োজিত মেলা, প্রদর্শনী ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর ধার্যকৃত ফি।

৬| ইউনিয়ন পরিষদের নির্ধারিত খাত এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলার আওতা বহির্ভূত খাত ব্যতীত বিভিন্ন ব্যবসা, বৃত্তি ও পেশার উপর পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ও পারমিটের উপর ধার্যকৃত ফি।

৭| পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সেবার উপর ধার্যকৃত ফিস ইত্যাদি।

৮| উপজলোর এলাকাভূক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর বাবদ আদায়কৃত রেজিস্ট্রেশন ফিসের ১% এবং আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন করের ২% অংশ।

৯| সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্দেশিত অন্য কোন খাতের উপর আরোপিত কর, রেইট, টোল, ফিস বা অন্য কোন উৎস্য হইতে অর্জিত আয়।

পঞ্চম তফসিল

[এই আইনের অধীনে অপরাধসমূহ]

১| উপজেলা পরিষদ কর্তৃক আইনগতভাবে ধার্যকৃত কর, টোল, রেইট, ফিস ইত্যাদি ফাঁকি দেওয়া।

২| এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন যে সকল বিষয়ে উপজেলা পরিষদ তথা চাহিতে পারে সেই সকল বিষয়ে উপজেলা পরিষদের তলব অনুযায়ী তথ্য সরকারের ব্যর্থতা বা ভূল তথ্য সরবরাহ।

৩| এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের বিধান অনুযায়ী যে কার্যের জন্য লাইসেন্স বা অনুমতি প্রয়োজন হয় সে কার্য বিনা লাইসেন্সে বা বিনা অনুমতিতে সম্পাদন।

৪| এই আইন, বিধি ও প্রবিধানের বিধানাবলী লংঘন বা উহার অধীন জারীকৃত নির্দেশ বা ঘোষণার লংঘন।

বিধিমালা

উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন) বিধিমালা, ১৯৯৯

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

প্রারম্ভিক

ধারা

১| বিধিমালার নাম।
২| সংজ্ঞা।
৩| নির্বাচন কমিশনের সাধারণ দায়িত্ব ও ক্ষমতা।

দ্বিতীয় ভাগ
নির্বাচন

৪| মহিলা সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ।
৪ক| সংরক্ষিত আসনের এলাকা নির্ধারণ।
৫| চেয়ারম্যান নির্বাচনের ভোটার তালিকা ও ভোটাধিকার।
৬| মহিলা সদস্য নির্বাচনের ভোটার তালিকা ও ভোটাধিকার।
৭| রিটার্নিং অফিসার।
৮| চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য নির্বাচনের ভোট কেন্দ্র ও ভোট কক্ষ।
৯| প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ।
১০| ভোটার তালিকা সরবরাহ।
১১| চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্যদের জন্য নির্বাচন তফসিল।
১২| মনোনয়নপত্র আহবানের বিজ্ঞপ্তি।
১৩| মনোনয়ন।
১৪| জামানত।
১৫| জামানত ফেরত বা বাজেয়াপ্তি।
১৬| নির্বাচনী প্রতীক।
১৭| বাছাই।
১৮| মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে আপীল।
১৯| বৈধভাবে মনোনীত প্রথীগণের তালিকা প্রকাশ।
২০| প্রার্থিতা প্রত্যাহার ।
২১| ভোট গ্রহণের পূর্বে প্রার্থীর মৃত্যু।
২২| বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন ।
২৩| প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন ।
২৪| ব্যালটের মাধ্যমে ভোট ।
২৫| নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ ।
২৬| পোলিং এজেন্ট নিয়োগ ।
২৭| ভোট গ্রহণের সময়সূচী।
২৮| ব্যালট বাক্স।
২৯| ব্যালট পেপার ফরম।
৩০| মুলতবী ভোট গ্রহণ।
৩১| ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ।

৩২| ভোট কেন্দ্রে শৃঙ্খলা রক্ষা।
৩৩| ক্যানভাস করা।
৩৪| চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য নির্বাচনে ভোটদান পদ্ধতি।
৩৫| আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার।
৩৬| নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপার।
৩৭| ভোট গ্রহণের সময় শেষ হওয়ার পর ভোট দান।
৩৮| ভোট গ্রহণ সমাপ্তির পর করণীয়।
৩৯| ভোট গণনা এবং মোড়কে রক্ষণীয় কাগজপত্র।
৪০| চেয়ারম্যান নির্বাচনের ফলাফল একত্রীকরণ ও ঘোষণা।
৪১| মহিলা সদস্য নির্বাচনের ফলাফল একত্রীকরণ ও ঘোষণা।
৪২| ফলাফল প্রকাশ।
৪৩| দলিলপত্র সংরক্ষণ।
৪৪| দলিলাদি পরিদর্শন ও অনুলিপি প্রদান।
৪৫| কাগজপত্রের ব্যবস্থাপনা।

তৃতীয় ভাগ
নির্বাচনী ব্যয়

ধারা

৪৬| নির্বাচনী ব্যয়ের সংজ্ঞা।
৪৭| সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয় এবং উৎসের বিবরণী।
৪৮| নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা।
৪৯| নির্বাচনী এজেন্ট কর্তৃক নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী দাখিল।

চতুর্থ ভাগ
নির্বাচনী বিরোধ

ধারা

৫০| নির্বাচনী দরখাস্ত।
৫১| নির্বাচনী দরখাস্তের পক্ষগণ।
৫২| নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ।
৫৩| নির্বাচনী দরখাস্ত বা আপীল বদলীকরণের ক্ষমতা।
৫৪| দরখাস্ত পেশকরণ পদ্ধতি।
৫৫| প্রতিকার।
৫৬| দরখাস্ত স্বাক্ষর ও সত্যায়ন।
৫৭| ট্রাইব্যুনালের অনুসরণীয় পদ্ধতি।
৫৮| ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা।
৫৯| দরখাস্ত বিচার করা।
৬০| নির্বাচন আপীল দায়ের এবং আপীল ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ইত্যাদি।
৬১| নির্বাচনী দরখাস্ত ও আপীল প্রত্যাহার ও বাতিল।
৬২| খরচ।

পঞ্চম ভাগ
অপরাধ, দন্ড এবং পদ্ধতি

ধারা

৬৩| দুর্নীতিমূলক আচরণ|
৬৪| বেআইনী আচরণ|
৬৫| উৎকোচ|
৬৬| ছদ্মবেশ ধারণ|
৬৭| অসংগত প্রভাব|
৬৮| সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধকরণ|
৬৯| ভোট কেন্দ্রে বা উহার নিকটে ক্যানভাস করা নিষিদ্ধ|
৭০| ভোট কেন্দ্রের নিকট উচ্ছৃঙ্খল আচরণ|
৭১| কাগজপত্রে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা|
৭২| ভোট গ্রহণের গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ|
৭৩| গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থতা|
৭৪| সরকারী কর্মচারীগণ প্রার্থীগণের পক্ষে বা বিপক্ষে কাজ করিবেন না|
৭৫| নির্বাচন সম্পর্কিত সরকারী কর্তব্য লঙ্ঘন|
৭৬| সরকারী কর্মচারীগণ কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহার |
৭৭| কতিপয় পরিস্থিতিতে পুলিশের ক্ষমতা|
৭৮| কতিপয় মামলার মেয়াদ|

ষষ্ঠ ভাগ
বিবিধ

৭৯| অসুবিধা দূরীকরণ|
৮০| ফরম ইত্যাদি সংশোধনসহ মুদ্রণ|

তফসীল

প্রথম তফসিল - **ফরমসমূহ**
দ্বিতীয় তফসিল - **চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের নির্বাচনী প্রতীক**
তৃতীয় তফসিল - **মহিলা সদস্য পদে নির্বাচনের নির্বাচনী প্রতীক**

৪ঠা মে, ১৯৯৯

প্রথম ভাগ

প্রারম্ভিক

১। বিধিমালার নাম।- এই বিধিমালা উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন) বিধিমালা, ১৯৯৯ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,-

(ক) ''আইন'' অর্থ উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন);

(খ) ''ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল'' অর্থ বিধি ৫২ এর অধীন নিযুক্ত নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল বা নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনাল;

(গ) ''তফসিল'' অর্থ এই বিধিমালার তফসিল;

(ঘ) ''নির্বাচন'' অর্থ চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য নির্বাচন;

(ঙ) ''নির্বাচনী দরখাস্ত'' অর্থ বিধি ৫০ এর অধীন দাখিলকৃত কোন নির্বাচনী দরখাস্ত;

(চ) ''নির্বাচনী এজেন্ট'' অর্থ কোন প্রার্থী কর্তৃক বিধি ২৫ এর অধীন নিযুক্ত নির্বাচনী এজেন্ট;

(ছ) ''নির্বাচিত প্রার্থী'' অর্থ এমন একজন প্রার্থী যিনি এই বিধিমালার অধীন চেয়ারম্যান অথবা সংরক্ষিত আসনে মহিলা-সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছেন মর্মে ঘোষনা প্রদান করা হইয়াছে;

(জ) ''পোলিং অফিসার'' অর্থ একটি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের ডুদ্দেশ্যে বিধি ৯ এর অধীন নিযুক্ত কোন পোলিং অফিসার;

(ঝ) ''পোলিং এজেন্ট'' অর্থ কোন প্রার্থী কর্তৃক বিধি ২৬ এর অধীন নিযুক্ত পোলিং এজেন্ট;

(ঞ)''প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী'' অর্থ এমন একজন প্রার্থী যিনি চেয়ারম্যান অথবা সংরক্ষিত আসনে মহিলা-সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য বৈধভাবে মনোনয়ন প্রাপ্ত হইয়াছেন; এবং প্রার্থীতা প্রত্যাহারের তারিখে বা তৎপূর্বে তাঁহার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেন নাই,

(ট) ''প্রার্থী'' অর্থ এমন একজন ব্যাক্তি যাহার নাম চেয়ারম্যান অথবা সংরক্ষিত আসনে মহিলা-সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করা হইয়াছে;

(ঠ) ''প্রার্থীর্তা প্রত্যাহারের তারিখ'' অর্থ প্রার্থীতা প্রত্যাহারের উদ্দেশ্যে বিধি ১১(১)(গ) এর অধীনে নির্ধারিত কোন তারিখ বা উহার পুর্বের যে কোন তারিখ;

(ড) ''প্রিজাইডিং অফিসার'' অর্থ কোন ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের ডুদ্দেশ্যে বিধি ৯ এর অধীনে নিযুক্ত প্রিজাইডিং অফিসার;

(ঢ) ''ফরম'' অর্থ প্রথম তফসিলে বিধৃত কোন ফরম;

(ণ) ''বাছাইয়ের তারিখ'' অর্থ মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের উদ্দেশ্যে বিধি ১১(১)(খ) এর অধীন নির্ধারিত তারিখ;

(ত) ''ভোটার'' অর্থ এমন একজন ব্যক্তি যাহার নাম, চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে, বিধি ৫(১) এ উল্লেখিত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত আছে, এবং সংরক্ষিত আসনে মহিলা-সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, বিধি ৬(১) এ উল্লেখিত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত আছে;

(র্থ) ''ভোট গ্রহণের তারিখ'' অর্থ বিধি১১(১)(ঘ) এর অধীন নির্ধারিত ভোট গ্রহণের তারিখ বা তারিখসমূহ;

(দ) ''ভোট চিহ্ন প্রদান কক্ষ'' অর্থ ভোট কক্ষের মধ্যে রক্ষিত একটি ছোট টেবিলসহ এমন একটি পর্দা ঘেরা স্থান যেখানে একজন ভোটার অন্যের দৃষ্টির আড়ালে থাকিয়া ব্যালট পত্রে ভোট চিহ্ন প্রদান করিতে পারে;

(ধ)''ভোটার তালিকা'' অর্থ চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য যথাক্রমে বিধি ৫ ও ৬ এর অধীন প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকা;

(ন) ''মনোনয়ন পত্র দাখিলের তারিখ'' অর্থ প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে বিধি১১(১)(ক) এর অধীনে নির্ধারিত মনোনয়ন পত্র দাখিলের তারিখ;

(প) ''রিটর্নিং অফিসার'' অর্থ বিধি ৭ এর অধীনে নিযুক্ত রির্টানিং অফিসার, এবং রির্টানিং অফিসারের ক্ষমতা প্রয়োগকারী এবং তাহার দায়িত্ব পালনকারী কোন সহকারী রির্টুানিং অফিসারও এই সংজ্ঞার অর্ন্তভুক্ত;

(ফ) ''সংরক্ষিত আসন'' অর্থ আইনের ৬(১)(ঘ) ধারা অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের জন্য নির্বাচিত বা নির্বাচনযোগ্য মহিলা সদস্যের পদ।

৩। নির্বাচন কমিশনের সাধারন দায়িত্ব ও ক্ষমতা।- (১) নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন, আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, এই বিধিমালার অধীন সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে এবং উহাতে বিধৃত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

(২) এই বিধিমালার অধীনে উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা করার উদেশ্যে নির্বাচন কমিশন যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবে এবং অনুরুপভাবে নির্দেশিত হইলে উক্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ নির্দেশিত দায়িত্ব পালন বা সহায়ত প্রদান করিবেন।

দ্বিতীয় ভাগ

নির্বাচন

৪। মহিলা সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ।- (১) সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক প্রতিটি উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, আইনের ৬(১)(ঘ) ধারা অনুসারে মহিলা সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ পূর্বক উহা নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করিবেন এবং নির্ধারিত সংখ্যা বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশিত করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে মহিলা সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ যাহাতে বিধি **১১(১)** এর অধীন নির্বাচন অফসিল ঘোষণার অন্তত ১৫(পনের) দিন পূর্বে সম্পন্ন হয় তাহা নিশ্চত করার জন্য নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিবে।

৫। চেয়ারম্যান নির্বাচনের ভোটার তালিকা ও ভোটাধিকার।- (১) জাতীয় সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতকৃত আপাততঃ বলবৎ ভোটার তালিকার যে অংশ সংশ্লিষ্ট উপজেলা সংক্রান্ত, ভোটার তালিকার সেই অংশ চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা হইবে; এবং কোন ব্যক্তির নাম উক্ত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত না থাকিলে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচনে ভোট দিতে বা চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(২) জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা উপজেলার অর্ন্তভূক্ত এলাকাসমুহের জন্য যাহাতে পৃথক পৃথক ভোটার তালিকা থাকে তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) তে উল্লিখিত প্রতিটি এলাকার মহিলা ও পুরুষ ভোটারগনের পৃথক পৃথক ভোটার তালিকা থাকিতে হইবে।

৬। মহিলা সদস্য নির্বাচনের ভোটার তালিকা ও ভোটাধিকার।- (১) উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভায়, যদি থাকে, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের একটি সমন্বিত তালিকা প্রণয়ন করিবেন বা উহা প্রণয়ন করাইবেন; এই তালিকাটি হইবে উপজেলা পরিষদের মহিলা সদস্য নির্বাচনের ভোটার তালিকা।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত মহিলা ব্যতীত অন্য কেহ উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন না বা উক্ত পদে নির্বাচন প্রার্থীও হইতে পারিবেন না।

(৩) উপ-বিধি(১) এর অধীন প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত কোন ভোটার উপজেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে নির্বাচনযোগ্য মহিলা সদস্য সংখ্যার সমসংখ্যক ভোট দিতে পারিবেন।

৭। রিটার্নিং অফিসার।- (১) নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কর্মকর্তাগনের মধ্য হইতে একজন কর্মকর্তাকে রিটার্ণিং অফিসার নিয়োগ করিবে।

(২) নির্বাচন পরিচালনার ব্যাপারে রিটার্ণিং অফিসারকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন সরকার বা যে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ কর্মকর্তাগনের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী রিটার্ণিং অফিসার নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(৩) সহকারী রিটার্নিং অফিসার এই বিধির অধীন রিটার্নিং অফিসারের কার্যাবলী সম্পাদনে তাহাকে সহায়তা করিবেন এবং রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রনে ও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আরোপিত শর্তসাপেক্ষে, সহকারী রিটার্নিং অফিসার রিটার্নিং অফিসারের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবেন।

(৪) আইন এবং এই বিধিমালার বিধানাবলী অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্য সম্পাদন করা রিটার্নিং অফিসারের কর্তব্য হইবে।

৮। চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য নির্বাচনের ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ।- (১) চেয়ারম্যান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়েব মধ্যে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রস্তাবিত ভোট কেন্দ্রসমুহের একটি তালিকা প্রেরণ করিবেন, এবং উক্ত তালিকায় প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে যে সকল এলাকার ভোটারগন ভোট দান করিবেন সেই সকল এলাকার নাম সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করিবেন।

(২) মহিলা-সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, উপজেলা সদরে একটি ভোট কেন্দ্র থাকিবে, তবে নির্বাচন কমিশনের নিদের্শমত উপজেলা সদরে বা অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে অতিরিক্ত এক বা একাধিক ভোটকেন্দ্র থাকিতে পারে; এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রির্টানিং অফিসার নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রস্তাবিত ভোট কেন্দ্রের বা কেন্দ্রসমূহের নাম প্রেরণ করিবেন।

(৩) নির্বাচন কমিশন উপ-বিধি (১) ও (২) এর অধীন প্রেরিত তালিকায় উহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সংশোধন বা পরিবর্তনের পর উক্ত তালিকা চূড়ান্ত করিবে এবং ভোট গ্রহণের তারিখের অন্যূন পনের দিন পূর্বে এই চূড়ান্ত তালিকা সংশ্লিষ্ট উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রকাশের ব্যবস্থা করিবে; এবং প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে যে সকল এলাকার ভোটারগন ভোটদান করিবেন সেই সকল এলাকার নামও চূড়ান্ত তালিকায় উল্লেখ করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পরও, বিশেষ পরিস্থিতিতে, নির্বাচন কমিশন যে কোন ভোট কেন্দ্র পরির্বতন করিতে পারিবে।

(৪) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (৩) এর অধীনে প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোট কেন্দ্রের তালিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট উপজেলার জন্য ভোট কেন্দ্রের ব্যবস্থা করিবেন।

(৫) সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নহে এইরুপ স্থানকে ভোট কেন্দ্র হিসাবে নির্ধারণ করা হইবে না।

(৬) চেয়ারম্যান নির্বাচনে পুরুষ ও মহিলা ভোটারগণ যাহাতে পৃথক পৃথকভাবে ভোটদান করিতে পারেন তদুদ্দেশ্যে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটকক্ষের ব্যবস্থা থাকিবে।

(৭) প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রের প্রতিটি ভোটকক্ষে ভোট চিহ্ন প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক গোপন কক্ষ থাকিবে।

৯। প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ।- (১) রিটার্নিং অফিসার প্রতিটি ভোট কেন্দ্রের জন্য একজন প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারকে সহায়তা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এমন কোন ব্যক্তিকে প্রিজাইডিং অফিসার বা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হইবে না যিনি কোন প্রার্থীর অধীনে বা পক্ষে কর্মরত আছেন বা অনুরুভাবে কোন সময় কর্মরত ছিলেন।

(২) আইন ও এই বিধিমালার বিধানাবলী অনুসারে প্রিজাইডিং অফিসার নির্বাচন পরিচালনা করিবেন, এবং ভোট কেন্দ্রের শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব তাহার উপর বর্তাইবে।

(৩) কোন ঘটনা নির্বাচনের নিরপেক্ষতা ক্ষুন্ন করিতে পারে বলিয়া মনে করিলে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে প্রিজাইডিং অফিসার রিটার্নিং অফিসারকে অবিলম্বে অবহিত করিবেন।

(৪) এই বিধিমালার অধীনে প্রিজাইডিং অফিসারের কর্তব্য পালনে তাহাকে সহায়তা প্রদান করা প্রত্যেক সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারের কর্তব্য হইবে।

(৫) কোন পোলিং অফিসার তাহার কর্তব্য পালনের জন্য ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হইতে সক্ষম না হইলে বা ব্যর্থ হইলে, প্রিজাইডিং অফিসার তাৎক্ষনিকভাবে এমন কোন ব্যক্তিকে পোলিং অফিসার নি..যাগ করিতে পারিবেন যিনি নিজে কোন প্রার্থী নহেন বা কোন প্রার্থীর সহিত সম্পর্কযুক্ত নহেন, এবং প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত পোলিং অফিসারের অনুপস্থিতি, জানা থাকিলে উহার কারণ এবং এইরুপ অনুপস্থিতির কারণে তদস্থলে অপর কোন ব্যক্তিকে নিয়োগের বিষয়, ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর যথাশীঘ্র, রিটার্ণিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

(৬) অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে প্রিসাইডিং অফিসার ভোঢু কেন্দ্রে উপস্থিত হইতে না পারিলে বা সেখানে উপস্থিত হওয়া সত্বেও তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইলে, উক্ত প্রিজাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালনের জন্য রিটার্ণিং অফিসার সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারগণের মধ্যে যে কোন একজনকে ভোট গ্রহন তারিখের পুর্বেই বা প্রয়োজনে উক্ত তারিখেও ক্ষমতা প্রদান করিবেন, এবং প্রিজাইডিং অফিসার তাহার উক্ত অনুপস্থিতি বা অক্ষমতার কারণ যথাশীঘ্র রিটার্ণিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

(৭) রিটার্ণিং অফিসার, লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া ভোট গ্রহণ চলাকালে যে কোন সময়, যে কোন প্রিজাইডিং অফিসার অথবা সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার অথবা পোলিং অফিসারকে তাহার দায়িত্ব পালন হইতে বিরত থাকিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

১০। ভোটার তালিকা সরবরাহ।- রিটার্ণিং অফিসার প্রতিটি ভোট কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারকে উক্ত ভোট কেন্দ্রের ভোটারদের নাম সম্বলিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটার তালিকা সরবরাহ করিবেন।

১১। চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্যদের জন্য নির্বাচন তফসিল।- (১) চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণের তারিখ সম্বলিত নির্বাচন তফসিল ঘোষণা করিবে, যথাঃ -

(ক) মনোনয়নপত্র দখিলের তারিখ ও সময়; এই তারিখ উক্ত প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখের অন্ততঃ সাত দিন পরের একটি তারিখ হইবে ;

(খ) মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের তারিখ ও সময়;

(গ) প্রার্থীর্তা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ও সময়; এবং

(ঘ) ভোট গ্রহণের তারিখ ও সময়, এই তারিখ প্রার্থীর্তা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ হইতে অন্ততঃ পনের দিন পরের একটি তারিখ হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচন কমিশন যথাযথ বিবেচনা করিলে, দেশের বিভিন্ন উপজেলা পরিষদের নির্বাচনের জন্য, বা একই উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন নির্বাচন তফসিল বা ভোট গ্রহনের তারিখ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) নির্বাচন কমিশন উক্ত প্রজ্ঞাপনের অনুলিপি রিটার্ণিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবে এবং রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার তাহাদেরকে নিজ নিজ কার্যালয় ও পরিষদ কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলার পরিষদ এলাকায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ও প্রকাশ্য স্থানে উক্ত অনুলিপি টাঙ্গাইয়া দিবেন ।

(৩) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন কোন উপ-নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সরকারী গেজেটে উক্তরুপ প্রজ্ঞাপন জারীর প্রয়োজন হইবে না, তবে এইরুপ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখ, বাছাইয়ের তারিখ, প্রার্থীতা প্রত্যাহারের তারিখ ও ভোট গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করিয়া একটি বিজ্ঞপ্তি উপ-বিধি (২) এ উল্লেখিত নোটিশ বোর্ড ও স্থানসমুহে টাঙ্গাইয়া স্থানীয়ভাবে প্রকাশ করিবেন বা করা হইবে।

১২। মনোনয়পত্র আহবানের বিজ্ঞপ্তি।- প্রতিটি উপজেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের আহবান জানাইয়া রিটার্ণিং অফিসার, বিধি ১১ এর অধীন নির্বাচন তফসিল ঘোষিত প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পর, জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে যথাশীঘ্র একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করিবেন এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে মনোনয়নপত্র দাখিলের স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ করিবেন।

১৩। মনোনয়ন।- (১) আইনের ধারা ৮ এর অধীন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবার জন্য যোগ্যতা থাকিলে, বিধি [১][৫(১)] এ উল্লেখিত ভোটার তালিকাভূক্ত যে কোন ভোটার, চেয়ারম্যান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে অন্য কোন ভোটারের নাম প্রস্তাব বা সমর্থন করিতে পারিবেন।

(২) [২] অইনের ধারায় এবং অধীনে মহিলা-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা থাকিলে, বিধি ৬(৩) এ উল্লিখিত ভোটার তালিকাভূক্ত যে কোন মহিলা অপর একজন মহিলা ভোটারের নাম প্রস্তাব বা সমর্থন করিতে পারিবেন।

---

[1] এস,আর,ও নং-২৪৮-আইন/৯৯ স্থাসবি/আইন-১/আর ০২/৯৯/৩৬৬ তারিখ ১৯/০৮/৯৯ইং বলে ''৬(১)ঁ এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[2] উপরোক্ত এস,আর,ও বলে আইনের ধারা এবং অধীনে মহিলা সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা থাকিলে, বিধি ৬(৩) এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

(৩) [৩]আইনের ৮ ধারার বিধান সাপেক্ষে, মনোনয়নপত্র -

(ক) চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক' এ এবং মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য ফরম 'ক-১' তে দাখিল করিতে হইবে;

(খ) প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী কর্তৃক দস্তখতকৃত হইতে হইবে; এবং

(গ) নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ দাখিল করিতে হইবে, যথাঃ-

(অ) বিধি ১৪ অনুসারে জামানতের টাকা জমা করার প্রমাণ স্বরুপ ট্রেজারী চালান অথবা ব্যাংকের রশিদ অথবা রিটার্নিং অফিসার হইতে প্রাপ্ত রশিদ; এবং

(আ) উক্ত মনোনয়নে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী সন্মত আছেন এবং নির্বাচেনে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে আইনের ধারা [৪][৬ বা ৮] বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন অনুসারে তিনি অযোগ্য নহেন মর্মে তাহার স্বাক্ষরিত প্রত্যায়ন।

(৪) চেয়ারম্যান অথবা মহিলা সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কোন ভোটার প্রস্তাবকারী হিসাবে অথবা সমর্থনকারী হিসাবে একটির অধিক মনোনয়নপত্রে তাহার নাম ব্যবহার করিবেন না, এবং যদি কোন ভোটার একাধিক মনোনয়ন পত্রে অনুরুপভাবে তাহার নাম ব্যবহার করেন তাহা হইলে এইরুপ মনোনয়নপত্র সমূহের মধ্যে যেটি প্রথম করা হইয়াছে সেটি ব্যতিত অন্য মনোনয়নপত্র বাতিল হইবে।

(৫) প্রতিটি মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী কর্তৃক উহা দাখিলের নির্ধারিত তারিখে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং রিটার্ণিং অফিসার উহা প্রাপ্তির তারিখ ও সময় মনোনয়নপত্রের উপর লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৪। জামানত।- (১) চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য পাঁচ হাজার টাকা এবং মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য দুই হাজার টাকা জমাদানের প্রমান স্বরুপ একটি ট্রেজারী চালান বা কোন ব্যাংকের রশিদ বা নগদ টাকা জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে রিটার্ণিং অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত রশিদ মনোনয়নপত্রের সহিত জমা দিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রার্থীর অনুকূলে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল হইলে, একাধিক জামানতের প্রয়োজন হইবে না।

(২) উপ-বিধি(১)-এ উল্লেখিত টাকা জমা দেওয়া না হইয়া থাকিলে রিটার্ণিং অফিসার কোন মনোনয়নপত্র গ্রহণ করিবেন না।

(৩) রিটার্ণিং অফিসার এই বিধির অধীনে নগদে বা অন্য কোন ভাবে জমাকৃত টাকা সম্পর্কিত তথ্যাদি ফরম জ্ঞখঞ্চ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) এই বিধির অধীনে নগদে টাকা জমা দেওয়া হইলে উহার স্বীকৃতিস্বরুপ রিটার্নিং অফিসার ফরম জ্ঞগঞ্চ তে একটি রশিদ প্রদান করিবেন এবং উক্ত টাকা সরকারী ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারী বা ট্রেজারীর দ্বায়িত্ব পালনকারী কোন ব্যাংক অথবা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোন ব্যাংকের শাখায় জমা রাখিবেন।

(৫) রিটার্ণিং অফিসার অথবা ক্ষেত্রমত কোন প্রার্থী এই বিধির অধীনে ঞ্চ৬/১০৫১/০০০০/ ৮৪৭৩ঞ্জ খাতে টাকা জমা দিবেন।

১৫। জামানত ফেরত বা বাজেয়াপ্তি।- (১) কোন প্রার্থীকে জামানতের টাকা ফেরত দিতে হইলে, রিটার্নিং অফিসারের সীলসহ দস্তখতযুক্ত অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হইবে।

---

[3] উপরোক্ত এস,আর,ও বলে ''আইনের ৮ ধারায় এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[4] উপরোক্ত এস,আর,ও বলে ''৮ এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

(২) কোন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হইলে, অথবা তিনি তাহার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করিলে, বা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে মৃত্যুবরণ করিলে তাহার প্রার্থী পদের বিপরীতে প্রদত্ত জামানত উক্ত প্রার্থী বা তাহার প্রতিনিধিকে অনুরুপ বাতিল, প্রত্যাহার বা মৃত্যুর পর যথাশীঘ্র সম্ভব উক্ত জামানতের টাকা ফেরত দেওয়া হইবে।

(৩) ভোট গ্রহণ ও ভোট গণনা সমাপ্ত হইবার পর যদি দেখা যায় যে, কোন প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী যে নির্বাচনে অংশগ্রহন করিয়াছেন উহাতে প্রদত্ত মোট বৈধ ভোটের এক অষ্টমাংশ (১/৮) অপেক্ষা কম ভোট পাইয়াছেন তাহা হইলে তাহার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করিয়া পরিষদের তহবিলে জমা করা হইবে; এবং বিধি ৪২ এর অধীনে সরকারী গেজেটে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার ত্রিশ দিন পর রির্টানিং অফিসার বাজায়াপ্তের আদেশ দিতে পারিবেন; উক্ত এক অষ্টমাংশ গণনার ক্ষেত্রে .৫০ (অর্ধাংশ) বা অদাধিক ভগ্নাংশকে একটি পূর্ণ ভোট রুপে গণ্য করিতে হইবে।

(৪) কোন নির্বাচনের বৈধতার ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া নির্বাচন ট্রাইবুন্যালে কোন নির্বাচনী দরখাস্ত দাখিল করা হইলে, উক্ত দরখাস্ত চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, উক্ত নির্বাচন সংক্রান্ত কোন জামানত কোন প্রার্থীকে বা তাহার প্রতিনিধিকে ফেরত দেওয়া হইবে না বা উহা বাজেয়াপ্ত করা হইবে না।

১৬। নির্বাচনী প্রতীক।- (১) চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রার্থী দ্বিতীয় তফসিল এবং মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রার্থী তৃতীয় তফসিল এ উল্লেখিত প্রতীক সমূহের মধ্যে তাহার পছন্দমত যে কোন একটি নির্বাচনী প্রতীক মনোনয়নপত্রে উল্লেখ করিবেন।

(২) নির্বাচনী প্রতীক পছন্দরে ক্ষেত্রে, প্রার্থীদের মধ্যে দ্বন্দব দেখা দিলে রিটার্নিং অফিসার, যতদূর সম্ভব তাহাদের পছন্দের প্রতি লক্ষ রাখিয়া, উক্ত প্রতীক বরাদ্দ করিবেন এবং প্রয়োজনবোধে লটারীর মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন, এবং প্রতীক বরাদ্দের ব্যাপারে তাহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৩) যদি চেয়ারম্যান নির্বাচনের প্রার্থী সংখ্যা দ্বিতীয় তফসিলে ও মহিলা সদস্য নির্বাচনে প্রার্থী সংখ্যা তৃতীয় তফসিলে প্রদত্ত তালিকায় উল্লেখিত প্রতীক সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে নির্বাচন কমিশন উক্ত তালিকা দুইটিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নূতন প্রতীক সংযোজন করিবে।

১৭। বাছাই।- (১) প্রার্থীগণ, তাঁহাদের নির্বাচনী এজেন্ট, প্রস্তাবকারী, সমর্থনকারী এবং প্রত্যেক প্রার্থী কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য একজন ব্যক্তি মনোনয়নপত্রসমূহ বাছাই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার বিধি১৩ এর অধীনে তাঁহার নিকট দাখিলকৃত মনোনয়নপত্র সমূহ পরীক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর অধীন বাছাই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিগণের সম্মুখে মনোনয়নপত্র সমূহ পরীক্ষা করিবেন এবং কোন মনোনয়নপত্রের ক্ষেত্রে উপস্থিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসার তাঁহার নিজ উদ্যোগে, অথবা উপ-বিধি (১) এ উল্লেখিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তির প্রেক্ষিতে, তিনি যেরুপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরুপ সংক্ষিপ্ত তদন্ত অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন, এবং যে কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবেন, যদি তিনি সন্তুষ্ট হন যে, -

(ক) প্রার্থী চেয়ারম্যান বা মহিলা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য নহেন ; অথবা

(খ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী, চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিধি ১৩(১) অনুসারে, অথবা মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিধি ১৩(২) অনুসারে মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করিবার যোগ্যতা সম্পন্ন নহেন; অথবা

(গ) বিধি ১৩ এবং ১৪ এর কোন বিধান পালন করা হয় নাই ; অথবা

(গ) প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীর স্বাক্ষর সঠিক নহেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, -

(অ) কোন মনোনয়নপত্র বাতিল হইলে, ইহার জন্য উক্ত প্রার্থীর অন্য কোন বৈধ মনোনয়নপত্র অবৈধ প্রতিপন্ন হইবে না ;

(আ) গুরুতর প্রকৃতির নহে এইরুপ ত্রুটির কারণে রিটার্নিং অফিসার কোন মনোনয়নপত্র বাতিল করিবেন না এবং এইরুপ যে কোন ত্রুটি সংশোধনের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে অনুমতি দিতে পারিবেন; এবং

(ই) রিটার্নিং অফিসার ভোটার তালিকার কোন বিষ..য়র শুদ্ধতা বা বৈধতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবেন না।

(৪) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল করার সময়ে উহাতে তাঁহার সিদ্ধান্ত লিখিয়া সহি করিবেন, এবং তিনি যদি উহা বাতিল করেন, তাহা হইলে উহার কারণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৮। মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে আপীল।- (১) যে প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বিধি ১৭ এর উপ-বিধি (৪) এর অধীন রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক বাতিল করা হইয়াছে সেই প্রার্থী, বাছাইয়ের তারিখের তিন দিনের মধ্যে, উক্ত বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্বাচন কমিশন একজন সরকারী কর্মকর্তাকে আপীল কর্তৃপক্ষ হিসাবে নিয়োগ করিবে, এবং বিধি ১১(১) এর অধীনে নির্বাচন তফসিল ঘোষণার প্রজ্ঞাপনেও উক্ত নিয়োগের বিষয় সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিতে পারে।

(৩) মনোনয়নপত্র বাতিল অদেশের বিরুদ্ধে আনীত আপীল, সরাসরিভাবে অথবা যেরুপ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে সেইরুপ সংক্ষিপ্ত তদন্তের পর, উহা দায়েরের তারিখ হইতে তিন দিনের মধ্যে,আপীল কর্তৃপক্ষ নিষ্পত্তি করিবে এবং আপীল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে; উক্ত কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত রিটার্নিং অফিসারকে লিখিতভাবে জানাইবেন।

১৯। বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগনের তালিকা প্রকাশ।- রিটার্নিং অফিসার বিধি ১৭ এর অধীনে মনোনয়নপত্র বাছাই এর পর অথবা বিধি ১৮ এর অধীনে যদি কোন আপীল দায়ের করা হইয়া থাকে তবে উক্ত আপীলের উপর সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর, ফরম ‘‘ঘ’’ তে বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাঁহার অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করিবেন।

২০। প্রার্থিতা প্রত্যাহার।- যে প্রার্থীর নাম বিধি ১৯ এর অধীনে প্রাকাশিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত, সেই প্রার্থী স্বয়ং বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রার্থীর স্বাক্ষরযুক্ত একটি লিখিত নোটিশ পদ প্রত্যাহারের তারিখে বা তৎপূর্বে, রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিয়া তাহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন; উক্ত তালিকাভূক্ত বাকী প্রার্থীগণ হইবেন প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী।

২১। ভোটগ্রহণের পূর্বে প্রার্থীর মৃত্যু।- ভোট গ্রহণের পূর্বে কোন সময়ে যদি কোন প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর মৃত্যু হয় তাহা হইলে ভোট গ্রহণ অবশিষ্ট প্রার্থীগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

২২। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন।- (১) যদি চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে, প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর সংখ্যা শুধুমাত্র একজন হয়, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার তাঁহাকে যথাযথভাবে নির্বাচিত প্রার্থী বলিয়া

ঘোষণা করিবেন এবং নির্বাচন কমিশনের নিকট ফরম ‘‘ট’’ তে একটি রির্টান দিবেন এবং তাহাঁর কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে উক্ত রির্টান প্রকাশ করিবেন।

(২) যদি মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর সংখ্যা উক্ত পরিষদের জন্য বিধি ৪ এর অধীনে নির্ধারিত মহিলা সদস্য সংখ্যার সমান হয়, তবে রির্টনিং অফিসার উক্ত প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীগণকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং নির্বাচন কমিশনারের নিকট ফরম ‘‘ট’’ তে একটি রির্টাণ দিবেন ও তাহার কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে উক্ত রির্টাণ প্রাকাশ করিবেন।

২৩। প্রতিদ্বন্দিবতামূলক নির্বাচন।- (১) যদি কোন উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক হয বা মহিলা সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর সংখ্যা বিধি ৪ অনুযায়ী নির্ধারিত মহিলা সদস্য সংখ্যার অধিক হয, তাহা হইলে ভোট অনুষ্ঠিত হইবে; এবং এতদুদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট পদের নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণের তারিখের অন্ততঃ সাত দিন পূর্বে একটি নোটিশ তাহার কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে এবং তিনি উক্ত উপজেলার অন্যান্য যে সকল স্থানে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন সেই সকল স্থানে বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে সংশ্লিষ্ট পদের নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীগণের নাম এবং মনোনয়নপত্রে উল্লিখিত তাহাদের ঠিকানা এবং বরাদ্বকৃত প্রতীকের নাম সম্বলিত তালিকা ফরম ‘‘ঙ’’ তে প্রস্তুত পূর্বক প্রাকাশ করিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখের পরবর্তী তারিখে, নির্বাচন কমিশন এবং প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্টের অনুরোধে তাহাকে ফরম ‘‘ঙ’’ তে প্রকাশিত তালিকার একটি অনুলিপি সরবরাহ করিবেন।

২৪। ব্যালটের মাধ্যমে ভোট।- কোন নির্বাচনে ভোট গ্রহণের প্রয়োজন হইলে, এই বিধিমালায় বিধৃত পদ্ধতিতে ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হইবে।

২৫। নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ।- (১) চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে, একজন প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচনের যোগ্য কোন ব্যক্তিকে তাহার নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, একজন প্রতিদ্বন্দীব প্রার্থী মহিলা সদস্য হিসাবে নির্বাচনের যোগ্য কোন ব্যক্তিকে তাহার নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৩) নির্বাচনী এজেন্টের নিয়োগ প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী লিখিতভাবে যে কোন সময়ে বাতিল করিতে পারিবেন, এবং উহা এইরুপভাবে বাতিল করা হইলে অথবা নির্বাচনী এজেন্টের মৃত্যু ঘটিলে, উক্ত প্রার্থী তাহার নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগদান করিতে পারিবেন।

(৪) কোন নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগদান করা হইলে, সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী উক্ত নির্বাচনী এজেন্ট এর নাম, পিতা বা স্বামীর নাম ও ঠিকানাসহ অনুরুপ নিয়োগদান সম্পর্কে রির্টানিং অফিসারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৫) এই বিধির অধীনে কোন প্রতিদ্বন্দীব প্রার্থী নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ না করিলে, তিনি নিজেই তাহার নির্বাচনী এজেন্ট বলিয়া গণ্য হইবেন এবং পরিস্থিতি অনুসারে যতদূর সম্ভব, প্রতিদ্বন্দীব প্র.ার্থী এবং একজন নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে তাহার প্রতি এই বিধিমালার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

২৬। পোলিং এজেন্ট নিয়োগ।- (১) প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী অথবা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট, ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্বে, প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রে প্রতি ভোট কক্ষের জন্য একজন করিয়া পোলিং এজেন্ট লিখিতভাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট উপ-বিধি (১) অনুসারে নিয়োগকৃত যে কোন সময়ে পোলিং এজেন্টের নিয়োগ বাতিল করিতে পারিবেন এবং অনুরুপভাবে যখন ইহা বাতিল হয় কিংবা পোলিং এজেন্টের মৃত্যু হয় তখন উক্ত প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে পোলিং এজেন্ট হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন; এবং অনুরুপ নিয়োগদান সম্পর্কে লিখিতভাবে প্রিজাইডিং অফিসারকে অবহিত করিবেন।

২৭। ভোট গ্রহণের সময়সূচী।- রিটার্নিং অফিসার, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, ভোট গ্রহনের সময়সূচী নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত সময়সূচী সম্পর্কে তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত পদ্ধতিতে জনসাধারণকে নোটিশ দিবেন।

২৮। ব্যালট বাক্স।- (১) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক প্রিজাইডিং অফিসারকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালট বাক্স সরবরাহ করিবেন, তবে উক্ত কেন্দ্রে একই সময়ে চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোট গৃহীত হইলে দুই পদের জন্য দুইটি আলাদা ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা যাইবে।

(২) ভোট কেন্দ্রের কোন ভোট কক্ষে ভোট গ্রহণের উদ্দেশ্যে একই সময়ে একটির অধিক ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা যাইবে না।

(৩) ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের অন্ততঃ আধ ঘন্টা পূর্বে, প্রিজাইডিং অফিসার-

(ক) নিশ্চয়তা বিধান করিবেন যে, ব্যবহার্য প্রত্যেক ব্যালট বাক্স খালি রহিয়াছে;

(খ) প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীগণ বা তাঁহাদের নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টগণের মধ্যে যাহারা উপস্থিত থাকিবেন তাঁহাদিগকে খালি ব্যালট বাক্স দেখাইবেন;

(গ) খালি ব্যালট বাক্স দেখাইবার পর তাহা বন্ধ করিয়া উহা বন্ধ ও সীলমোহরযুক্ত করিবেন ;

(ঘ) ভোটারগণ অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারেন এইরুপ ভোট কক্ষের সুবিধাজনক স্থানে ব্যালট বাক্স রাখিবেন যাহাতে বাক্সটি একই সময়ে তাঁহার নিজের এবং উপস্থিত প্রার্থীগণ বা তাঁহাদের নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টগণের দৃষ্টির আওতায় থাকে।

(৪) ভোটগ্রহণকালে যদি একটি ব্যালট বাক্স পূর্ণ হইয়া যায় অথবা তাহা ব্যালট পেপার গ্রহণের জন্য আর ব্যবহার করা না যায়, তাহা হইলে প্রিসাইডিং অফিসার উক্ত ব্যালট বাক্স নিশ্ছিদ্র করিয়া কোন নিরাপদ স্থানে রাখিবেন এবং উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে অন্য একটি বাক্স ব্যবহার করিবেন।

(৫) প্রিজাইডিং অফিসার ভোট কেন্দ্রের প্রত্যেক ভোট কক্ষে ব্যালট পেপারে ভোট চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োজনীয় এক বা একাধিক গোপন কক্ষের ব্যবস্থা করিবেন যাহাতে প্রত্যেক ভোটার ব্যালট পেপার ভাঁজ করিয়া ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবার পূর্বে গোপনে ভোট চিহ্নিত করিতে সমর্থ হন।

২৯। ব্যালট পেপার ফরম।- (১) চেয়ারম্যান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোট চিহ্নিত করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীদের প্রতীকসহ ব্যালট পেপার ফরম ‘‘চ’’ তে ছাপানো হইবে এবং উহাতে দ্বিতীয় তফসিলে

প্রদত্ত সকল প্রতীক এবং বিধি ১৬ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীনে নির্বাচন কমিশন কোন প্রতীক যোগ করিলে তাহাও উক্ত ফরমে ছাপাইতে হইবে।

(২) মহিলা সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোট চিহ্নিত করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীদের প্রতীকসহ ফরম ''চ১'' এ ব্যালট পেপার ছাপানো হইবে এবং উহাতে তৃতীয় তফসিলে প্রদত্ত সকল প্রতীক এবং বিধি ১৬ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীন নির্বাচন কমিশন কোন প্রতীক যোগ করিলে তাহাও উক্ত ফরমে ছাপাইতে হইবে ।

৩০। মুলতবী ভোট গ্রহণ।- (১) যদি কোন ভোটু কেন্দ্রে কোন সময় ভোট গ্রহণ প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে বিঘ্নিত বা বাধাপ্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে ভোট গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিবেন এবং তিনি রিটার্নিং অফিসারকে তৎসম্পর্কে অবহিত করিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এর অধীনে কোন ভোট গ্রহণ বন্ধ করা হয়, সেক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার-

(ক) অনতিবিলম্বে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করিবেন;

(খ) যথাশীঘ্র সম্ভব, নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন লইয়া, নূতনভাবে ভোট গ্রহণের জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করিবেন; এবং

(গ) যে স্থান বা স্থানসমূহে, এবং যে সময়ের মধ্যে উক্তরুপ নূতন ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হইবে তাহাও নির্ধারণ করিবেন।

(৩) সকল ভোটরকে উপ-বিধি (২) এর অধীন গৃহীতব্য নূতন ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভোট প্রদান করিতে দেওয়া হইবে, এবং উপ-বিধি (১) এর অধীন ভোট গ্রহণের সময়ে প্রদত্ত কোন ভোট গণনা করা হইবে না।

৩১। ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ।- (১) ভোট গ্রহনের দিন প্রিজাইডিং অফিসার নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ নিয়ন্ত্রন করিবেন; এবং ভোট কেন্দ্রে ভোটার ও নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ ব্যতিত অন্য কাহারো প্রবেশাধিকার থাকিবে না; যথা -

(ক) নির্বাচনের কাজে কর্তব্যরত কোন ব্যক্তি;

(খ) প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী, তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট ও প্রত্যেক ভোট কক্ষের জন্য এক জন করিয়া পোলিং এজেন্ট;

(গ) নির্বাচন কমিশন বা রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্দিষ্টভাবে অনুমতিপ্রদত্ত ব্যক্তিবর্গ।

(২) একসঙ্গে যতজন ভোটারকে ভোট কক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া সুবিধাজনক বলিয়া প্রিজাইডিং অফিসার বিবেচনা করিবেন ততজন ভোটারকে একই সময়ে ভোট কক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ভোট চিহ্ন প্রদান কক্ষে একাধিক ভোটারকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না এবং প্রিজাইডিং অফিসার নিশ্চিত করিবেন যেন ভোটদানে গোপনীয়তা রক্ষা পায়।

(৩) প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী বা নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টকে, তাঁহার নিজের ভোট চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য ব্যতীত, অন্য কোন উদ্দেশ্যে ভোট চিহ্ন প্রদান কক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

(৪) প্রিজাইডিং অফিসারের নির্দেশ অনুযায়ী আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী এজেন্সীর সদস্যগণ প্রত্যেক ভোট কেন্দ্রের ভিতরে বা বাহিরে কর্তব্যরত থাকিবেন এবং তাঁহারা প্রিজাইডিং অফিসারের আদেশ অনুযায়ী ভোটারগণের ভোট কেন্দ্রে যাতায়াত ত্বরান্বিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং ভোট কেন্দ্রের ভিতরে ও বাহিরে শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে সাহায্য করিবেন।

৩২। ভোট কেন্দ্রে শৃংখলা রক্ষা।- (১) যে ব্যক্তি স্বয়ং ভোট কেন্দ্রে অসদাচরণ করেন অথবা প্রিজাইডিং অফিসারের আইনসম্মত আদেশ পালনে ব্যর্থ হন সেই বাক্তিকে, প্রিজাইডিং অফিসারের আদেশক্রমে কোন পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক বা তাঁহাকে অপসারণের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ভোট কেন্দ্র হইতে অপসারণ করা যাইতে পারে; এবং এইরুপে অপসারিত ব্যক্তি প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমতি ব্যতীত ঐদিন ভোট কেন্দ্রে আর প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

(২) এইরুপে অপসারিত ব্যক্তি যদি কোন ভোট কেন্দ্রে কোন অপরাধ সংঘটনে অভিযুক্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেরুপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেইরুপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৩) এই বিধির অধীন ক্ষমতা এমনভাবে প্রয়োগ করা হইবে না যাহাতে ঐ ভোট কেন্দ্রে বা অন্য কোন ভোট কেন্দ্রে ভোটদানের অধিকারী কোন ভোটার তাহার ভোটদানের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন।

৩৩। ক্যানভাস করা ।- (১) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ বা তাঁহাদের নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টগণ ভোট গ্রহণের বেষ্টনীতে কোন ভোটারকে লক্ষ্য করিয়া বা তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কোন বক্তব্য রাখিতে পারিবেন না, তবে নিম্নবর্ণিত কোন কারণবশতঃ কোন ভোটার সম্পর্কে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেনঃ -

(ক) যে উপজেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতেছে সেই উপজেলার ভোটারদের তালিকায় তাহার নাম নাই ;

(খ) যে তালিকায় ভোটার হিসাবে তাঁহার নাম রহিয়াছে বলিয়া তিনি দাবী করিতেছেন তাহা মিথ্যা; অথবা

(গ) তিনি পূর্বে ভোট প্রদান করিয়াছেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে আপত্তি দাখিলকৃত হইলে, প্রিজাইডিং অফিসার আপত্তির শুনানী গ্রহণ করিবেন এবং সরাসরি উহার উপর সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং তাহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৩৪। চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য নির্বাচনে ভোটদান পদ্ধতি।- (১) চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে, যখন ভোট প্রদানের জন্য কোন ভোটার ভোট কেন্দ্রে স্বয়ং উপস্থিত হন, তখন প্রিজাইডিং অফিসার ভোটারের পরিচয় সন্মন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার পর তাহাকে চেয়ারম্যান নির্বাচেনের একটি ব্যালট পেপার প্রদান করিবেন।

(২) সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকাভূক্ত ভোটার ভোট প্রদানের জন্য যখন ভোটকেন্দ্রে স্বয়ং উপস্থিত হন, তখন প্রিজাইডিং অফিসার ভোটারের পরিচয় সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইবার পর উক্ত নির্বাচনের ব্যালট পেপার প্রদান করিবেন।

(৩) কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদানের পূর্বে-

(ক) ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ ভোটার নম্বর এবং নাম ধরিয়া ডাকিতে হইবে ;

(খ) তাহার হাতের বৃদ্ধাংগুলে বা অন্য কোন আংগুলে অমোচনীয় কালির দ্বারা একটি চিহ্ন প্রদান করিতে হইবে;

(গ) তাহাকে ব্যালট পেপার প্রদান করা হইয়াছে তাহা নির্দেশের জন্য সংশ্লিষ্ট ভোটার নম্বর ও নামটি চিহ্নিত করিয়া রাখিতে হইবে ;

(ঘ) ব্যালট পেপারের পিছনে গোপন চিহ্ন (কোড মার্ক) সম্বলিত অফিসিয়াল বা সরকারী সীলমোহর এবং প্রিজাইডিং অফিসারের অনুস্বাক্ষর থাকিবে;

(ঙ) প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে ভোটার নম্বর লিখিবেন এবং গোপন চিহ্ন (কোড মার্ক) সম্বলিত অফিসিয়াল সীলমোহর প্রদান করিবেন;

(চ) ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে ভোটারের স্বাক্ষর অথবা টিপসহি গ্রহণ করিবেন।

(৪) ভোট গ্রহণ শুরু না হওয়া পর্যন্ত গোপন চিহ্ন (কোড মার্ক) গোপন রাখা হইবে।

(৫) যদি কোন ভোটার অমোচনীয় কালির চিহ্ন গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন অথবা যদি পূর্ব হইতে তাহার আংগুলে অনুরুপ চিহ্ন থাকে বা অনুরুপ চিহ্নের অবশিষ্টাংশ থাকে, তাহা হইলে সেই ভোটারকে কোন ব্যালট পেপার প্রদান করা হইবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মহিলা সদস্য এবং চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন কোন ক্ষেত্রে যদি একই সময়ে ও একই ভোট কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ভোটদানের উদ্দেশ্যে মহিলা সদস্য নির্বাচনের কোন ভোটারের আঙ্গুলে অমোচনীয় কালির একটি চিহ্ন বা উক্ত চিহ্নের অবশিষ্টাংশ থাকিলেও তাহাকে ব্যালট পেপার প্রদান করা হইবে।

(৬) ভোটার ব্যালট পেপার পাইবার পর,-

(ক) অবিলম্বে ভোট চিহ্ন প্রদানের লক্ষ্যে গোপন কক্ষে যাইবেন ;

(খ) তিনি চেয়ারম্যন নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীকে ভোট দিতে চাহেন সেই প্রার্থীর প্রতীক সম্বলিত ব্যালট পেপারের সংশ্লিষ্ট স্থানটিতে; এবং তিনি মহিলা-সদস্য নির্বাচনের ভোটার হইলে যে যে প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীকে ভোট দিতে চাহেন তাহাদের প্রতীক সম্বলিত ব্যালট পেপারের স্থানে বা স্থান সমূহে, প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরবরাহকৃত চৌকোণবিশিষ্ট একটি রবারের সীলমোহর দ্বারা চিহ্নিত করিবেন;

(গ) ব্যালট পেপারে উক্তরুপে চিহ্নিত করার পর উহা লম্বালম্বিভাবে ভাঁজ করিয়া ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবেন।

(৭) ভোটার অযৌক্তিক বিলম্ব না করিয়া ভোট প্রদান করিবেন এবং তাঁহার ব্যালট পেপার নির্ধারিত ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবার পর অবিলম্বে ভোট কেন্দ্র ত্যাগ করিবেন।

(৮) যদি কোন ভোটার অন্ধ হন অথবা অন্য কোন কারণে এইরুপ অসমর্থ হন যে তিনি অন্য কোন ব্যক্তির সহায়তা ছাড়া ভোট প্রদান করিতে অপরাগ, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার তাঁহাকে অন্য কোন ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিবেন এবং ইহার পর উক্ত ভোটদাতা উক্ত ব্যক্তির সাহায্যে এই বিধিমালা অনুযায়ী ভোটার হিসাবে তাঁহার যাহা করা প্রয়োজনীয় বা যাহা করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি রহিয়াছে তাহা করিতে পারিবেন।

৩৫। আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার।- (১) ভোট দানের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির ব্যালট পেপার চাহিবার সময় কোন প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী বা তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট যদি এই মর্মে দাবী করেন যে, তাঁহার এইরুপ বিশবাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে যে, উক্ত ব্যক্তি ছদ্মবেশ ধারণের অপরাধ করিয়াছেন এবং যদি তিনি উক্ত অভিযোগ আদালতে প্রমাণ করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত ব্যক্তিকে ছদ্মবেশ ধারনের ফলাফল সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া এবং ব্যালট পেপারের চেকমুড়িতে তাঁহার স্বাক্ষর বা বৃদ্ধাঙ্গুলির টিপ সহি গ্রহণ করিয়া তাহাকে একটি ব্যালট পেপার প্রদান করিবেন।

(২) যদি প্রিজাইডিং অফিসার উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার প্রদান করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা তৎকর্তৃক ফরম ''ছ'' তে প্রস্তুতকৃত তালিকায় (অতঃপর ''আপত্তিকৃত'' ভোটসমূহের তালিকা বলিয়া উল্লেখিত) লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উহার উপর উক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর বা বৃদ্ধাঙ্গুলির টিপসহি গ্রহণ করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধির অধীনে উত্থাপিত প্রতিটি আপত্তি বাবদ আপত্তিকারী প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট নগদ দশ টাকা জমা না করিয়া থাকিলে প্রিজাইডিং অফিসার উক্তরুপ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন না।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীনে প্রদত্ত ব্যালট পেপার ভোটার কর্তৃক চিহ্নিত ও ভাঁজ করার পর তাহা একই অবস্থায় কোন ব্যালট বাক্সে রাখার পরিবর্তে ''আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার'' শিরোনামে লিখিত একটি পৃথক প্যাকেটে রাখা হইবে।

(৪) প্রিজাইডিং অফিসার তৎকর্তৃক উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত অর্থ রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার তাহা সরকারী ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে বা টেজারীর দায়িত্ব পালনকারী ব্যাংকের কোন শাখায় অথবা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত কোন ব্যাংকের কোন শাখায় ''১/০৬১১/০০০১/২৬৩১'' খাতে জমা দিবেন।

৩৬। নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপার।- (১) যদি কোন ভোটার অসাবধানতাবশতঃ তাহার ব্যালট পেপার এইরুপে ব্যবহার করেন যে, উহা বৈধ ব্যালট পেপার হিসাবে আর ব্যবহার করা যায়না, তাহা হইলে তিনি উক্ত নষ্ট ব্যালট পেপারের পরিবর্তে প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট অপর একটি ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন; এবং যদি প্রিজাইডিং অফিসার উক্ত অসাবধাবনাতার বিষয় সম্পর্কে সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নষ্ট ব্যালট পেপারের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট ভোটারকে অপর একটি ব্যালট পেপার প্রদান করার জন্য আদেশ প্রদান করিবেন; এবং নষ্ট ব্যালট পেপারটি প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষরে বাতিল করা হইবে।

(২) যদি কোন ভোটার ব্যালট পেপার পাইবার পর তাহা ব্যবহার না করেন, তবে তিনি উহা প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট ফেরত দিবেন, এবং প্রিজাইডিং অফিসার উহা তাহার স্বাক্ষরে বাতিল করিবেন।

(৩) কোন ভোটারকে ব্যালট পেপার প্রদান করার পর যদি তিনি উহা ব্যালট বাক্সে প্রবেশ না করান এবং যদি উহা ভোট কেন্দ্রের কোন স্থানে অথবা উহার নিকটে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসারের স্বাক্ষরে উহা বাতিল করা হইবে।

(৪) উক্তরুপ নষ্ট এবং বাতিলকৃত সকল ব্যালট পেপার ''..... উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য .....টি নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপার'' লিখিত পৃথক প্যাকেটে রাখা হইবে এবং প্রিজাইডিং অফিসার ডুক্ত প্যাকেট সীলমোহর করিয়া উহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

৩৭। ভোট গ্রহণের সময় শেষ হওয়ার পর ভোট দান।- ভোট গ্রহণ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যে ইমারত, কক্ষ, তাঁবু বা বেষ্টনীর মধ্যে ভোট কেন্দ্র অবস্থিত, সেই ইমারত, কক্ষ, তাঁবু বা বেষ্টনীর ভিতর উপস্থিত ব্যক্তিগণ, যাহারা ভোট প্রদান করেন নাই অথচ ভোট প্রদানের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন তাহারা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার প্রদান করা অথবা ভোট প্রদানের অনুমতি দেওয়া হইবে না।

৩৮। ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পর করণীয়।- (১) ভোট কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পর, প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী বা তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থাকিলে তাহাদের সন্মুখে প্রিজাইডিং অফিসার পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিত হইবেন যে, ব্যালট বাক্সে বা ব্যালট বাক্সসমূহে লাগানো সীলমোহর অক্ষত রহিয়াছে এবং এইরুপে নিশ্চিত হওয়ার পর ব্যবহৃত ব্যালট বাক্স বা বাক্সসমুহের মধ্যে হইতে সকল ব্যালট পেপার বাহির করিয়া লইবেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার ব্যবহৃত ব্যালট বাক্স বা বাক্সসমূহ হইতে ব্যালট পেপার বাহির করিয়া-

(ক) ব্যালট পেপারগুলি পৃথক করিয়া লইবেন;

(খ) প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীগণের পক্ষে সুস্পষ্টভাবে ভোট প্রদানের চিহ্নবিশিষ্ট ব্যালট পেপারেগুলিকে নিম্নবর্ণিত ত্রটিযুক্ত অবৈধ ব্যালট পেপার হইতে আলাদা করিবেন অর্থাৎ যে গুলিতে-

(অ) গোপন চিহ্ন সম্বলিত সরকারী সীলমোহর এবং প্রদানকারী অফিসারের অনুস্বাক্ষর নাই; অথবা

(আ) প্রিজাইডিং অফিসারের অনুস্বাক্ষর ব্যতীত অন্য কোন লিখন আছে অথবা উক্ত সরকারী সীলমোহর এবং ভোট প্রদানের চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোন চিহ্ন আছে অথবা কাগজের টুকরা বা যে কোন প্রকারের বস্ত্ত সংযোজিত আছে; অথবা

(ই) কোন প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীকে ভোট প্রদানের চিহ্ন নাই; অথবা

(ঈ) চেয়ারম্যান নির্বাচনের ব্যালট পেপারে একাধিক ভোট প্রদানের চিহ্ন আছে; অথবা

(উ) মহিলা সদস্য নির্বাচনের ব্যালট পেপারে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে নির্বাচনযোগ্য মহিলা সদস্য সংখ্যার অধিক সংখ্যক প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদানের চিহ্ন আছে; অথবা

(ঊ) এইরুপ স্থানে ভোট প্রদান চিহ্ন আছে যাহা হইতে ইহা সুস্পষ্ট হয় না যে কোন চেয়ারম্যান প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেওয়া হইয়াছেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে, কোন প্রতিদ্বন্দীব প্রার্থীর অনুকুলে ভোট চিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি দেখা যায় যে, ভোট চিহ্নটির অর্ধাংশের বেশী উক্ত প্রার্থীর প্রতীকসম্বলিত স্থানের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রদত্ত হইয়াছে এবং যে ক্ষেত্রে উক্ত ভোট চিহ্ন দুইজন প্রার্থীর প্রতীকসম্বলিত স্থানের মধ্যে সমান দুইভাগে বিভক্ত হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যালট পেপার অবৈধ ব্যালট পেপার হিসাবে গণ্য হইবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, যদি দেখা যায় যে, উপরে (অ) হইতে (উ) তে বর্নিত কারনে কোন ব্যালট পেপার অবৈধ নহে, অথচ-

(১) একটি ভোট চিহ্নের অর্ধাংশের বেশী কোন একজন প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর প্রতীক সম্বলিত স্থানের সংশ্লিষ্ট স্থানে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত প্রার্থীর অনুকূলে ভোটটি প্রদত্ত বলিয়া গন্য হইবে;

(২) উক্ত ভোট চিহ্ন দুইজন প্রার্থীর প্রতীক সম্বলিত স্থানের মধ্যে সমান দুইভাগে বিভক্ত, সে ক্ষেত্রে ভোটটি উক্ত প্রার্থীদ্বয়ের কাহারও অনুকূলে প্রদত্ত নহে বলিয়া গন্য হইবে, এবং অন্যান্য প্রার্থীর অনুকুলে সঠিকভাবে প্রদত্ত ভোটের বৈধতা ক্ষুন্ন হইবে না;

(৩) ভোট চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোন চিহ্ন প্রদত্ত হইয়াছে কোন প্রার্থীর প্রতীক সম্বলিত স্থানেই বা ব্যালট পেপারের অন্যত্রই হউক তাহা হইলে উক্ত চিহ্ন কোন প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত ভোট হিসাবে গণণা করা যাইবে না, তবে

সঠিকভাবে প্রদত্ত ভোট চিহ্ন গুলি সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর অনুকূলে গণণা করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণের পর প্রিজাইডিং অফিসার ''আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার'' লেবেল লাগানো মোড়ক খুলিবেন এবং-

(ক) চেয়ারম্যান এবং মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোট চিহ্ন প্রদত্ত ব্যালট পেপারগুলি পৃথক পৃথক করিবেন; এবং

(খ) উপ-বিধি (২) এর দফা (খ) এর উপ-দফা (অ) হইতে (উ) তে বর্ণিত ত্রুটিযুক্ত ব্যালট পেপারগুলি আলাদা করিবেন।

৩৯। ভোট গণনা এবং মোড়কে রক্ষনীয় কাগজপত্র ।- (১) বিধি ৩৮ এর বিধান অনুযায়ী ব্যালট পেপারসমূহ বাছাই করিবার পর প্রিজাইডিং অফিসার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ অথবা তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট কিংবা পোলিং এজেন্ট উপস্থিত থাকিলে তাহাদের উপস্থিতিতে-

(ক) প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর পক্ষে সঠিকভাবে প্রদত্ত ভোট আলাদা আলাদাভাবে গণনা করিবেন; এবং উক্ত ''আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার'' নামাংকিত মোড়কে রক্ষিত ব্যালট পেপারের মধ্যে যে সকল ভোট উক্ত প্রার্থীর বরাবরে সঠিকভাবে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা প্রথমোক্ত ভোটের সহিত যোগ করিবেন;

(খ) চেয়ারম্যানের জন্য ফরম ''জ'' এবং মহিলা সদস্যদের জন্য ফরম ''জ১'' এ বৈধ ভোট গণনার বিবরণী প্রস্তুত করিবেন;

(গ) চেয়ারম্যান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে সকল আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার বৈধ এবং অবৈধ ভোট হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে সেই সকল ব্যালট পেপারকে দুইটি আলাদা মোড়কে রাখিবেন এবং উক্ত মোড়কে ভোট কেন্দ্রের নামসহ মোড়কে রক্ষিত ব্যালট পেপারের সংখ্যা ও প্রকৃতি লিপিবদ্ধ করিবেন; মোড়ক দুইটিকে ''..... উপজেলা পরিষদে চেয়ারম্যান নির্বাচনে ..... ভোটকেন্দ্রে আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার'' নামাঙ্কিত একটি প্রধান মোড়কে রাখিয়া উহা সীলমোহরকৃত ও স্বাক্ষরযুক্ত করিবেন;

(ঘ) মহিলা সদস্য নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার বৈধ ভোট এবং অবৈধ ভোট হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে সেইগুলিকে একই পদ্ধিতিতে দুইটি আলাদা মোড়কে রাখিবেন; অতঃপর এই মোড়ক দুইটিকে ''.....উপজেলা পরিষদের মহিলা সদস্য নির্বাচনে ..... ভোট কেন্দ্রের আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার'' নামাঙ্কিত একটি প্রধান মোড়কে রাখিয়া উহা সীলমোহরকৃত করিবেন;

(ঙ) উক্ত বিবরণীসমুহ, ''আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার'' নামাঙ্কিত মোড়ক এবং অন্যান্য কাগজপত্র ও দ্রব্যাদিসহ এই বিধির বিধান অনুসারে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার -

(ক) প্রয়োজন মনে করিলে স্ব-উদ্যোগে ভোট পুনঃগণনা করিতে পারিবেন; অথবা

(খ) তাহার বিবেচনা মতে কোন অনুরোধ অযৌক্তিক মনে না হইলে, গণনার সময় উপস্থিত আছেন এইরুপ প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী অথবা কোন নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টের অনুরোধে ভোট পুনঃগণনা করিতে পারিবেন।

(৩) প্রিজাইডিং অফিসার-

(ক) চেয়ারম্যান নির্বাচনের প্রদের ক্ষেত্রে, প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দীব প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোটগুলি পৃথক মোড়কে রাখিবেন;

(খ) প্রতিটি মোড়ক সীলমোহর করিয়া মুখ বন্ধ করিবেন এবং যে প্রার্থীর অনুকুলে ভোট প্রদত্ত হইয়াছে তাহার নাম, নির্বাচনী প্রতীকের বিবরণী এবং ব্যালট পেপারের সংখ্যা মোড়কের উপর লিপিবদ্ধ করিয়া স্বাক্ষর করিবেন;

(গ) চেয়ারম্যান পদের জন্য প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত ভোট সম্বলিত মোড়কগুলি একটি প্রধান মোড়কে রাখিবেন;

(ঘ) মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে বৈধ ভোট চিহ্ন বিশিষ্ট সকল ব্যালট পেপার একটি মোড়কে রাখিবেন এবং উহাতে সীলমোহর দ্বারা বন্ধ করিবেন, অতঃপর রক্ষিত ব্যালট পেপারের সংখ্যা উল্লেখ করতঃ উহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

(ঙ) উপ-দাফা (গ)তে বর্ণিত প্রধান মোড়কটি সীলমোহর দ্বারা বন্ধ করিবেন এবং উহাতে রক্ষিত ছোট মোড়কের সংখ্যা নির্দেশ করিয়া প্রধান মোড়কের উপর স্বাক্ষর করিবেন।

(৪) চেয়ারম্যান এবং মহিলা সদস্য পদে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যে সকল অবৈধ ব্যালট পেপার গণনা করা হয় নাই সেইগুলিকে পৃথক পৃথক মোড়কে রাখিবেন এবং মোড়কের উপরে উক্ত পদের নাম ও অবৈধ ব্যলট পেপারের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিবেন এবং সীলমোহর দ্বারা বন্ধ করিয়া উহার উপর প্রিজাইডিং অফিসার স্বাক্ষর করিবেন।

(৫) প্রিজাইডিং অফিসার নিম্নলিখিত কাগজপত্র ও দ্রব্যাদি পৃথক পৃথক মোড়কে রাখিয়া উক্ত কাগজপত্র ও দ্রব্যাদির বিবরণী লিপিবদ্ধ করিবেন ও মোড়কগুলি সীলমোহর করিবেনঃ -

(ক) ইস্যুকৃত নহে এরুপ ব্যালট পেপারসমূহ (মুড়িসহ);

(খ) আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ;

(গ) নষ্ট এবং বাতিলকৃত ব্যালট পেপারসমূহ ;

(ঘ) চিহ্ন প্রদত্ত ভোটার তালিকার অনুলিপিসমূহ;

(ঙ) ইস্যুকৃত ব্যালট পেপারের মুড়িসমূহ;

(চ) আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা;

(ছ) সরকারী চিহ্ন, ভোট প্রদান চিহ্ন (সীল) এবং তাম্র সীল;

(জ) রির্টানিং অফিসারের নির্দেশ মোতাবেক অন্যান্য কাগজপত্র এবং দ্রব্যাদি।

(৬) প্রিজাইডিং অফিসার চেয়ারম্যান এবং সংরক্ষিত আসনে মহিলা-সদস্য নির্বাচনের ব্যাপারে ফরম ''ঝ'' তে পৃথকভাবে ব্যালট পেপারের হিসাব প্রস্তুত করিবেন।

(৭) প্রিজাইডিং অফিসার এই বিধির অধীনে তৎকর্তৃক সীলমোহরকৃত ও স্বাক্ষরিত প্রতিটি বিবরণী এবং মোড়কের উপর প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী অথবা নির্বাচনী এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন, যদি তাহারা উপস্থিত থাকেন ও স্বাক্ষর করিতে সম্মত হন।

(৮) প্রিজাইডিং অফিসার সংশ্লিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট কিংবা পোলিং এজেন্টের অনুরোধে তাহাকে চেয়ারম্যানের ব্যাপারে ফরম ''জ'' এবং মহিলা সদস্যদের ব্যাপারে ফরম ''জ১'' তে প্রস্তুতকৃত ভোট গণনার বিবরণীর সত্যায়িত কপি প্রদান করিবেন এবং অনুরুপভাবে উক্ত অনুরোধকারীকে ফরম ''ঝ'' তে প্রস্তুতকৃত ব্যালট পেপারের হিসাবের কপিও প্রদান করিবেন।

(৯) প্রিজাইডিং অফিসার অবিলম্বে তৎকর্তৃক প্রস্তুতকৃত মোড়কসমুহ, ভোট গণনার বিবরণী, ব্যালট পেপার হিসাব এবং তৎকর্তৃক গৃহীত অন্যান্য রেকর্ড ও দ্রব্যাদি রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৪০। চেয়ারম্যান নির্বাচনের ফলাফল একত্রীকরন ও ঘোষণা।- (১) চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে, রিটার্নিং অফিসার ফরম ''জ'' তে প্রদত্ত বৈধ ভোটের বিবরণী এবং ফরম ''ঝ''তে প্রদত্ত ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদন্দবী প্রার্থী কিংবা তাহাদের নির্বাচন এজেন্টের উপস্থিতিতে প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীগণের প্রত্যেকের অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোটসমূহ, আপত্তিকৃত বৈধ ভোটসমুহ সমেত, চেয়ারম্যানের জন্য ফরম ''ঞ'' তে একত্র করিবেন; এবং যে প্রার্থীর পক্ষে সর্বাধিক ভোট প্রদত্ত হইয়াছে তাহাকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

(২) চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে, ভোট গণনার ফলাফল একত্রীকরণের পর যদি দেখা যায় যে, দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর অনুকূলে সর্বাধিক সংখ্যক ভোট প্রদত্ত হইয়াছে, তবে রিটার্নিং অফিসার যেরুপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরুপ পদ্ধতিতে অবিলম্বে লটারির ব্যবস্থা করিবেন এবং লটারীর ফল যে প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর পক্ষে যায় সেই প্রার্থী সর্বাধিক সংখ্যক ভোট অর্জন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহাকে চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।

(৩) যে সকল প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী অথবা নির্বাচনী এজেন্ট উপস্থিত থাকিবেন কেবলমাত্র তাহাদের উপস্থিতিতে লটারীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। রিটার্নিং অফিসার লিখিতভাবে লটারীর কার্যবিবরণী রেকর্ড করিবেন এবং তথায় সাক্ষী হিসাবে প্রার্থীগণের অথবা তাহাদের নির্বাচনী এজেন্টের স্বাক্ষর লইবেন যদি তাহারা স্বাক্ষর করিতে ইচ্ছুক হন; এবং ফরম ''ঞ'' তে লটারীর ফলাফল লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) বিধি ৩০ এর উপ-বিধি (১) এর অধীনে যদি কোন ভোট কেন্দ্রের নির্বাচন বন্ধ ঘোষিত হয়, সে ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার যদি এই মর্মে সন্তুষ্টু হন যে উক্ত উপজেলার অন্যান্য কেন্দ্রের ভোট গ্রহণের ফলাফল দ্বারা নির্বাচনের ফলাফল নিরূপিত হইয়াছে, তাহা হইলে বিধি ৩০ এর উপবিধি (২) অনুসারে উক্ত স্থগিত কেন্দ্রের পূনঃ ভোট গ্রহণ ব্যতিরেকে, তবে নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে, যে প্রার্থী সর্বাধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াছেন তাহাকে নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন।

(৫) ফরম ''ঞ'' তে একত্রীকৃত ভোট গণনার বিবরণী রির্টানিং অফিসার যথাযথভাবে সত্যায়িত করিয়া প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীদের কিংবা তাহাদের নির্বাচনী পোলিং এজেন্টদেরকে কপি প্রদান করিবেন।

(৬) রির্টানিং অফিসার কর্তৃক ভোট গণনার চূড়ান্ত ফলাফল ও প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীদের নাম-ঠিকানা প্রদর্শন পূর্বক ফরম ''ট'' তে পূর্ণাঙ্গ বিবরণী অনতিবিলম্বে প্রকাশ করিবেন।

৪১। মহিলা সদস্য নির্বাচনের ফলাফল একত্রীকরন ও ঘোষণা।- (১) মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, রিটার্নিং অফিসার ফরম ''জ১'' এ প্রদত্ত বৈধ ভোটের বিবরণী এবং ফরম ''ঝ১'' এ প্রদত্ত ব্যালট পেপারের হিসাব বিবরণী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদন্দবী প্রার্থী কিংবা তাহাদের নির্বাচন এজেন্টের উপস্থিতিতে প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীগণের প্রত্যেকের অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোটসমূহ, আপত্তিকৃত বৈধ ভোটসমুহ সমেত, মহিলা সদস্যের জন্য ফরম ''ঞ১'' তে একত্র করিবেন।

(২) সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে নির্বাচনযোগ্য মহিলা সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে যে প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী বা প্রার্থীগণের অনুকূলে সর্বাধিক ভোট প্রদত্ত হইয়াছে, সেই প্রার্থী বা প্রার্থীগণকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন।

(৩) মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, ভোট গণনার ফলাফল একত্রীকরণের পর যদি দেখা যায় যে, দুই বা ততোধিক প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর অনুকূলে সমান সংখ্যক ভোট প্রদত্ত হইয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাচনযোগ্য মহিলা সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে তাহাদের যে কোন একজনকে নির্বাচিত ঘোষণা করিতে হইবে, তবে রিটার্নিং অফিসার যেরুপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরুপ পদ্ধতিতে অবিলম্বে লটারির ব্যবস্থা করিবেন এবং লটারীর ফল যে প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর পক্ষে যায় সেই প্রার্থী সর্বাধিক সংখ্যক ভোট অর্জন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহাকে মহিলা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।

(৪) যে সকল প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী অথবা নির্বাচনী এজেন্ট উপস্থিত থাকিবেন কেবলমাত্র তাহাদের উপস্থিতিতে লটারীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। রিটার্নিং অফিসার লিখিতভাবে লটারীর কার্যবিবরণী রেকর্ড করিবেন এবং তথায় সাক্ষী হিসাবে প্রার্থীগণের অথবা তাহাদের নির্বাচনী এজেন্টের স্বাক্ষর লইবেন এবং মহিলা সদস্যদের ক্ষেত্রে ফরম ''ঞ১'' এ লটারীর ফলাফল লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৫) মহিলা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে, যদি একাধিক ভোট কেন্দ্র থাকে এবং বিধি ৩০ এর উপ-বিধি (১) এর অধীনে যদি কোন ভোট কেন্দ্রের নির্বাচন বন্ধ ঘোষিত হয়, সে ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে উক্ত উপজেলার অন্যান্য কেন্দ্রের ভোট গ্রহণের ফলাফল দ্বারা নির্বাচনের ফলাফল নিরূপিত হইয়াছে, তাহা হইলে বিধি ৩০ এর উপবিধি (২) অনুসারে উক্ত স্থগিত কেন্দ্রের পূনঃ ভোট গ্রহণ ব্যতিরেকে, তবে নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে, যে প্রার্থী বা প্রার্থীগণ সর্বাধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াছেন তাহাকে বা তাহাদিগকে নির্বাচিত ঘোষণা করিবেন।

(৬) ফরম ''ঞ১'' এ একত্রীকৃত ভোট গণনার বিবরণী রির্টানিং অফিসার যথাযথভাবে সত্যায়িত করিয়া প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীদের কিংবা তাহাদের নির্বাচনী এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টদের কপি প্রদান করিবেন।

(৭) রির্টানিং অফিসার কর্তৃক ভোট গণনার চূড়ান্ত ফলাফল ও প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীদের নাম-ঠিকানা প্রদর্শন পূর্বক ফরম ''ট'' তে পূর্ণাঙ্গ বিবরণী অনতিবিলম্বে প্রকাশ করিবেন।

৪২&। ফলাফল প্রকাশ।- নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্বাচিত বলিয়া ঘোষিত চেয়ারম্যান এবং মহিলা সদস্য প্রার্থীরদের নাম ও ঠিকানা সম্বলিত তথ্যুটচ তে নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করিবেন; এবং নির্বাচন কমিশন উহা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করাইবেন।

৪৩। দলিলপত্র সংরক্ষণ।- নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, রির্টানিং অফিসার বিধি ৩৯ ও ৪০ এর অধীন তৎকর্তৃক প্রাপ্ত প্রস্তুতকৃত দলিলাদি সংরক্ষণ করিবেন।

৪৪। দলিলাদি পরিদর্শন ও অনুলিপি প্রদান।- (১) ব্যালট পেপার ব্যতীত বিধি ৪৩ এর অধীন রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক সংরক্ষিত সকল দলিলাদি, প্রত্যেক দলিল বাবদ পাঁচ টাকা প্রদান করা হইলে, পরিদর্শনের জন্য অফিস চলাকালে উন্মুক্ত থাকিবে এবং উপ-বিধি (২) সাপেক্ষে উহার অনুলিপি প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লেখিত দলিলাদির অনুলিপি গ্রহনের পূর্বে উহার প্রতি একশত শব্দ বা উহার ভগ্নাংশ বাবদ পাঁচ টাকা প্রদান করিতে হইবে।

(৩) দলিলাদি পরিদর্শন বা অনুলিপি সরবরাহের দরখাস্তের সংগে প্রয়োজনীয় মুল্যের কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্প থাকিতে হইবে।

৪৫। কাগজ পত্রের ব্যবস্থাপনা।- নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার তারিখ হইতে তিন মাস অতিবাহিত হইলে, অথবা বিধি ৫০ এর অধীন কোন নির্বাচনী দরখাস্ত পেশ করা হইলে, তাহা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তির পর যথাশীঘ্র সম্ভব, নির্বাচন কমিশন যেরুপে নির্দেশ দিবেন সেইরুপ পদ্ধতিতে বিধি ৪৩ এর অধীন সংরক্ষিত দলিলপত্রের ব্যবস্থাপনা করা হইবে।

তৃতীয় ভাগ

নির্বাচনী ব্যয়

৪৬। নির্বাচনী ব্যয়ের সংজ্ঞা।- "নির্বাচনী ব্যয়" অর্থ পচারপত্র বা যে কোন প্রকাশনার মাধ্যমে অথবা অন্য কোনভাবে ভোটারগণের নিকট কোন প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর অভিমত, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য উপস্থাপনের জন্য ব্যয়িত অর্থসহ তাহার নির্বাচন পরিচালনার জন্য উপহার, ঋণ, অগ্রিম, জমা বা অন্য যে কোনভাবে পরিশোধিত অর্থ, তবে এই সংজ্ঞায় বিধি ১৪ এর অধীন প্রদত্ত জামানত অন্তর্ভূক্ত হইবে না।

৪৭। সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয় এবং উৎসের বিবরণী।- (১) প্রার্থীতা প্রত্যাহরের দিনের পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী তাহার নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত তথ্যসমুহ প্রদর্শনপূর্বক ফরম "ঠ" তে একটি বিবরণী রিটার্নিং অফিসার নিকট দাখিল করিবেন, যথাঃ-

(ক) নিজ আয় হইতে যে অর্থের সংস্থান করা হইবে এবং উক্ত আয়ের উৎস;

(খ) নিজ আত্নীয় স্বজনের নিকট হইতে কর্জ বা তাহাদের স্বেচ্ছা প্রদত্ত চাঁদা বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ এবং তাহাদের আয়ের উৎস;

(গ) কোন প্রতিষ্ঠান অথবা অন্য কোন সংস্থা হইতে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদা বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ;

(ঘ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ।

ব্যাখ্যাঃ এই উপ-বিধিতে " আত্নীয়স্বজন" বলিতে স্বামী, স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভাই, এবং বোন বুঝইবে।

(২) প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী উপ-বিধি (১) এর বিররণীর সহিত ফরম "ড" তে তাহার সম্পত্তি, দায়-দেনা এবং আয়-ব্যয় এর একটি বিবরণী এবং উহার সহিত তিনি যদি আয়কর পরিশোধ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহার সর্বশেষ আয়কর রিটার্ণের একটি কপি দাখিল করিবেন।

(৩) রিটার্নিং অফিসারের নিকট উপ-বিধি (১) এর অধীনে দাখিলকৃত বিবরণীর অনুলিপি এবং উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত রিটার্ণের অনুলিপি রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনের বরাবরে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) যদি প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী উপ-বিধি (১) এর অধীনে দাখিলকৃত বিবরণীতে বর্ণিত উৎস সমুহের বাহিরে অন্য কোন উৎস হইতে অর্থ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি এইরুপ অর্থ প্রাপ্তির ৩ (তিন) দিনের মধ্যে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ এবং উহার উৎস সম্পর্কে একটি সম্পুরক বিররণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন এবং একই সংগে উক্ত বিবরণীর অনুলিপি রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনের বরাবরেও প্রেরণ করিবেন।

৪৮। নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা।- (১) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (২) এবং (৩) এ উল্লিখিত ব্যয় সীমার অতিরিক্ত কোন অর্থ একজন প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের ব্যাপারে পরিশোধ করিতে পারিবেন না।

(২) একজন প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত প্রার্থীর নির্বাচন বাবদ কোন অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন না;

তবে শর্ত থাকে যে-

(ক) একজন প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী তাহার নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত খরচ বাবদ, চেয়ারম্যান নির্বাচনে অনধিক ১০,০০০ (দশহাজার) টাকা এবং মহিলা-সদস্য নির্বাচনে অনধিক ১,০০০ (এক হাজার) টাকা, ব্যয় করিতে পারিবেন;

(খ) কোন ব্যক্তি নিদিষ্ট অর্থ খরচ করার জন্য নির্বাচনী এজেন্টের নিকট হইতে লিখিতভবে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে তিনি উক্ত অর্থ মনোহারী দ্রব্যদি ও ডাকটিকিট ক্রয়, টেলিগ্রাম ও অন্যান্য ছোট খাটো খরচ বাবদ ব্যয় করিতে পারিবেন।

(৩) একজন প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যায়, চেয়ারম্যান নির্বাচনে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা এবং মহিলা সদস্য নির্বাচনে ৫,০০০ (পাচঁ হাজার) টাকার অধিক হইবে না; তবে উক্ত ব্যয়ের মধ্যে উপ-বিধি (২) এর শর্তাংশে উল্লিখিত ব্যক্তিগত খরচ অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(৪) উপ-বিধি (২) অথবা (৩) এ উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ অথবা উক্ত অর্থের কোন অংশ নিম্নবর্ণিত কোন কাজে ব্যবহার করা যাইবে নাঃ-

(ক) এক রঙের অধিক রং ব্যবহার করিয়া পোষ্টার ছাপানো; অথবা

(খ) আমদানীকৃত কাগজ ব্যবহার করিয়া পোষ্টার অথবা অন্য যে কোন প্রচারপত্র ছাপানো; অথবা

(গ) কোন গেট অথবা তোরণ নির্মাণ; অথবা

(ঘ) ৪০০ বর্গ ফুটের অধিক জায়গায় উপর কোন প্যান্ডেল স্থাপন; অথবা

(ঙ) কাপড় ব্যবহার করিয়া ব্যানার তৈরী; অথবা

(চ) একই সময়ে একই ইউনিয়নে একাধিক, এবং পৌরসভার একটি ওয়ার্ডে একাধিক শব্দযন্ত্র অথবা লাউড স্পীকার ব্যবহার; অথবা

(ছ) ভোটগ্রহনের জন্য নির্বারিত তারিখের তিন সপ্তাহের পুর্ববর্তী কোন দিনে কোন উপায়ে নির্বাচনী প্রচারণা আরম্ভ; অথবা

(জ) প্রতি ইউনিয়নে বা পৌরসভার ক্ষেত্রে প্রতি ওয়ার্ডে তিন এর অধিক নির্বাচনী ক্যাম্প অথবা অফিস স্থাপন; অথবা

(ঝ) শোভাযাত্রা বাহির করিবার নিমিত্ত কোন স্থলযান বা নৌযান ব্যবহার; অথবা

(ঞ) বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে আলোকসজ্জা; অথবা

(ট) এক রঙের অধিক কোন প্রতীক অথবা প্রার্থীর প্রতিকৃতি ব্যবহার; অথবা

(ঠ) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আকার অপেক্ষা বৃহত্তর আকারের নির্বাচনী প্রতীক প্রদর্শন।

(৫) নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইবার পনের দিনের মধ্যে প্রার্থীর ব্যক্তিগত খরচের হিসাব এবং উপ-বিধি (২) এর অধীন কোন ব্যক্তি কোন অর্থ পরিশোধ করিয়া থাকিলে তিনি উহার পরিমাণ এবং পরিশোধের বর্ণনাসম্বলিত একটি বিবরণী নির্বাচনী এজেন্টের নিকট প্রেরণ করিবেন।

৪৯। নির্বাচনী এজেন্ট কর্তৃক নির্বাচনী ব্যায়ের বিবরণী দাখিল।- (১) বিধি ৪২ এর অধীনে নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশিত হইবার তিরিশ দিনের মধ্যে প্রত্যেক নির্বাচনী এজেন্ট ফরম ''ঢ'' তে নির্বাচন ব্যয়ের একটি বিবরণী রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন; উক্ত বিবরণীতে নিম্নলিখিত বিষয়সমুহ অন্তর্ভুক্ত ও সংযুক্ত থাকিবে-

(ক) প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের দিন হইতে তিনি প্রত্যেক দিন যে অর্থ পরিশোধ করিয়াছেন উহার বিবরণীসহ পরিশোধিত অর্থের সপক্ষে বিল, রসিদ এবং ভাউচার;
(খ) প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর ব্যক্তিগত খরচ যদি থাকে এর পরিমাণ এবং বিবরণ;
(গ) নির্বাচনী এজেন্ট জ্ঞাত আছেন এমন সকল বিতর্কিত দাবীর বিবরণ;
(ঘ) নির্বাচনী এজেন্ট জ্ঞাত আছেন এমন সকল অপরিশোধিত দাবীর বিবরণ;
(ঙ) প্রত্যেক উৎসের নাম নির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক নির্বাচন ব্যয়ের উদ্দেশ্যে যে কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ এবং উক্ত প্রাপ্তির স্বপক্ষে প্রমাণাদিসহ বিবরণ।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীনে দাখিলকৃত বিবরণীর সহিত প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী অথবা তাহার নির্বাচনী এজেন্ট ফরম ''ণ'' বা ফরম ''ণ-১'' বা ফরম ''ণ-২'' তে একটি হলফনামা দাখিল করিবেন;

(৩) নির্বাচনী এজেন্ট উপ-বিধি (১) অনুযায়ী বিবরণী এবং উপ-বিধি (২) অনুযায়ী এফিডেভিট রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিবার সময় উক্ত বিবরণী এবং এফিডেভিটের অনুলিপি রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনের বরাবরেও প্রেরণ করিবেন।

–

চতুর্থ ভাগ

নির্বাচনী বিরোধ

৫০। নির্বাচনী দরখাস্ত - (১) উপ-বিধি (২) এর অধীন দাখিলকৃত নির্বাচনী দরখাস্ত ব্যতীত কোন নির্বাচন সম্পর্কে কোন আদালতে বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোনরুপ প্রশ্ন উত্থাপন করা চলিবে না।

(২) যে কোন প্রার্থী তিনি যে নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন সেই নির্বাচন সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করিয়া নির্বাচন ট্রাইব্যুনালে দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

৫১। নির্বাচনী দরখাস্তের পক্ষগন।- কোন প্রার্থী তাহার দায়েরকৃত নির্বাচনী দরখাস্তে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে বিবাদী হিসাবে পক্ষভুক্ত করিতে পারেন, যথা-

(ক) সকল প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী; এবং

(খ) অন্য যে কোন প্রার্থী যাহার বিরুদ্ধে কোন দুর্নীতিমুলক বা বেআইনী আচরণের অভিযোগ দরখাস্তে আনা হইয়াছে।

ব্যাখ্যাঃ- এই বিধিতে, " দূর্নীতিমূলক বা বেআইনী আচরণ" অর্থ এই বিধিমালার পঞ্চম ভাগের তাৎপর্যাধীন "দূর্নীতিমূলক বা বেআইনী আচরণ"।

৫২। নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ।- (১) নির্বাচনী দরখাস্ত বিচারের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা, উক্ত প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত এলাকার জন্য একজন সাব-জজ বা তদুর্ধ পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে নির্বাচন-ট্রাইব্যুনাল নিযুক্ত করিবেন।

(২) বিধি ৬২ এর অধীনে দায়েরকৃত নির্বাচনী আপীল নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন উপ-বিধি (১) এর অধীনে প্রজ্ঞাপন প্রকাশের সময় এবং উহাতে বর্ণিত এলাকার জন্য জেলা জজ পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় একজন কর্মকর্তাকে নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ করিবে।

(৩) যে ব্যক্তিকে লইয়া ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে সেই ব্যক্তির স্থলে অন্য কোন ব্যক্তি স্থলাভিষিক্ত হইলে, স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির সমক্ষে নির্বাচনী দরখাস্ত বা আপীলের উপর বিচারকার্য চলিতে থাকিবে এবং ইতিপূর্বে রেকর্ডকৃত যে কোন সাক্ষ্য রেকর্ডভুক্ত থাকিবে, এই ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে পরীক্ষাকৃত কোন সাক্ষীকে পুনরায় পরীক্ষা করার প্রয়োজন হইবে না।

৫৩। নির্বাচনী দরখাস্ত বা আপীল বদলীকরণের ক্ষমতা।- নির্বাচন কমিশন নিজ উদ্যোগে অথবা পক্ষগণের কোন এক পক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে পেশকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে যে কোন পর্যায়ে একটি নির্বাচনী দরখাস্ত এক ট্রাইব্যুনাল হইতে অন্য ট্রাইব্যুনালে অথবা একটি আপীল ট্রাইব্যুনাল হইতে অপর একটি আপীল ট্রাইব্যুনালে বদলী করিতে পারিবে এবং যে ট্রাইবুন্যলে বা আপীল ট্রাইব্যুনালে তাহা এইরুপে বদলী করা হয় সেই ট্রাইবুন্যাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল উক্ত দরখাস্ত বা আপীল যে পর্যায়ে বদলী করা হইয়াছে সেই পর্যায় হইতে উহার বিচারকার্য চালাইয়া যাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাচনী দরখাস্ত যে ট্রাইবুন্যালে বদলী করা হইয়াছে সেই ট্রাইবুন্যাল উপযুক্ত মনে করিলে ইতিপুর্বে পরিক্ষীত কোন সাক্ষীকে পুনরায় তলব বা পুনরায় পরীক্ষা করিতে পরিবে এবং অনুরুপভাবে আপীল ট্রাইব্যুনাল এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

৫৪। দরখাস্ত পেশকরণ পদ্ধতি।- (১) নির্বাচিত প্রার্থীগণের নাম বিধি ৪২ এর অধীন সরকারী গেজেটে প্রকাশের পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে ট্রাইবুন্যাল সমীপে নির্বাচনী দরখাস্ত পেশ করিতে হইবে।

(২) নির্বাচনী দরখাস্ত প্রার্থী স্বয়ং কিংবা তাহার যথাযথ কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ট্রাইবুন্যালে পেশ করিতে পারিবেন।

(৩) বিধি (১) এর অধীনে প্রত্যেকটি দরখাস্তের সাথে, উক্ত দরখাস্তের খরচ বাবদ জামানত হিসাবে সরকারী ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে অথবা যে কোন অফসিলী ব্যংকের কোন শাখায় রিটার্নিং অফিসারের অনুকুলে "৬/১০৫১/০০০০/ ৮৪৭৩" খাতে ১০০০ (এক হাজার) টাকা জমা করা হইয়াছে মর্মে একটি রশিদ থাকিতে হইবে।

(৪) নির্বাচন ট্রাইবুন্যাল নির্বাচনী দরখাস্ত বিচারকালে যে কোন সময়ে, দরখাস্তকারীকে জামানত হিসাবে অতিরিক্ত অর্থজমা করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত অর্থও উপ-বিধি (৩) এ বিধৃত পদ্ধতিতে দরখাস্তকারী জমা করিবেন; এবং নির্বাচনী দরখাস্ত চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পর রিটার্নিং অফিসার, ট্রাইবুন্যাল কর্তৃক নির্ধারিত খরচ কর্তনের পর অবশিষ্ট অর্থ ফেরত প্রদান করিবেন।

(৫) নির্বাচনী দরখাস্ত পেশ করিবার কারণ এবং প্রাথিত প্রতিকার স্পষ্টরুপে ও সংক্ষিপ্ত আকারে নির্বাচনী দরখাস্তে উল্লেখ করিতে হইবে।

৫৫। প্রতিকার।- দরখাস্তকারী প্রতিকার হিসাবে নিম্নবর্ণিত যে কোন ঘোষণা ও নির্দেশ দাবী করিতে পারিবেন, যথাঃ-

(ক) কোন নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন বাতিলযোগ্য এবং দরখাস্তকারী বা অন্য কোন প্রার্থী যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন;
(খ) নির্বাচনটি সামগ্রিকভাবে বাতিল এবং সামগ্রিকভাবে পুনঃ নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ;
(গ) কোন নির্দিষ্ট এক বা একাধিক ভোট কেন্দ্রের ফলাফল বাতিল এবং উক্ত কেন্দ্রে বা কেন্দ্রসমূহে জন্য পুণঃ নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ, যদি উক্ত এক বা একাধিক কেন্দ্রের ফলাফলের উপর নির্বাচনের সামগ্রিক ফলাফল নির্ভরশীল হয়।

৫৬। দরখাস্ত স্বাক্ষর ও সত্যায়ন।- প্রত্যেকটি নির্বাচনী দরখাস্ত দরখাস্তকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে এবং তাহা Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন কোন Plaint সত্যায়নের জন্য ব্যবস্থিত পদ্ধতিতে সত্যায়িত হইতে হইবে।

৫৭। ট্রাইবুন্যালের অনুসরণীয় পদ্ধতি।- এই বিধিমালার বিধানাবলী সাপেক্ষে, প্রত্যেকটি নির্বাচনী দরখাস্ত, Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন যে পদ্ধতিতে মোকদ্দমা বিচার করা হয়, যতদূর সম্ভব, উহার অনুরুপ পদ্ধতি মোতাবেক বিচার করা হইবে।

তবে শর্ত থাবে যে, ট্রাইবুন্যাল-

(ক) কোন সাক্ষীর জবানবন্দী চলাকালে তৎপ্রদত্ত বক্তব্য বা সাক্ষ্য সম্পূর্ন লিপিবদ্ধ না করিয়া উহার সারমর্ম লিপিবদ্ধ করিবে; যদিনা কোন সাক্ষীর পূর্ণ সাক্ষ্য গ্রহণের বিশেষ কারণ রহিয়াছে বলিয়া উহা বিবেচনা করে; এবং

(খ) কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারে, যদি উহা বিবেচনা করে যে, তাঁহার সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ নহে অথবা বিচারকার্য বিলম্বিত করার অভিপ্রায়ে কোন তুচ্ছ কারণে তাঁহাকে (সাক্ষাদানের জন্য) ডাকা হইয়াছে।

৫৮। ট্রাইবুন্যালের ক্ষমতা।- Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন কোন মোকদ্দমার বিচারকারী দেওয়ানী আদালতের যাবতীয় ক্ষমতা একটি ট্রাইবুনালের থাকিবে এবং উহা Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর section 480 ও 482 এর তাৎপর্যাধীন একটি দেওয়ানী আদালত বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৯। দরখাস্ত বিচার করা।- (১) ট্রাইবুন্যাল কোন নির্বাচনী দরখাস্ত পাইলে তৎসম্পর্কে সকল বিবাদীকে নোটিশ প্রদান করিবে।

(২) ট্রাইবুন্যাল, দরখাস্তকারীকে এবং হাজিরাদানকারী বিবাদীগনকে, যদি কেহ থাকেন, শুনানীর সুযোগ প্রদান এবং প্রদত্ত সাক্ষ্য গ্রহনের পর উহার বিবেচনায় যথোপুযক্ত আদেশ দিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাবে যে ট্রাইবুন্যাল কোন নির্বাচিত প্রার্থীর নির্বাচন কিংবা সামগ্রিকভাবে কোন নির্বাচন বা নির্দিষ্ট ভোট কেন্দ্রের নির্বাচন ফলাফল বাতিল ঘোষণা করিবে না, যদিনা ট্রাইবুন্যাল এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক এই বিধিমালা পালনে ব্যর্থতা হেতু বা উহা লঙ্ঘনের কারণে নির্বাচনের ফলাফল গুরুতরভবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

৬০। নির্বাচন আপীল দায়ের এবং আপীল ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ইত্যাদি। - (১) কোন নির্বাচনী দরখাস্ত নিষ্পত্তির বিষয়ে ট্রাইব্যুনাল কোন চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিলে, উক্ত আদেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে, নির্বাচনী দরখাস্তের পক্ষভূক্ত সংক্ষুব্দ ব্যক্তি বা তাহার নিকট হইতে লিখিত ভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(২) নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল কোন নির্বাচনী দরখাস্ত নিষ্পত্তির ব্যাপারে যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন, সেই সকল ক্ষমতাসহ Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীনে একটি দেওয়ানী আপীল আদালত কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা আপীল ট্রাইব্যুনালের থাকিবে এবং উহা এই বিধিমালার বিধান সাপেক্ষে উক্ত Code এর বিধৃত পদ্ধতি যথাসম্ভব অনুসরন করিবে।

৬১। নির্বাচনী দরখাস্ত ও আপীল প্রত্যাহার ও বাতিল।- (১) নির্বাচনী দরখাস্ত বা নির্বাচন আপীলের বিচার চলাকালে যে কোন সময়ে দরখাস্তকারী বা আপীলকারী বা তাহারর নিকট হইতে লিখিত ভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি উহা প্রতাহার করিয়া লইতে পারে।

(২) দরখাস্তকারী বা আপীলকারীর মৃত্যু হইলে যথাক্রমে নির্বাচনী দরখাস্ত বা নির্বাচন আপীল বাতিল হইয়া যাইবে এবং উহার অরবির পনর্বহাল করা যাইবেনা।

৬২। খরচ।- ট্রাইবুন্যাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল এই বিধি মালার অধীনে কোন চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করিলে খরচ সম্পর্কে উহার বিবেচনামত যথোপযুক্ত আদেশও দিতে পারে এবং যেক্ষেত্রে উক্তরুপ খরচ দরখ্যস্তকারী কর্তৃক প্রদেয় হয় সেই ক্ষেত্রে যতদুর সম্ভব, দরখাস্তকারী কর্তৃক জমাকৃত জামানত হইতে উক্ত খরচ পরিশোধ করা হইবে; এবং যদি দরখ্যস্তকারী কর্তৃক প্রদেয় কোন খরচ ট্রাইবুন্যালের আদেশের ষাট

দিনের মধ্যে দাবী করা না হয় তাহা হইলে জামানত হিসাবে জমাকৃত সমুদয় অর্থ, আবেদনক্রমে, দরখাস্তকারীকে অথবা তাঁহার আইনানুগ প্রতিনিধিকে ফেরত প্রদান করা হইবে।

পঞ্চম ভাগ

অপরাধ, দন্ড এবং পদ্ধতি

৬৩। দুর্নীতিমূলক আচরণ।- (১) কোন ব্যক্তি অনধিক ৭(সাত) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে এবং তদুপরি অর্থদন্ডে দন্ডনীয় দুর্নীতিমূলক আচরণের দায়ে দোষী হইবেন, যদি তিনি-

(ক) উৎকোচ গ্রহণ, ছদ¥বেশ ধারণ অথবা অসংগত প্রভাব খাটাইবার দায়ে দোষী হন; অথবা

(খ) প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী কর্তৃক বিধি ৪৭ এর অধীন দাখিলকৃত বিবরণী বা সম্পূরক বিবরণীতে উল্লেখিত উৎস ব্যতিরেকে অন্য কোন উৎস হইতে নির্বাচনের ব্যয় নির্বাহ করিয়া থাকেন; অথবা

(গ) বিধি ৪৮ বা বিধি ৪৯ এর কোন বিধান লংঘন করিয়া থাকেন; অথবা

(ঘ) অপর কোন প্রার্থীর নির্বাচনে উৎসাহ দান বা নির্বাচন সুগম করার ডুদ্দেশ্যে কোন প্রার্থীর বা তাহার কোন আত্মীয় স্বজনের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে এইরুপ মিথ্যা বিবৃতি দান বা প্রকাশ করেন যাহা শেষোক্ত প্রার্থীর নির্বাচনকে ক্ষতিকরভাবে প্রভাবিত করে বা করিতে পারে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, বিবৃতিটি সত্য বলিয়া তাহার বিশবাস করার কারণ ছিল এবং তিনি তদ্রুপ বিশবাস করিয়াছিলেন; অথবা

(ঙ) কোন প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর প্রতীক সম্পর্কে উক্ত প্রতীক উক্ত প্রার্থীকে বরাদ্দ করা হউক বা না হউক, মিথ্যা বিবৃতি দান বা প্রকাশ করেন ; অথবা

(চ) কোন প্রার্থীর প্রার্থীপদ প্রত্যাহার সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতি দান বা প্রকাশ করেন; অথবা

(ছ) কোন প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী কোন বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায় জাতি, বর্ণ, ধর্মীয় গোষ্ঠী বা গোত্রভক্ত হওয়ার কারণে তাহার পক্ষে ভোট দান বা তাহাকে ভোট দান হইতে বিরত থাকার জন্য কোন ব্যক্তিকে আহবান জানান বা প্ররোচিত করেন ; অথবা

(জ) কোন প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীকে সমর্থন দান করা বা তাহার বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে, নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে ব্যতীত, ভোট কেন্দ্রে বা ভোট কেন্দ্র হইতে কোন ভোটার আনা-নেওয়ার জন্য কোন যানবাহন বা নৌযান ভাড়া দেন, ধার দেন, নিয়োজিত করেন, ভাড়া করেন, ধার নেন বা ব্যবাহার করেন-

(অ) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি নিজেকে বা তিনি যেই পরিবারভূক্ত সেই পরিবারের কোন সদস্য ভোট কেন্দ্রে বা ভোট কেন্দ্র হইতে আনা-নেওয়া করেন ;

(আ) যেক্ষেত্রে ভোটার নিজেকে বা কতিপয় ভোটার নিজেদেরকে ভোট কেন্দ্রে বা ভোট কেন্দ্র হইতে আনা-নেওয়া করেন ; অথবা

(ঝ) ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত ও ভোট দেওয়ার জন্য অপেক্ষমান কোন ব্যক্তিকে ভোট না দিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য করেন বা করার উদ্যোগ নেন।

৬৪। বেআইনী আচরণ।- কোন ব্যক্তি অনধিক ৭(সাত) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে এবং তদুপরি অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় বেআইনী আচরণের দায়ে দোষী হইবেন, যদি তিনি-

(ক) কোন প্রার্থীর নির্বাচন তরান্বিত বা ব্যাহত করার জন্য প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির বা নির্বাচন পরিচালনাকারী রিটার্নিং আফিসার, সহকারী রির্টানিং অফিসার

প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসারকে বিধিবর্হিভূত সহায়তা লাভ বা অর্জন করেন বা করার চেষ্ট করেন; অথবা

(খ) ভোটদানের জন্য যোগ্য না হন বা অযোগ্য বলিয়া জানা সত্তে্ও কোন নির্বাচনে ভোটদান করেন বা ভোটদানের উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করেন; অথবা

(গ) একই ভোট কেন্দ্রে একাধিকবার ভোট দেন অথবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করেন; অথবা

(ঘ) একই নির্বাচনে একাধিক ভোট কেন্দ্রে ভোট দেন অথবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করেন; অথবা

(ঙ) ভোট গ্রহণ চলাকালে ভোট কেন্দ্র হইতে ব্যালট পেপার সরাইয়া ফেলেন; অথবা

(চ) জ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তিকে উপরি-উক্ত যে কোন কার্য করিতে প্ররোচিত বা সহয়তা করেন; অথবা

(ছ) সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত নির্বাচন আচরন বিধিমালার কোন বিধি লংঘন করেন।

৬৫। উৎকোচ।- কোন ব্যক্তি অনধিক ৭(সাত) বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে এবং তদুপরি অর্থদন্ডে দন্ডনীয় উৎকোচ গ্রহণের দায়ে দোষী হইবেন, যদি তিনি নিজে কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে -

(ক) কোন নির্বাচনে ভোট দান করা বা ভোট দানে বিরত থাকা অথবা প্রার্থী হইতে কিংবা তাহা হইতে বিরত থাকার কারণে উৎকোচ গ্রহণ করেন বা করিতে সম্মত হন বা চুক্তিবদ্ধ হন; অথবা

(খ) কোন ব্যক্তিকে নিম্নরুপ উদ্দেশ্যে কোন উৎকোচ দেন, দেওয়ার প্রস্তাব করেন বা প্রতিশ্রুতি দেন, যথা-

(অ) অন্য কোন ব্যক্তিকে কোন নির্বাচনে প্রার্থী হইতে বা উহা হইতে বিরত রাখা, বা কোন ভোটারকে কোন নির্বাচনে ভোট দিতে বা দেওয়া হইতে বিরত রাখা, বা কোন প্রার্থীকে কোন নির্বাচন হইতে প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করার জন্য প্ররোচিত করা ; অথবা

(আ) কোন ব্যক্তিকে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য বা উহা হইতে বিরত থাকার কারণে, বা কোন ভোটারকে কোন নির্বাচনে ভোট দেওয়া হইতে বিরত থাকার কারণে, বা কোন প্রার্থীকে কোন নির্বাচনে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করার কারণে পুরস্কৃত করা।

ব্যাখ্যা।- এই বিধিতে "উৎকোচ" বলিতে আর্থিক বা অর্থে নিরুপণযোগ্য উৎকোচ অথবা আনুতোষিকের বিনিময়ে সর্ববিধ আপ্যায়ন বা নিযুক্তি অন্তর্ভূক্ত।

৬৬। ছদ¥াবেশ ধারণ।- কোন ব্যক্তি ছদ¥বেশ ধারণের দা..য় দোষী হইবেন যদি তিনি কোন জীবিত বা মৃত বা কাল্পনিক ব্যক্তির ছদ¥বেশে অন্য কোন ব্যক্তিরুপে ভোট দেন, বা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যালট পেপারের জন্য আবেদন করেন।

৬৭। অসংগত প্রভাব।- কোন ব্যক্তি অসংগত প্রভাবের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইবেন, যদি -

(ক) তিনি কোন ব্যক্তিকে কোন নির্বাচনে ভোট দান করিতে বা উহা হইতে বিরত থাকিতে অথবা নির্বাচনের প্রার্থীতা হইতে বা প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিতে প্ররোচিত বা বাধ্য করার উদ্দেশ্যে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে তিনি নিজে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে -

(অ) কোন প্রকার শক্তি প্রয়োগ, ত্রাস বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন বা ভীতি প্রদর্শন করেন;

(আ) কোন জখম, ক্ষতি, অনিষ্ট বা লোকসান ঘটান বা ঘটাইবার ভীতি প্রদর্শন করেন; অথবা

(ই) কোন সাধু বা পীরের দৈব অভিশাপ কামনা করেন বা করার ভীতি প্রদর্শন করেন;

(ঈ) কোন ধর্মীয় দন্ড প্রদান করেন বা করার ভীতি প্রদর্শন করেন ; অথবা

(উ) কোন সরকারী প্রভাব বা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবহার করেন ;

(খ) তিনি, কোন ব্যক্তি ভোট দেওয়ার বা ভোট দেওয়া হইতে বিরত থাকা বা প্রার্থী হওয়ার বা প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করার কারণে, দফা (ক) তে উল্লিখিত যে কোন কাজ করেন ;

(গ) তিনি, মনুষ্য অপহরণ, বলপ্রয়োগ বা কোন প্রতারণামূলক কৌশল বা ফন্দির সাহায্যে-

(অ) কোন ভোটার কর্তৃক তাহার ভোটাধিকার প্রয়োগের অসুবিধা সৃষ্টি বা বাধা দান করেন ; অথবা

(আ) কোন ভোটারকে ভোটু দান করিতে বা করা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য বা প্ররোচিত বা উদ্বুদ্ধ করেন।

ব্যাখ্যাঃ- এই বিধিতে ‘‘ক্ষতি’’ বলিতে সামাজিক ভৎর্সনা, একঘরেকরণ বা কোন বর্ণ বা সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কারও অন্তর্ভূক্ত হইবে।

৬৮। সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধকরণ।- (১) কোন ব্যক্তি ভোট গ্রহণ তারিখ শুরু হওয়ার (মধ্যরাত) পূর্ববর্তী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে উক্ত উপজেলার মধ্যে কোন জনসভা আহবান, অনুষ্ঠান বা উহাতে যোগদান করিবেন না অথবা কোন মিছিলের আয়োজন করিবেন না বা উহাতে যোগদান করিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-বিধি (১) এর বিধানাবলী লঙ্ঘন করিলে তিনি অন্যূন ২(দুই) বৎসর কিন্তু অনধিক ৭(সাত) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ডে অথবা অর্থ দন্ডে অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৬৯। ভোট কেন্দ্রে বা উহার নিকটে ক্যানভাস করা নিষিদ্ধ।- কোন ব্যক্তি অন্যূন ৬(ছয়) মাস কিন্তু অনধিক ৩(তিন) বৎসর কারাদন্ড এবং তদুপরি ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি, ভোট গ্রহনের দিনে ভোট কেন্দ্রের চারশত গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে, -

(ক) ভোটের জন্য ক্যানভাস করেন; অথবা

(খ) কোন ভোটারের নিকট ভোটের জন্য অনুরোধ করেন ; অথবা

(গ) নির্বাচনে কোন ভোটারকে কোন বিশেষ প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীকে ভোট দান না করার জন্য প্ররোচিত করেন; অথবা

(ঘ) রিটার্নিং অফিসারের বিনা অনুমতিতে, এবং ভোট কেন্দ্রের একশত গজ ব্যাসার্ধের বাহিরে কোন প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীকে ভোট প্রদানে উৎসাহিত করার জন্য পরিকল্পিতভাবে কোন নোটিশ বা সঙ্কেত দেন বা নিশান বা পতাকা প্রদর্শন করেন কিংবা ভোটারগণকে ভোট প্রদানে নিরুৎসাহিত করেন।

৭০। ভোট কেন্দ্রের নিকট উশৃঙ্খল আচরণ।- কোন ব্যক্তি অন্যূন ৬(ছয়) মাস কিন্তু অনধিক ৩(তিন) বৎসর কারাদন্ডে এবং তদুপরি অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি নির্বাচনের তারিখে-

(ক) ভোট কেন্দ্রের মধ্যে শ্রবণযোগ্য কোন পদ্ধতিতে কোন মাইক, গ্রাম্যফোন, মেগাফোন, লাউড-পীকার বা শব্দ পুনরুৎপাদন বা সম্প্রসারণের জন্য অন্যান্য যন্ত্র ব্যবহার করে, অথবা

(খ) ভোট কেন্দ্রের মধ্যে অবিরতভাবে শোনা যায় এইরুপে চিৎকার করিতে থাকে ;

(গ) এইরুপ কোন কাজ করেন-

(অ) যাহা ভোট কেন্দ্রে ভোট দানের জন্য আগত কোন ভোটারকে উত্যক্ত করেন বা বিরক্ত করেন ; অথবা

(আ) যাহা কোন ভোট কেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসারের কর্তব্য পালনে বা অন্য কোন ব্যক্তির দায়িত্ব পালনে বাধা দান করে ; অথবা

(ঘ) উপরিউক্ত যে কোন কার্য সম্পাদনে সহায়তা দান করেন।

৭১। কাগজপত্রে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা।- (১) উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কোন ব্যক্তি অন্যুন ৩(তিন) বৎসর কিন্তু অনধিক দশ বৎসর সশ্রম কারদন্ডে এবং তদুপরি অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি-

(ক) কোন মনোনয়পত্র, ব্যালট পেপার বা কোন ব্যালট পেপারে সরকারী চিহ্ন ইচ্ছাকৃত ভাবে বিকৃত বা নষ্ট করেন; অথবা

(খ) কোন ব্যালট পেপার ইচ্ছাকৃতভাবে ভোট কেন্দ্রের বাহিরে লইয়া যান কিংবা যে ব্যালট পেপারটি ব্যালট বাক্সে রাখিবার জন্য তাহাকে প্রদান করা হইয়াছে সেই ব্যালট পেপারটি ব্যতীত অন্য কোন ব্যালট পেপার ব্যালট বাক্সে রাখেন; অথবা

(গ) যথাযথ কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে -

(১) কোন ব্যক্তিকে কোন ব্যালট পেপার সরবরাহ করেন; বা

(২) নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোন ব্যালট বাক্স বা ব্যালট পেপারের প্যাকেট নষ্ট, গ্রহণ, উন্মুক্ত বা উহাতে প্রকারান্তরে হস্তক্ষেপ করেন ; বা

(৩) এই বিধিমালার বিধানাবলী অনুসারে সংযুক্ত কোন সীলমোহর ভাঙ্গিয়া ফেলেন অথবা

(ঘ) কোন ব্যালট পেপার বা সরকারী চিহ্ন জাল করেন; অথবা

(ঙ) নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার পর যে কার্য পদ্ধতি চালু, পরিচালনা বা সম্পূর্ণ করা প্রয়োজন উহাতে কোন বিলম্ব বা বাধা দান করেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার, বা পোলিং অফিসার বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা নির্বাচনে কর্তব্যরত কোন ব্যাক্তি যিনি উপ-বিধি (১) এর অধীনে কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে, তিনি অন্যুন তিন বৎসর কিন্তু অনধিক দশ বৎসর সশ্রম কারদন্ডে এবং তদুপরি তর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

৭২। ভোট গ্রহণের গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ।- কোন ব্যক্তি অন্যুন ১(এক) বৎসর কিন্তু অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারদন্ডে এবং তদুপরি অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি-

(ক) কোন ভোটারের ভোটদানে হস্তক্ষেপ করেন বা করার চেষ্টা করেন ;

(খ) যে প্রার্থীকে কোন ভোটার ভোট দিতে যাইতেছেন বা দিয়াছেন সেই প্রার্থী সম্পর্কে কোন ভোট কেন্দ্র হইতে যে কোন পন্থায় তথ্য সংগ্রহ করেন বা করার চেষ্টা করেন ; অথবা

(গ) যে প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীকে কোন ভোটার ভোট দিতে যাইতেছেন বা ভোট দিয়াছেন তার সম্পর্কে কোন ভোট কেন্দ্রে সংগৃহীত কোন তথ্য যে কোন সময়ে আদান প্রদান করেন।

৭৩। গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থতা।- যদি কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার অথবা কোন প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট বা ভোট গণনায় উপস্থিত কোন ব্যক্তি অন্যুন ১(এক) বৎসর কিন্তুু অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারদন্ডে এবং তদুপরি অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি-

(ক) ভোট গ্রহণের গোপনীয়তা রক্ষা করিতে অথবা রক্ষা করার জন্য সহযোগিতা করিতে ব্যর্থ হন ; অথবা

(খ) কোন আইনের দ্বারা ক্ষমতা প্রদত্ত কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত সরকারী চিহ্ন, গোপন চিহ্ন (কোড মার্ক) ইত্যাদি সম্পর্কে কোন তথ্য ভোট গ্রহণ বন্ধ হওয়ার পূর্বে কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করেন ; অথবা

(গ) কোন বিশেষ ব্যালট পেপারের মাধ্যমে যে প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীকে ভোট প্রদান করা হইয়াছে সেই ব্যালট পেপারের ভোট দাতা সম্পর্কে ভোট গণনার সময় বা পরবর্তীতে কোন তথ্য প্রকাশ করেন।

৭৪। সরকারী কর্মচারীগণ প্রার্থীগণের পক্ষে বা বিপক্ষে কাজ করিবেন না।- কোন রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার অথবা নির্বাচন সংক্রান্ত কর্তব্য সম্পাদনকারী অন্য কোন অফিসার বা ব্যাক্তি অথবা আইন শৃ[খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোন সদস্য অন্যুন ১(এক) বৎসর কিন্তুু অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারদন্ডে এবং তদুপরি অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি কোন নির্বাচন পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা অথবা কোন ভোট কেন্দ্রে শৃ[খলা রক্ষার দায়িত্বে নি..য়াজিত থাকিয়া-

(ক) কোন ব্যক্তিকে ভোট দানে প্ররোচিত করেন;
(খ) কোন ব্যক্তিকে এই বিধিমালার বিধান অনুসারে ব্যতীত ভোটদান হইতে বিরত রাখেন;
(গ) কোন ব্যক্তির ভোট দানকে যে কোন পন্থায় প্রভাবিত করেন; অথবা
(ঘ) নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে অন্য কোন কাজ করেন।

৭৫। নির্বাচন সম্পর্কিত সরকারী কর্তব্য ল[ঘন।- রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার অথবা এই বিধিমালা দ্বারা বা তদধীনে নিয়োজিত অনুরুপ কোন অফিসার বা ব্যাক্তি ১(এক) বৎসর কারদন্ডে বা অনধিক ৫০০০(পাঁচ হাজার) টাকা অর্থ দন্ডে কিংবা উভয় দন্ডনীয় হইবেন, যদি তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ন্যায় সংগত কারণ ব্যতিরেকে কোন কার্য করিয়া বা না করিয়া উক্তরুপ কোন সরকারী কর্তব্য ল[ঘন করেন।

৭৬। সরকারী কর্মচারীগণ কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহার।- প্রজাতন্ত্রের কর্মে বা নির্বাচনী কর্মকান্ডে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে তাহার সরকারী মর্যাদার অপব্যবহার করিলে অন্যুন ১(এক) বৎসর কিন্তুু অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসর কারদন্ডে এবং তদুপরি অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন

৭৭। কতিপয় পরিস্থিতিতে পুলিশের ক্ষমতা।- একজন পুলিশ কর্মকর্তা-

(ক) Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যাক্তিকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন, যদি উক্ত ব্যক্তি-

(অ) বিধি ৬৯ এর অধীন কোন অপরাধ করেন এবং সে কারণে যদি প্রিজাইডিং অফিসার তাহাকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন;

(আ) বিধি ৩২ এর বিধান অনুযায়ী ভোট কেন্দ্র হইতে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক অপসারিত হইবার পর ভোট কেন্দ্রে যে কোন অপরাধ করেন;

(খ) যে কোন নোটিশ, চিহ্ন, ব্যানার বা পতাকা সরাইয়া ফেলিতে পারেন, যদি উহা বিধি ৬৯ এর বিধান লংঘনক্রমে ব্যবহৃত হয়;

(গ) যে কোন যন্ত্রপাতি জব্দ করিতে পারিবেন, যদি উহা বিবি ৭০(ক) এর বিধান লংঘনক্রমে ব্যবহৃত হয়; এবং উক্ত লংঘন রোধকল্পে যুক্তিসংগত বলপ্রয়োগসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেও পারিবেন।

৭৮। কতিপয় মামলার মেয়াদ।- বিধি ৬৩ বা ৬৪ এর অধীন অপরাধের জন্য কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না, যদি না -

(ক) অপরাধটি সংঘটিত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে উক্ত মামলা দায়ের করা হইয়া থাকে; অথবা

(খ) যে নির্বাচনী অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে তাহা কোন নির্বাচনী দরখাস্ত সাপেক্ষ হইলে এবং কোন ট্রাইব্যুনাল উক্ত অপরাধ সঘটনের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদান করিয়া থাকিলে, উক্ত আদেশের তারিখের তিন মাসের মধ্যে উক্ত মামলা দায়ের করা হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ ভাগ

বিবিধ

৭৯। অসুবিধা দূরীকরণ। - এই বিধি মালায় কোন বিধানে অস্পষ্টতা থাকিলে উহা দূরীকরন বা উক্ত বিধান বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় আদেশ বা নির্দেশ দিতে পরিপত্র বা নির্দেশ জারী করিতে পারিবে।

৮০। ফরম ইত্যাদি সংশোধনসহ মূদ্রণ। - এই বিধি মালায় বিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন সাধারনভাবে বা বিশেষ পরিস্থিতি অনুসারে প্রথম তফসীলে বিধৃত ফরম প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ উহা মূদ্রণ করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

প্রথম তফসিল

ফরম 'ক'

[বিধি ১৩(৩) দ্রষ্টব্য]

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র

উপজেলা ..... জেলা .....

১। প্রার্থীর নাম:.....

২। প্রার্থীর পিতার/ স্বামীর নাম .....

৩। প্রার্থীর বাসস্থানের ঠিকানা .....

৪। প্রার্থী যে এলাকার ভোটার উহার নাম ও ভোটার নম্বর .....

৫। প্রস্তাবকের নাম ও ঠিকানা .....

.....

৬। প্রস্তাবক যে এলাকার ভোটার উহার নাম ও ভোটার নম্বর .....

৭। সমর্থকের নাম ও ঠিকানা .....

৮। সমর্থক যে এলাকার ভোটার উহার নাম ও ভোটার নম্বর .....

৯। প্রার্থী কর্তৃক পছন্দকৃত প্রতীক .....

১০। ১৪ (১) বিধি অনুসারে জমাকৃত টাকা ..... (অংকে)

.....(কথায়)

এর রশিদ/ট্রেজারী চালান/ব্যাংক রশিদ এই সংগে সংযোজন করা হইল।

১১। প্রস্তাবকের স্বাক্ষর অথবা টিপসহি এবং তারিখ .....

১২। সমর্থকের স্বাক্ষর অথবা টিপসহি এবং তারিখ .....

আমি উপরিউক্ত মনোনয়নে সম্মতি দান করিয়াছি এবং ঘোষণা করিতেছি যে আমি আপাততঃ প্রচলিত আইন অনুসারে উপরোক্ত উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হইবার অযোগ্য নহি।

তারিখঃ ....

প্রার্থীর স্বাক্ষর/ টিপসহি

(ফরম ক এর ২য় পৃষ্ঠা)

মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রত্যয়নপত্র

(রিটার্নিং অফিসার পূরণ করিবেন)

মনোনয়ন পত্রের ক্রমিক নম্বর ..... জেলার ..... উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানপদে নির্বাচনের জন্য প্রার্থী জনাব/ বেগম ..... এর মনোনয়নপত্র ..... তারিখে ..... ঘটিকায় আমার নিকট দাখিল করা হয়।

তারিখ ....

রিটার্ণিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

মনোনয়নপত্র বাছাই এর প্রতায়নপত্র

প্রার্থী, প্রস্তাবকারী এবং সমর্থকের যোগ্যতা যাচাই করিয়া আমি দেখিলাম যে, তাঁহারা চেয়ারম্যান নির্বাচনে যথাক্রমে প্রার্থী হইবার, মনোনয়নপত্র প্রস্তাব ও সমর্থন করিবার যোগ্য।

অথবা

আমি মনোনয়পত্রটি পরীক্ষা করিয়াছি। নিম্নলিখিত কারণে উহা প্রত্যাখান করা হইলঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

তারিখ ....

রিটার্ণিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

ক্রমিক নম্বর .....

প্রাপ্তি স্বীকারপত্র

.....জেলার .....উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যন নির্বাচন প্রার্থী জনাব/ বেগম..... এর মনোনয়ন পত্র .....তারিখে.....ঘটিকায় আমার নিকট দাখিল করা হয়। মনোনয়নপত্র বাছাই.....তারিখে ..... হইতে .....ঘটিকার মধ্যে ..... স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

তারিখ ....

রিটার্ণিং অফিসারের পূর্ণনাম ও স্বাক্ষর।

[বিঃদ্রঃ প্রাপ্তি স্বীকারপত্র মনোনয়নপত্র দাখিলকারীকে প্রদান করিতে হইবে]

ফরম 'ক১'

[বিধি ১৩(৩) দ্রষ্টব্য]

উপজেলা পরিষদে সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য নির্বাচন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র

উপজেলা ..... জেলা .....

১। প্রার্থীর নাম .....

২। প্রার্থীর পিতার/স্বামীর নাম .....

৩। প্রার্থীর বাসস্থানের ঠিকানা .....
.....

৪। প্রার্থী যে ইউনিয়ন পরিষদের বা পৌরসভার সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য/কমিশনার উহার নাম এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সমূহের নম্বর এরং ভোটার নম্বর .....
.....

৫। প্রস্তাবকের নাম ও ঠিকানা .....

৬। প্রস্তাবক যে ইউনিয়ন পরিষদের বা পৌরসভার সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য/কমিশনার উহার নাম এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সমূহের নম্বর এরং ভোটার নম্বর ....
.....

৭। সমর্থকের নাম ও ঠিকানা .....

৮। সমর্থকের যে ইউনিয়ন পরিষদের বা পৌরসভার সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য/কমিশনার উহার নাম এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সমূহের নম্বর এরং ভোটার নম্বর .....

৯। প্রার্থী কর্তৃক পছন্দকৃত প্রতীক .....

১০। ১৪ (১) বিধি অনুসারে জমাকৃত জামানতের টাকা..... (অংকে) .....(কথায়) টাকার রশিদ/ট্রেজারী চালান/ব্যাংক রশিদ এই সংগে সংযোজন করা হইল।

১১। প্রস্তাবকের স্বাক্ষর অথবা টিপসহি এবং তারিখ .....

১২। সমর্থনকর স্বাক্ষর অথবা টিপসহি এবং তারিখ .....

আমি উপরিউক্ত মনোনয়নে সম্মতি দান করিয়াছি এবং ঘোষণা করিতেছি যে আমি আপাততঃ প্রচলিত আইন অনুসারে উপরোক্ত উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য পদে নির্বাচিত হইবার অযোগ্য নহি।

তারিখঃ ....
প্রার্থীর স্বাক্ষর/ টিপসহি

(ফরম ক-১ এর ২য় পৃষ্ঠা)

মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রত্যয়নপত্র

(রিটার্নিং অফিসার পূরণ করিবেন)

মনোনয়ন পত্রের ক্রমিক সংখ্যা .....
.....জেলার .....উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনে মহিলা-সদস্যপদে নির্বাচন প্রার্থী বেগম ..... এর মনোনয়ন পত্র .....তারিখে ..... ঘটিকায় আমার নিকট দাখিল করা হয়।

তারিখ ....

রিটার্ণিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

মনোনয়নপত্র বাছাই এর প্রত্যয়নপত্র

প্রার্থী, প্রস্তাবকারী এবং সমর্থকের যোগ্যতা যাচাই করিয়া আমি দেখিলাম যে, উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনে মহিলা-সদস্য নির্বাচনে যথাক্রমে প্রার্থী হইবার, মনোনয়নপত্র প্রস্তাব ও সমর্থন করিবার যোগ্য।

অথবা

আমি মনোনয়পত্রটি পরীক্ষা করিয়াছি। নিম্নলিখিত কারণে উহা প্রত্যাখান করা হইলঃ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

তারিখ ....

রিটার্ণিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

ক্রমিক নং .....

প্রাপ্তি স্বীকারপত্র

.....জেলার ..... উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনে মহিলা-সদস্য নির্বাচন-প্রার্থী বেগম ..... এর মনোনয়ন পত্র .....তারিখে..... ঘটিকায় আমার নিকট দাখিল করা হয়। মনোনয়নপত্র বাছাই .....তারিখে ..... হইতে .....ঘটিকার মধ্যে ..... স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

তারিখ ....

রিটার্ণিং অফিসারের পূর্ণনাম ও স্বাক্ষর।

[বিঃদ্রঃ প্রাপ্তি স্বীকারপত্র মনোনয়নপত্র দাখিলকারীকে প্রদান করিতে হইবে]

ফরম 'খ'

[বিধি ১৪(৩) দ্রষ্টব্য]

জামানত বহির ফরম

ক্রমিক সংখ্যা	প্রার্থীর নাম	যে পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক	মনোনয়নপত্রের ক্রমিক সংখ্যা	জমাকৃত টাকার পরিমাণ	ট্রেজারী চালান/ব্যাংক রশিদের বিবরণ বা নগদ টাকায় প্রাপ্ত হইলে ''গ'' ফরমে প্রদত্ত রশিদের বিবরণ	রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর	নগদ জমার ব্যবস্থা এবং মন্তব্য যদি থাকে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

[বিঃদ্রঃ চেয়ারম্যান ও সংরক্ষিত আসনের মহিলা-সদস্য পদপ্রার্থীদের জন্য এই ফরমের ভিন্ন ভিন্ন শীট ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়]

ফরম 'গ'

[বিধি ১৪ (৪) দ্রষ্টব্য]

জামানতের টাকা নগদে জমাদানকারীকে প্রদেয় রশিদ

(এই অংশ জমাদানকারীকে প্রদান করিতে হইবে)

ক্রমিক সংখ্যা .....

উপজেলার নাম .....

প্রার্থী নির্বাচনে পদের নাম .....

প্রাপ্ত টাকার পরিমান (অংকে) .....

(কথায়) .....

জমাদানকারীর নাম .....

প্রার্থীর নাম .....

জামানত বহিতে ক্রমিক সংখ্যা .....

.....

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

তারিখ .....

ক্রমিক সংখ্যা .....

উপজেলার নাম .....

চেয়ারম্যান/মহিলা সদস্য পদপ্রার্থী

জনাব/বেগম.....

.....

এর নিকট হইতে মোট টাকা .....(অংকে)

(কথায়) ..... টাকা

বুঝিয়া পাইলাম এবং জামানত বহিতে

.....

ক্রমিক সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করিলাম।

.....

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর

ও সীলমোহর।

তারিখ.....

ফরম 'ঘ'

[বিধি ১৯ দ্রষ্টব্য]

..... জেলা, ...উপজেলা পরিষদ

চেয়ারম্যান/সংরক্ষিত আসনে মহিলা-সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা।

ক্রমিক সংখ্যা	প্রার্থীর নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে)	প্রার্থীর পিতার/স্বামীর নাম	ঠিকানা	মহিলা-সদস্যের ক্ষেত্রে প্রার্থী যে ইউনিয়ন / পৌরসভার সদস্য / কমিশনার উহার নাম এবং যে ওয়ার্ডসমূহ হইতে নির্বাচিত
১	২	৩	৪	৫

১।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

৭।

৮।

৯।

১০।

স্থান ....
তারিখ ..... রিটার্নিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর।

[বিঃদ্রঃ অপ্রযোজ্যটি কাটিয়া দিন এবং চেয়ারম্যান ও মহিলা-সদস্য পদপ্রার্থীদের জন্য এই ফরমের ভিন্ন শীট ব্যবহার করুন]

ফরম 'ঙ'

[বিধি ২৩(২) দ্রষ্টব্য]

..... জেলার ..... উপজেলা পরিষদের

চেয়ারম্যান/সংরক্ষিত আসনে মহিলা-সদস্য পদে
প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীদের তালিকা।

[প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রকাশিতব্য]

ক্রমিক সংখ্যা	প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীগনের নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে)	প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীগনের ঠিকানা	বরাদ্দকৃত প্রতীকের নাম	মহিলা-সদস্যের ক্ষেত্রে প্রার্থী যে ইউনিয়ন / পৌরসভার সদস্য / কমিশনার উহার নাম এবং যে ওয়ার্ডসমূহ হইতে নির্বচিত
১	২	৩	৪	৫
১				
২				
৩				
৪				
৫				
৬				
৭				
৮				
৯				
১০				
১১				
১২				
১৩				
১৪				
১৫				

এতদ্বারা নোটিশ প্রদান করা যাইতেছে যে, আগামী .....
তারিখে সকাল ..... হইতে বিকাল ..... ঘটিকা পর্যন্ত চেয়ারম্যা/মহিলা-সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণ করা হইবে।

স্থান .....

তারিখ ..... রিটার্নিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

[বিঃ দ্রঃ অপ্রযোজ্যটি কাটিয়া দিন এবং চেয়ারম্যান ও সংরক্ষিত আসনে মহিলা-সদস্য নির্বাচন প্রার্থীদের জন্য এই ফরমের ভিন্ন ভিন্ন শীট ব্যবহার করুন ।

ফরম 'চ'

[বিধি ২৯(১) দ্রষ্টব্য]

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র	উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপার
ক্রমিক সংখ্যা..... উপজেলার নাম ..... ভোটার তালিকায় ভোটার ক্রমিক নাম্বার ..... ভোটারের স্বাক্ষর/টিপসহি (অফিসিয়াল/সরকারী সীল)	১। (প্রতীক) ..... ২। (প্রতীক) ..... ৩। (প্রতীক) ..... ৪। (প্রতীক) ..... ৫। (প্রতীক) ..... ৬। (প্রতীক) ..... ৭। (প্রতীক) ..... ৮। (প্রতীক) ..... ৯। (প্রতীক) ..... ১০। (প্রতীক) .....

ফরম 'চ-১'

[বিধি ২৯(২) দ্রষ্টব্য]

উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনে মহিলা-সদস্য নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র	উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনে মহিলা-সদস্য পদে নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপার
ক্রমিক সংখ্যা ..... উপজেলার নাম ..... ভোটার তালিকায় ভোটার ক্রমিক নাম্বার ..... ভোটারের স্বাক্ষর/টিপসহি (অফিসিয়াল/সরকারী সীল)	১।(প্রতীক) ..... ২।(প্রতীক) ..... ৩।(প্রতীক) ..... ৪।(প্রতীক) ..... ৫।(প্রতীক) ..... ৬।(প্রতীক) ..... ৭।(প্রতীক) ..... ৮।(প্রতীক) ..... ৯।(প্রতীক) ..... ১১।(প্রতীক) ..... ১২।(প্রতীক) .....

ফরম 'ছ'

[বিধি ৩৫(২) দ্রষ্টব্য]

আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা

..... জেলার ..... উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান / সংরক্ষিত আসনে মহিলা-সদস্য নির্বাচন

ভোটকেন্দ্র .....

ইউনিয়ন.....

ক্রমিক নম্বর	ভোটারের নাম	ভোটার যে এলাকার ভোটার তালিকাভুক্ত হইয়াছেন তাহার নাম (মহিলা-সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড নম্বর ইত্যাদি	ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক নম্বর	আপত্তিকৃত ব্যাক্তির স্বাক্ষর / টিপ সহি	আপত্তিকৃত ব্যক্তির ঠিকানা	সনাক্তকারী যদি থাকে তাহার নাম ও ঠিকানা	আপত্তিকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রিসাইডিং অফিসারের আদেশ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

প্রত্যায়ন করা যাইতেছে যে আপত্তিকৃত প্রত্যেক ভোট বাবদ দশ টাকা হারে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং আদায়কৃত মোট ..... টাকা রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দেওয়া হইয়াছে।

স্থান .....

তারিখ ....

প্রিজাইডিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

[বিঃদ্রঃ অপ্রযোজ্য অংশ কাটিয়া দিন এবং চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য নির্বাচনের জন্য এই ফরমের ভিন্ন ভিন্ন শীট ব্যবহার করেুন]

ফরম 'জ'

[বিধি ৩৯(১)(ঘ) দ্রষ্টব্য]

.....উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণী

..... ভোটকেন্দ্র ..... ইউনিয়ন .....জেলা

ক্রমিক নং	প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীগণের নাম	প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীদের প্রতীক	আপত্তিকৃত ভোটসহ প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা			অবৈধ/বাতিলকৃত ভোটের সংখ্যা
			বৈধ ভোট	আপত্তিকৃত বৈধভোট	মোট বৈধ ভোট	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪(গ)	৫
১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০।						

স্থান .....
তারিখ ....

প্রিজাইডিং অফিসারের পুর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

ফরম 'জ১'

[বিধি ৩৯(১)(ঘ) দ্রষ্টব্য]

.....উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনে মহিলা-সদস্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত বৈধ ভোটের বিবরণ

.....ভোটকেন্দ্র ..... ইউনিয়ন ..... জেলা

ক্রমিক নং	প্রতিদ্বন্দী প্রার্থীগণের নাম	প্রতিদ্বন্দবীপ্রার্থীদের প্রতীক	আপত্তিকৃত ভোটসহ প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা			অবৈধ/বাতিলকৃত ভোটের সংখ্যা
			বৈধ ভোট	আপত্তিকৃত বৈধ ভোট	মোট বৈধ ভোট	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪(গ)	৫
১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪।						

তারিখ .....

.....

প্রিজাইডিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

ফরম 'ঝ'

[বিধি ৩৯(৮) দ্রষ্টব্য]

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান/সংরক্ষিত আসনে মহিলা-সদস্য নির্বাচনে
ব্যালট পেপারের হিসাব বিররনী

ভোটকেন্দ্র .....

উপজেলা.....

জেলা .....

১। ভোট কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা ঃ
..... হইতে .....

২। ভোট গ্রহণ শেষ হইবার পর অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা ঃ ..... হইতে .....

৩। প্রাপ্ত ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা (ক্রমিক নং ১ অনুসারে) ঃ
.....

৪। অব্যবহৃত বা্যলট পেপারের মোট সংখ্যা (ক্রমিক নং ২ অনুসারে) ঃ
.....

৫। ব্যবহৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা (ক্রমিক নং ৩ হইতে ক্রমিক নং ৪ বিয়োগ) ঃ
.....

৬। নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপারের সংখ্যা ঃ
.....

৭। ব্যালট বাক্সে যে পরিমাণ ব্যালট পেপার থাকা উচিত উহার সংখ্যা
(ক্রমিক নং ৫ হইতে ক্রমিক নং ৬ বিয়োগ) ঃ

.....

৮। ব্যলট বাক্স হইতে প্রাপ্ত ও গণনাকৃত ব্যলট পেপারের সংখ্যা ঃ

.....

৯। গণনা হইতে বাদ দেওয়া মোট অবৈধ/বাতিল ব্যলট পেপারের সংখ্যা ঃ

.....

তারিখ .....

.....

প্রিজাইডিং অফিসারের পুর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

[বিঃ দ্রঃ অপ্রযোজ্য অংশ (শিরোনামে) কাটিয়া দিন এবং চেয়ারম্যান ও সংরক্ষিত আসনে মহিলা-সদস্য নির্বাচনের জন্য এই ফরমের ভিন্ন ভিন্ন শীট ব্যবহার করুন।]

ফরম ‘ঞ’

[বিধি ৪০(৩) দ্রষ্টব্য]

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত গণনার ফলাফলের একত্রীকৃত বিবরণী।

.... উপজেলা .... জেলা

ক্রমিক সংখ্যা	ভোট কেন্দ্র	প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত (আপত্তিকৃত বৈধ ভোটসহ) মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা					প্রতি ভোট কেন্দ্রে মোট ভোটের সংখ্যা			লাটারী ফলাফল ও রির্টানিং অফিসারের স্বাক্ষর
		প্রার্থীর নাম ও প্রতীক	প্রার্থীর নাম ও প্রতীক	প্রার্থীর নাম ও প্রতীক	প্রার্থীর নাম ও প্রতীক	প্রার্থীর নাম ও প্রতীক	বৈধ	অবৈধ	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
সর্বমোট										

এতদ্বারা ঘোষনা করা যাইতেছে যে, জনাব/বেগম .... পিতা/স্বামী ....
ঠিকানা .... ; ....
.... উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদে সর্বাধিক ভোটে/ সর্বাধিক ভোট ও লটারী এর ভিত্তিতে নির্বাচিত হইয়াছেন।

তারিখঃ ....

স্থান .... রিটার্নিং অফিসারের পুর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

লটারীর ক্ষেত্রে সাক্ষীর দস্তখত (ইচ্ছুক প্রার্থী বা নির্বাচনী এজেন্টগণের)

১।

২।

৩।

ফরম 'ঞ১'

[বিধি ৪১(৪) দ্রষ্টব্য]

উপজেলা পরিষদ সংরক্ষিত আসনে মহিলা-সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত গণনার ফলাফলের একত্রীকৃত বিবরণী।

.....উপজেলা ..... জেলা

ক্রমিক সংখ্যা	ভোট কেন্দ্র	প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর পক্ষে প্রদত্ত (আপত্তিকৃত বৈধ ভোটসহ) মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা					প্রতি ভোট কেন্দ্রে মোট ভোটের সংখ্যা			লটরীর ফলাফল এবং রিটার্নিং অফিসারে স্বাক্ষর
		প্রার্থীর নাম ও প্রতীক	প্রার্থীর নাম ও প্রতীক	প্রার্থীর নাম ও প্রতীক	প্রার্থীর নাম ও প্রতীক	প্রার্থীর নাম ও প্রতীক	বৈধ	অবৈধ	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
সর্বমোট										

এতদ্বারা ঘোষনা করা যাইতেছে যে, জনাব/বেগম..... পিতা/স্বামী.....
ঠিকানা ..... ; .....
..... উপজেলা পরিষদ সংরক্ষিত আসনে মহিলা-সদস্য নির্বাচনে সর্বাধিক ভোট/সর্বাধিক ভোট ও লটারী এর ভিত্তিতে যথাযথ ভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন।

তারিখঃ .....
স্থান .....

.....
রিটার্নিং অফিসারের পুর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

লটারীর ক্ষেত্রে স্বাক্ষীর দস্তখত (ইচ্ছুক প্রার্থী বা নির্বাচনী এজেন্টগণের)

১।
২।
৩।

[বিঃদ্রঃ প্রার্থী সংখ্যা বেশী হইলে ভিন্ন ভিন্ন শীট ব্যাবহার করুন]

ফরম 'ট'

[বিধি ২২, ৪০(৬) ও ৪১(৭) দ্রষ্টব্য]

জেলা .....

..... **উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান / মহিলা-সদস্য পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিবতায়/প্রতিদ্বন্দ্বিবত নির্বাচনে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/প্রার্থীদের তালিকা**

ক্রমিক নম্বা	নির্বাচিত ঘোষিত প্রতিদ্বন্দবী প্রর্থী/প্রার্থীগণের নাম ও পিতা/স্বামীর নাম (মনোনয়নপত্রে যেরুপ দেওয়া হইয়াছে)।	ঠিকানা (মনোনয়নপত্রে যেরুপ দেওয়া হইয়াছে)।	মন্তব্য
১	২	৩	৪

তারিখ .....

.....

রিটার্নিং অফিসারের পুর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

[বিঃ দ্রঃ অপ্রযোজ্য অংশ (শিরোনামে) কাটিয়া দিন এবং চেয়ারম্যান ও সংরক্ষিত আসনে মহিলা-সদস্য নির্বাচনের জন্য এই ফরমের ভিন্ন ভিন্ন শীট ব্যবহার করুন]

ফরম 'ঠ'

[বিধি ৪৭(১) দ্রষ্টব্য]

চেয়ারম্যান/মহিলা-সদস্য পদে নির্বাচনের নিমিত্তে নির্বাচন ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী।

জেলা ..... উপজেলা ..... [৫][সংরক্ষিত আসন নং ..... এর
প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর নাম .....
প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর ঠকানা .....

প্রথম অংশ - ব্যাক্তিগত আয় হইতে সাম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমান	আয়ের উৎসসমুহ

দ্বিতীয় অংশ ঃ আত্নীয়স্বজন হইতে কর্জ বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমান	আত্নীয়ের নাম	আত্নীয়ের ঠিকানা	সম্পর্কের বিবরণ	আত্নীয়ের আয়ের উৎস
১	২	৩	৪	৫

তৃতীয় অংশ ঃ আত্নীয়স্বজনের নিকট হইতে স্বতঃস্ফুর্তভাবে দান হিসাবে প্রাপ্তব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমান	আত্নীয়ের নাম	আত্নীয়ের ঠিকানা	সম্পর্কের বিবরণ	আত্নীয়ের আয়ের উৎস
১	২	৩	৪	৫

[5] এস আর ও নং ২৪৮- আইন/৯৯ স্থাসবি/ আইন-১/ আর-০২/৯৯/৩৬৬ তাং ১৯-৮-৯৯ ইং বলে সন্নিবেশিত।

(ফরম ঠ এর ২য় পৃষ্ঠা)

চতুর্থ অংশ ঃ আত্নীয় স্বজন ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিদের নিকট হইতে কর্জ বাবদ প্রাপ্ত সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমান	ব্যাক্তির নাম	ব্যক্তির ঠিকানা
১	২	৩

পঞ্চম অংশ ঃ আত্নীয় স্বজন ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে স্বাতঃস্ফুর্ত দান বাবদ প্রাপ্তব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমান	ব্যক্তির নাম	ব্যক্তির ঠিকানা
১	২	৩

ষষ্ঠ অংশ ঃ প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/সংস্থা/সমিতি/এসোসিয়েশন কর্তৃক স্বাতঃস্ফুর্ত দান বাবদ প্রাপ্তব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমান	প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/সংস্থা/এসোসিয়েশন/ সমিতির নাম	প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/সংস্থা/এসোসিয়েশন/ সমিতির ঠিকানা
১	২	৩

সপ্তম অংশ ঃ প্রথম,দ্বিতীয়,তৃতীয়,চতুর্থ,পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অংশ ব্যতীত অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্তব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমান	উৎসসমুহের নাম/বিবরণ	উৎসসমুহের ঠিকানা
১	২	৩

প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপ সহি .....

তারিখঃ .....

ফরম ‘ড’
[বিধি ৪৭(২) দ্রষ্টব্য]

জেলা ..... উপজেলা ..... এর

চেয়ারম্যান / মহিলা সদস্য পদে নির্বাচনের নিমিত্তে সম্পত্তি ও দায়-দেনা এবং আয় ও ব্যয়ের বিবরণী।

প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর নাম .....
প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর ঠিকানা .....
[৬][সংরক্ষিত আসন নং .....

প্রথম অংশ ঃ স্থাবর সম্পত্তি (বাড়ী ব্যতীত)

মোট আয়তন	অবস্থান	আনুমানিক মূল্য

দ্বিতীয় অংশ ঃ বাড়ীঘর

গৃহের প্রকৃত সংখ্যা	অবস্থান	আনুমানিক মূল্য

তৃতীয় অংশ ঃ অন্যান্য সম্পত্তি

আন্যান্য সম্পত্তি যেমন রিকিউরিটি, বন্ড, ব্যাংকে রক্ষিত অর্থ ইত্যাদি	আনুমানিক মূল্য

চতুর্থ অংশ ঃ দায় দেনা

দায়-দেনার প্রকৃতি ও বিবরণ	আনুমানিক মূল্য

পঞ্চম অংশ ঃ বার্ষিক আয় ও ব্যয়

মোট আনুমানিক বার্ষিক আয়	আনুমানিক মূল্য

প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর স্বক্ষর.....
তারিখ .....

[6] এস আর ও নং ২৪৮- আইন/৯৯ স্থাসবি/ আইন-১/ আর-০২/৯৯/৩৬৬ তাং ১৯-৮-৯৯ ইং বলে সন্নিবেশিত।

ফরম 'ঢ'

[বিধি ৪৯(১) দ্রষ্টব্য]

.....জেলার .....উপজেলা চেয়ারম্যান / মহিলা-সদস্য পদে নির্বাচনের নিমিত্তে নির্বাচনী ব্যয়ের বিররণী।

প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর নামঃ ..... নির্বাচন এজেন্টের নামঃ .....

প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর ঠিকানাঃ ..... নির্বাচন এজেন্টের ঠিকানাঃ .....

[৭][সংরক্ষিত আসন নং .....

প্রথম অংশ নির্বাচনী ব্যায়ের হিসাব

যে তারিখে খরচ করা হয় অথবা অনুমোদন প্রাপ্ত হয়	ব্যয়ের প্রকৃতি	ব্যায়িত অর্থের পরিমান			অর্থ পরিশোধের তারিখ	অর্থ পরিশোধকারীর নাম ও ঠিকানা	পরিশোধিত অর্থের ক্ষেত্রে ভাউচারসমুহের ক্রমিক নং	অপরিশোধিত বিলসমুহের ক্রমিক নং (যদি থাকে)	অপরিশোধিত অর্থ যে ব্যক্তির অনুকূলে পরিশোধযোগ্য তাহার নাম ও ঠিকানা
		পরিশোধিত অর্থের পরিমান (ক)	অপরিশোধিত অর্থের পরিমান (খ)	ক এবং খ এর সমষ্টি					
১	২	৩			৪	৫	৬	৭	৮

[7] এস আর ও নং ২৪৮- আইন/৯৯ স্থাসবি/ আইন-১/ আর-০২/৯৯/৩৬৬ তাং ১৯-৮-৯৯ ইং বলে সন্নিবেশিত।

(ফরম ঢ এর ২য় পৃষ্ঠা)

দ্বিতীয় অংশ ০ঃ প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর ব্যক্তিগত ব্যয়ের হিসাব

যে তারিখে ব্যায় করা হইয়াছে	ব্যয়ের প্রকৃতি	ব্যয়িত অর্থের পরিমান			অর্থ পরিশোধের তারিখ	অর্থ পরিশোধকারীর নাম ও ঠিকানা	পরিশোধিত অর্থের ক্ষেত্রে ভাউচারসমুহের ক্রমিক নং	পরিশোধিত অর্থের ক্ষেত্রে (যদি থাকে) বিলসমুহের ক্রমিক নং	অপরিশোধিত অর্থ যে ব্যক্তির অনুকূলে পরিশোধযোগ্য তাহার নাম ও ঠিকানা
		পরিশোধিত অর্থের পরিমান (ক)	অপরিশোধিত অর্থের পরিমান (খ)	ক এবং খ এর যোগফল					
১	২	৩			৪	৫	৬	৭	৮

(ফরম ঢ এর ৩য় পৃষ্ঠা)

তৃতীয় অংশ ঃ বিতর্কিত দাবীর হিসাব

যে তারিখে দাবী উপস্থাপিত হয়	দাবীকারীর নাম এবং ঠিকানা	দাবীর প্রকৃতি	দাবীর পরিমান	যে কারেণে দাবীকৃত অর্থ বিতর্কিত
১	২	৩	৪	৫

চতুর্থ অংশ ঃ দাবীকৃত অপরিশোধিত অর্থের হিসাব

যে তারিখে দাবী উপস্থাপিত হয়	দাবীকারীর নাম এবং ঠিকানা	অপরিশোধিত দাবীর প্রকৃতি	দাবীকৃত পরিশোধিত অর্থের পরিমান	দাবীকৃত অর্থ যে কারণে অপরিশোধিত রহিয়াছে
১	২	৩	৪	৫

পঞ্চম অংশ ঃ নির্বাচনী এজেন্ট কর্তৃক গৃহীত অর্থ ইত্যাদির হিসাব

যে তারিখে নির্বাচনী এজেন্ট কর্তৃক অর্থ সিকিউরিটি অথবা উক্ত অর্থের সমতুল্য কিছু প্রাপ্ত হইয়াছে	যে ব্যক্তিদের নিকট হইতে অর্থ ইত্যাদি গৃহীত হয় তাহাদের নাম এবং ঠিকানা	অর্থের পরমান অথবা সিকিউরিটির মূল্য	যে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে অর্থ ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়
১	২	৩	৪

প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর পুর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

তারিখ ঃ .....

ফরম 'গ'
[বিধি ৪৯(২) দ্রষ্টব্য]

যে ক্ষেত্রে প্রার্থী স্বয়ং তাহার নির্বাচনী এজেন্ট, সে ক্ষেত্রে প্রার্থীর হলফনামা

আমি .....
(নাম) .....
(ঠিকানা) .....জেলার .....উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান / [৮][সংরক্ষিত আসনে মহিলা-সদস্য পদে একজন প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী হিসাবে শপথপূর্বক (সশ্রদ্ধ চিত্তে) এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে-

১। উপরে বর্ণিত নির্বাচনে আমি স্বয়ং আমার নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে কাজ করিয়াছি। নির্বাচন চলাকালীন সময়ে অথবা নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যয়, প্রাপ্ত সকল অর্থ বা সিকিউরিটি বা জামানত বা মূল্যবান দ্রব্যাদি, পরিশোধিত সকল পাওনা, মীমাচসাকৃত সকল দাবী এবং সকল হিসাব আমার দ্বারা অথবা জানামতে আমার নিয়ন্ত্রণে ও নির্দেশে ব্যয়, গ্রহণ, সম্পাদন, মীমাংসা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হইয়াছে।

২। নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণীতে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং ডুক্ত বিবরণীর সহিত দাখিলকৃত সকল ভাউচার, বিল এবং অন্যান্য দলিল দস্তাবেজ আমার জ্ঞান এবং বিশবাসমতে সত্য এবং নির্ভূল।

তারিখ ঃ .....
.....
প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

জনাব/বেগম ..... ঠিকানা
..... কে যিনি
জনাব/বেগম .....ঠিকানা
..... কর্তৃক সনাক্ত
হইয়া অদ্য ..... তারিখে আমার সন্মুখে শপথপুর্বক (সশ্রদ্ধ চিত্তে) উপরে বর্ণিত ঘোষণ্য করিয়াছেন।

ম্যাজিট্রেট / নোটারী পাবলিক এর স্বাক্ষর।

[৮] এস আর ও নং ২৪৮- আইন/৯৯ স্থাসবি/ আইন-১/ আর-০২/৯৯/৩৬৬ তাং ১৯-৮-৯৯ ইং ''চেয়ারম্যান/ সংরক্ষিত আসনে'' এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

ফরম 'গ-১'
[বিধি ৪৮(২) দ্রষ্টব্য]

নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করা হইলে সে ক্ষেত্রে প্রার্থীর হলফনামা

আমি .....
(নাম) .....
(ঠিকানা) .....জেলা..... উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান/ [৯][সংরক্ষিত আসনে মহিলা-সদস্য পদে একজন প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী হিসাবে শপথপূর্বক (সশ্রদ্ধ চিত্তে) এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে-

১। উপরে বর্ণিত নির্বাচনে আমি জনাব/ বেগম .....
ঠিকানা ..... কে আমার নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করিয়াছি। ব্যক্তিগত ব্যয় ছাড়া নির্বাচন চলাকালীন সময়ে অথবা নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যয়, প্রাপ্ত সকল অর্থ বা সিকিউরিটি বা জামানত বা মূল্যবান দ্রব্যাদি, পরিশোধিত সকল পাওনা, মীমাংসাকৃত সকল দাবী এবং সকল হিসাব আমার দ্বারা অথবা জানামতে আমার নিয়ন্ত্রণে ও নির্দেশে ব্যয়, গ্রহণ, সম্পাদন, মীমাংসা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংরক্ষন করা হইয়াছে।

২। নির্বাচন ব্যয়ের বিবরনীর সহিত প্রদত্ত আমার ব্যক্তিগত ব্যয়ের যাবতীয় তথ্য উপরিউক্ত নির্বাচনী এজেন্টকে আমি সরবরাহ করিয়াছি। ডুক্ত তথ্যাদি আমার জ্ঞান ও বিশবাসমতে সত্য এবং নির্ভূল।

৩। নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণীতে বর্ণিত অন্যান্য সকল তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশবাসমতে সত্য।

তারিখ ঃ .....
.....
প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

জনাব/বেগম ..... ঠিকানা
.....কে যিনি
জনাব/বেগম .....ঠিকানা
..... কর্তৃক
সনাক্ত হইয়া অদ্য ..... তারিখে আমার সন্মুখে শপথপুর্বক (সশ্রদ্ধ চিত্তে) উপরে বর্ণিত ঘোষণ্য করিয়াছেন।

.....
ম্যাজিট্রেট / নোটারী পাবলিক এর স্বাক্ষর।

[৯] এস আর ও নং ২৪৮- আইন/৯৯ স্থাসবি/ আইন-১/ আর-০২/৯৯/৩৬৬ তাং ১৯-৮-৯৯ ইং ''চেয়ারম্যান/ সংরক্ষিত আসনে'' এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

ফরম 'গ-২'
[বিধি ৪৮(২) দ্রষ্টব্য]

নির্বাচনী এজেন্ট হলফনামা

আমি.....(নাম).....
(ঠিকানা);..... জেলার ..... উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান/ [১০][সংরক্ষিত আসনে মহিলা-সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থী জনাব/বেগম আমি ..... পিতা/স্বামী .....এর নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে কাজ করিয়াছি। আমি শপথপূর্বক (সশ্রদ্ধ চিত্তে) এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে-

১। উপরে বর্ণিত নির্বাচনে, নির্বাচন চলাকালীন সময়ে অথবা নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যয়, প্রাপ্ত সকল ব্যয় (প্রার্থীর ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত), প্রাপ্ত সকল অর্থ বা সিকিউরিটি বা জামানত এবং মূল্যবান দ্রব্যাদি, পরিশোধিত সকল পাওনা, মীমাংসাকৃত সকল দাবী এবং সকল হিসাব আমার দ্বারা অথবা জানামতে আমার নিয়ন্ত্রণে ও নির্দেশে ব্যয়, গ্রহণ, সম্পাদন, মীমাংসা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংরক্ষন করা হইয়াছে।

২। নির্বাচনী ব্যায়ের বিররণীর সহিত প্রদত্ত প্রার্থীর ব্যক্তিগত ব্যয় এবং অন্যান্য ব্যয়ের বিবরণী সম্পর্কে আমি যে সকল তথ্য দিয়াছি এবং উক্ত ব্যক্তিগত ব্যায়ের বিবরণীর সহিত যে সকল ভাউচার ও বিল এবং অন্যান্য দলিল দস্তাবেজ দাখিল করিয়াছি তাহা প্রার্থী কর্তৃক আমার নিকট সরবরাহ করা হইয়াছে।

৩। নির্বাচন ব্যয়ের বিবরণীতে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং উক্ত বিবরণীর সহিত দাখিলকৃত সকল ভাউচার,বিল ও অন্যান্য দলিল-দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশবাসমতে সত্য ও নির্ভূল।

তারিখ ঃ .....
.....
প্রতিদ্বন্দবী প্রার্থীর পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

জনাব/বেগম .....

ঠিকানা .....কে

যিনি জনাব/বেগম .....

ঠিকানা .....

কর্তৃক সনাক্ত হইয়া অদ্য ..... তারিখে আমার সন্মুখে শপথপুর্বক

(সশ্রদ্ধ চিত্তে) উপরে বর্ণিত ঘোষণ্য করিয়াছেন।

.....
ম্যাজিট্রেট / নোটারী পাবলিক এর স্বাক্ষর।

[10] এস আর ও নং ২৪৮- আইন/৯৯ স্থাসবি/ আইন-১/ আর-০২/৯৯/৩৬৬ তাং ১৯-৮-৯৯ ইং ''চেয়ারম্যান/ সংরক্ষিত আসনে'' এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

‘দ্বিতীয় তফসিল ’

[বিধি ১৬(১) দ্রষ্টব্য]

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য প্রতীকসমুহের তালিকা ঃ

১।	উড়োজাহাজ	৬।	বাই-সাইকেল
২।	গরুরগাড়ী	৭।	মই
৩।	চাকা	৮।	মাছ
৪।	ছাতা	[১১][৯।	মোমবাতি
৫।	দেওয়ালঘড়ি	১০।	মোরগ]

‘তৃতীয় তফসিল ’

[বিধি ১৬(১) দ্রষ্টব্য]

উপজেলা পরিষদের সংরক্ষিত আসনে মহিলা-সদস্য পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জন্য প্রতীকসমুহের তালিকা ঃ

১।	আনারস	৬।	পদ¥ফুল
২।	কলসী	৭।	প্রজাপতি
৩।	টেবিল	৮।	হাতপাখা
৪।	তারকা	৯।	হারিকেন
৫।	দোয়াত-কলম	১০।	হাঁস

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

বদিউর রহমান
সচিব।

[11] এস আর ও নং ২৪৮- আইন/৯৯ স্থাসবি/ আইন-১/ আর-০২/৯৯/৩৬৬ তাং ১৯-৮-৯৯ ইং বলে ৯। হারিকেন, ১০। হাঁস’’ প্রতিস্থাপিত।

উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন) বিধিমালা, ১৯৯৯

১। বিধিমালার নাম
২। সংজ্ঞা
৩। নির্বাচন কমিশনের সাধারন দায়িত্ব ও ক্ষমতা

দ্বিতীয় ভাগ

নির্বাচন

৪। মহিলা সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ
৫। চেয়ারম্যান নির্বাচনের ভোটার তালিকা ও ভোটাধিকার
৬। মহিলা সদস্য নির্বাচনের ভোটার তালিকা ও ভোটাধিকার
৭। রিটার্নিং অফিসার
৮। চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য নির্বাচনের ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ
৯। প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ
১০। ভোটার তালিকা সরবরাহ
১১। চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্যদের জন্য নির্বাচন তফসিল
১২। মনোনয়পত্র আহবানের বিজ্ঞপ্তি
১৩। মনোনয়ন
১৪। জামানত
১৫। জামানত ফেরত বা বাজেয়াপ্তি
১৬। নির্বাচনী প্রতীক
১৭। বাছাই
১৮। মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে আপীল
১৯। বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগনের তালিকা প্রকাশ
২০। প্রার্থিতা প্রত্যাহার
২১। ভোটগ্রহণের পূর্বে প্রার্থীর মৃত্যু
২২। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিবতায় নির্বাচন
২৩। প্রতিদ্বন্দ্বিবতামূলক নির্বাচন
২৪। ব্যালটের মাধ্যমে ভোট
২৬। পোলিং এজেন্ট নিয়োগ
২৭। ভোট গ্রহণের সময়সূচী
২৮। ব্যালট বাক্স
২৯। ব্যালট পেপার ফরম
৩০। মুলতবী ভোট গ্রহণ
৩১। ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ
৩২। ভোট কেন্দ্রে শৃংখলা রক্ষা
৩৩। ক্যানভাস করা
৩৪। চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্য নির্বাচনে ভোটদান পদ্ধতি
৩৫। আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার
৩৬। নষ্ট ও বাতিলকৃত ব্যালট পেপার
৩৭। ভোট গ্রহণের সময় শেষ হওয়ার পর ভোট দান
৩৮। ভোটগ্রহণ সমাপ্তির পর করণীয়
৩৯। ভোট গণনা এবং মোড়কে রক্ষনীয় কাগজপত্র
৪০। চেয়ারম্যান নির্বাচনের ফলাফল একত্রীকরন ও ঘোষণা
৪১। মহিলা সদস্য নির্বাচনের ফলাফল একত্রীকরন ও ঘোষণা
৪২&। ফলাফল প্রকাশ
৪৩। দলিলপত্র সংরক্ষণ
৪৪। দলিলাদি পরিদর্শন ও অনুলিপি প্রদান
৪৫। কাগজ পত্রের ব্যবস্থাপনা

তৃতীয় ভাগ
নির্বাচনী ব্যয়

৪৬। নির্বাচনী ব্যয়ের সংজ্ঞা
৪৭। সম্ভাব্য নির্বাচনী ব্যয় এবং উৎসের বিবরণী
৪৮। নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা
৪৯। নির্বাচনী এজেন্ট কর্তৃক নির্বাচনী ব্যায়ের বিবরণী দাখিল

–

চতুর্থ ভাগ

নির্বাচনী বিরোধ

৫০। নির্বাচনী দরখাস্ত
৫১। নির্বাচনী দরখাস্তের পক্ষগন
৫২। নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচন আপীল ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ
৫৩। নির্বাচনী দরখাস্ত বা আপীল বদলীকরণের ক্ষমতা
৫৪। দরখাস্ত পেশকরণ পদ্ধতি
৫৫। প্রতিকার
৫৬। দরখাস্ত স্বাক্ষর ও সত্যায়ন
৫৭। ট্রাইবুন্যালের অনুসরণীয় পদ্ধতি
৫৮। ট্রাইবুন্যালের ক্ষমতা
৫৯। দরখাস্ত বিচার করা
৬০। নির্বাচন আপীল দায়ের এবং আপীল ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা ইত্যাদি
৬১। নির্বাচনী দরখাস্ত ও আপীল প্রত্যাহার ও বাতিল
৬২। খরচ

পঞ্চম ভাগ

অপরাধ, দন্ড এবং পদ্ধতি

৬৩। দুর্নীতিমূলক আচরণ
৬৪। বেআইনী আচরণ
৬৫। উৎকোচ
৬৬। ছদ্মাবেশ ধারণ
৬৭। অসংগত প্রভাব
৬৮। সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধকরণ
৬৯। ভোট কেন্দ্রে বা উহার নিকটে ক্যানভাস করা নিষিদ্ধ
৭০। ভোট কেন্দ্রের নিকট উশৃঙ্খল আচরণ
৭১। কাগজপত্রে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা
৭২। ভোট গ্রহণের গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ
৭৩। গোপনীয়তা রক্ষায় ব্যর্থতা
৭৪। সরকারী কর্মচারীগণ প্রার্থীগণের পক্ষে বা বিপক্ষে কাজ করিবেন না
৭৫। নির্বাচন সম্পর্কিত সরকারী কর্তব্য লঙ্ঘন
৭৬। সরকারী কর্মচারীগণ কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহার
৭৭। কতিপয় পরিস্থিতিতে পুলিশের ক্ষমতা
৭৮। কতিপয় মামলার মেয়া

ষষ্ঠ ভাগ
বিবিধ

৭৯। অসুবিধা দূরীকরণ
৮০। ফরম ইত্যাদি সংশোধনসহ মূদ্রণ

প্রথম তফসিল

ফরমসমূহ

দ্বিতীয় তফসিল

চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনের নির্বাচনী প্রতীক

তৃতীয় তফসিল

মহিলা সদস্য পদে নির্বাচনের নির্বাচনী প্রতীক

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, এপ্রিল ৮, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৮ই এপ্রিল, ২০০৯/২৫শে চৈত্র, ১৪১৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৬ই এপ্রিল, ২০০৯ (২৩শে চৈত্র, ১৪১৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০৯ সনের ২৭ নং আইন

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ পুনঃ প্রচলন এবং উক্ত আইনের অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন) পুনঃপ্রচলন করা এবং উক্ত আইনের অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন উপজেলা পরিষদ (রহিত আইন পুনঃপ্রচলন ও সংশোধন) আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ৩০ জুন, ২০০৮ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর পুনঃপ্রচলন**।—স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৩২ নং অধ্যাদেশ) দ্বারা রহিত উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন) একই সনের একই নম্বরে পুনঃপ্রচলন করা হইল।

মূল্য ঃ টাকা ১৪.০০

৩। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ২ এর সংশোধন।**—উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) **"অস্থায়ী চেয়ারম্যান"** অর্থ চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি;

(খ) দফা (ঞ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঞ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

(ঞ) **"পৌর প্রতিনিধি"** অর্থ ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ)তে উল্লিখিত পৌরসভার মেয়র বা সাময়িকভাবে তাহার দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি;

(গ) দফা (ঠ) ও (ড) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঠ), (ড) ও (ঢ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

(ঠ) **"ভাইস চেয়ারম্যান"** অর্থ পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান;

(ড) **"মহিলা সদস্য"** অর্থ ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) তে উল্লেখিত পরিষদের সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্য;

(ঢ) **"সদস্য"** অর্থ পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানসহ অন্য যে কোন সদস্য।

৪। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ৬ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইন এর ধারা ৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

৬। **পরিষদের গঠন।**—(১) এই আইনের বিধান অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ সমন্বয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) চেয়ারম্যান;

(খ) দুইজন ভাইস চেয়ারম্যান, যাহার মধ্যে একজন মহিলা হইবেন;

(গ) উপজেলার এলাকাভুক্ত প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সাময়িকভাবে চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি;

(ঘ) উপজেলার এলাকাভুক্ত প্রত্যেক পৌরসভা, যদি থাকে, এর মেয়র বা সাময়িকভাবে মেয়রের দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি; এবং

(ঙ) উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যগণ।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানগণ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ভোটারদের দ্বারা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়, স্থান ও পদ্ধতিতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে সরাসরি নির্বাচিত হইবেন।

(৩) কোন উপজেলার এলাকাভুক্ত কোন ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা বাতিল হইবার কারণে উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) ও (ঘ) এর অধীন উপজেলা পরিষদের সদস্য থাকিবেন না এবং এইরূপ সদস্য না থাকিলে উক্ত উপজেলা পরিষদ গঠনের বৈধতা ক্ষুণ্ন হইবে না।

(৪) প্রত্যেক উপজেলার এলাকাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভা, যদি থাকে, এর মোট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের সম সংখ্যক আসন, অতঃপর সংরক্ষিত আসন বলিয়া উল্লিখিত, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে, যাহারা উক্ত উপজেলার এলাকাভুক্ত ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা, যদি থাকে, এর সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য বা কাউন্সিলরগণ কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারায় কোন কিছুই কোন মহিলাকে সংরক্ষিত আসন বহির্ভূত আসনে সরাসরি নির্বাচন করিবার অধিকারকে বারিত করিবে না।

ব্যাখ্যা ঃ এই উপ-ধারার অধীন সংরক্ষিত আসনে সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, যদি উক্ত সংখ্যার ভগ্নাংশ থাকে এবং উক্ত ভগ্নাংশ অর্ধেক বা তদূর্ধ্ব হয়, তবে উহাকে পূর্ণ সংখ্যা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং যদি উক্ত ভগ্নাংশ অর্ধেকের কম হয়, তবে উহাকে উপেক্ষা করিতে হইবে।

(৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন উপজেলা পরিষদ গঠিত হইবার পর উহার অধিক্ষেত্রের মধ্যে নূতন পৌরসভা কিংবা ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হইবার কারণে উপজেলা পরিষদের পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত আসন সংখ্যার কোন পরিবর্তন ঘটিবে না এবং এই কারণে বিদ্যমান উপজেলা পরিষদ গঠনের বৈধতা ক্ষুণ্ন হইবে না।

(৬) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) ও (ঘ) তে উল্লিখিত ব্যক্তি এই আইনের অধীন পরিষদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৭) কোন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান এর পদসহ শতকরা ৭৫ ভাগ সদস্যের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে এবং নির্বাচিত সদস্যগণের নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইলে, পরিষদ, এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, যথাযথভাবে গঠিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ গঠিত পরিষদের মোট সদস্যের (৭৫%) পঁচাত্তর শতাংশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভগ্নাংশের উদ্ভব হইলে এবং তাহা দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশের কম হইলে অগ্রাহ্য করিতে হইবে এবং দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ বা তার বেশী হইলে তাহা এক গণ্য করিতে হইবে।

৫। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ৮ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "চেয়ারম্যানের" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ৯ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(আ) শপথপত্র বা ঘোষণাপত্র ফরমের পরিবর্তে নিম্নরূপ শপথপত্র বা ঘোষণাপত্র ফরম প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

শপথপত্র বা ঘোষণাপত্র

আমি.....

.....পিতা/স্বামী.....

.....জেলা.....

.....উপজেলার চেয়ারম্যান/ভাইস চেয়ারম্যান/সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা) করিতেছি যে, আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী এবং সততা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিব। আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব।

স্বাক্ষর";

(গ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ১০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ১০ এর—

(ক) "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) ব্যাখায় উল্লিখিত "চেয়ারম্যানের" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ১১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ১১ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) "চেয়ারম্যানের" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ১২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ১২ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "চেয়ারম্যানের" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্যগণের" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপধারা (১) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যানের" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা সদস্যগণ" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ১৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ১৩ এর—

(ক) উপধারা (১) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপধারা (২) এর—

(অ) "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(আ) শর্তাংশে উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপধারা (৩) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) উপধারা (৪) এ উল্লিখিত "(খ) ও (গ)" বন্ধনীগুলি ও বর্ণগুলির পরিবর্তে "(গ) ও (ঘ)" বন্ধনীগুলি ও বর্ণগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) উপধারা (৫) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ১৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ১৪ এর—

(ক) উপান্তটীকায় "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপধারা (১) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপধারা (২) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ১৫ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইন এর ধারা ১৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

১৫। **অস্থায়ী চেয়ারম্যান ও প্যানেল।**—(১) পরিষদ গঠিত হইবার পর প্রথম অনুষ্ঠিত সভার এক মাসের মধ্যে ভাইস চেয়ারম্যানগণ তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে অগ্রাধিকারক্রমে দুই সদস্যবিশিষ্ট একটি চেয়ারম্যানের প্যানেল নির্বাচিত করিবেন।

(২) অনুপস্থিতি, অসুস্থতাহেতু বা অন্য যে কোন কারণে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে তিনি পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যানের প্যানেল হইতে অগ্রাধিকারক্রমে একজন ভাইস চেয়ারম্যান চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) পদত্যাগ, অপসারণ, মৃত্যুজনিত অথবা অন্য যে কোন কারণে চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে নতুন চেয়ারম্যানের কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত চেয়ারম্যানের প্যানেল হইতে অগ্রাধিকারক্রমে একজন ভাইস চেয়ারম্যান চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) এই আইনের বিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যানের প্যানেলভুক্ত ভাইস চেয়ারম্যানগণ অযোগ্য হইলে অথবা ব্যক্তিগত কারণে দায়িত্ব পালনে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে সদস্যগণের মধ্য হইতে নতুন চেয়ারম্যানের প্যানেল তৈরী করা যাইবে।

(৫) উপ-ধারা (১) ও (৪) অনুযায়ী চেয়ারম্যান প্যানেল নির্বাচিত না হইলে সরকার প্রয়োজন অনুসারে চেয়ারম্যান প্যানেল তৈরী করিতে পারিবে।

১৩। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ১৬ এর সংশোধন**।—উক্ত আইন এর ধারা ১৬ এর দফা (ক) তে উল্লিখিত "চেয়ারম্যানের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যানের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৪। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ১৭ এর সংশোধন**।—উক্ত আইন এর ধারা ১৭ তে উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৫। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ১৯ এর সংশোধন**।—উক্ত আইন এর ধারা ১৯ এর দফা (ক) ও (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) ও (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা হইবে; এবং

(খ) কোন ব্যক্তির নাম যে উপজেলার ভোটার তালিকায় আপাততঃ লিপিবদ্ধ থাকিবে, তিনি সেই উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যনের নির্বাচনে ভোট প্রদান করিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন।

১৬। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ২০ এর সংশোধন**।—উক্ত আইন এর ধারা ২০ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৭। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ২১ এর সংশোধন**।—উক্ত আইন এর ধারা ২১ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৮। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ২২ এর সংশোধন**।—উক্ত আইন এর ধারা ২২ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৯। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ২৫ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইন এর ধারা ২৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

২৫। **পরিষদের উপদেষ্টা।**—(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫ এর অধীন একক আঞ্চলিক এলাকা হইতে নির্বাচিত সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য পরিষদের উপদেষ্টা হইবেন এবং পরিষদ উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ করিবে।

(২) সরকারের সহিত কোন বিষয়ে পরিষদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে পরিষদকে উক্ত বিষয়টি সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্যকে অবহিত রাখিতে হইবে।

২০। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

(২) পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা পরিষদের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সদস্য বা অন্য কোন কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রযুক্ত হইবে।

২১। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৭ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৪) এ অবস্থিত "সরকার" শব্দটির পরে "ও সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ সদস্যের" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২২। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ২৯ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইন এর ধারা ২৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

২৯। **কমিটি।**—(১) পরিষদ উহার কাজের সহায়তার জন্য যে কোন সদস্য বা অন্য কোন ব্যক্তির সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ কমিটির সদস্য সংখ্যা ও ইহার দায়িত্ব এবং কার্যধারা নির্ধারণ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান কোন স্থায়ী কমিটির সভাপতি হইতে পারিবেন না।

(২) পরিষদ নিম্নবর্ণিত বিষয়ে ১(এক)টি করিয়া স্থায়ী কমিটি গঠন করিবে ঃ

(ক) আইন-শৃঙ্খলা;

(খ) যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন;

(গ) কৃষি ও সেচ;

(ঘ) শিক্ষা;

(ঙ) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা;

(চ) যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন;

(ছ) মহিলা ও শিশু উন্নয়ন;

(জ) সমাজকল্যাণ;

(ঝ) ভূমি;

(ঞ) মৎস্য ও পশুসম্পদ;

(ট) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়;

(ঠ) তথ্য ও সংস্কৃতি;

(ড) বন ও পরিবেশ;

(ঢ) বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ।

(৩) সংশ্লিষ্ট উপজেলা কর্মকর্তা এই ধারার অধীন গঠিত তদসংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সদস্য-সচিব হইবেন।

(৪) স্থায়ী কমিটি ইহার কাজের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কোন একজন ব্যক্তিকে কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত (co-opt) করিতে পারিবে।

(৫) স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত সদস্য (co-opt member) এবং সদস্য-সচিবের কোন ভোটাধিকার থাকিবে না।

২৩। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ৩৩ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইন এর ধারা ৩৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

৩৩। **পরিষদের সচিব।**—উপজেলা নির্বাহী অফিসার পরিষদের সচিব হইবেন এবং তিনি পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবেন।

২৪। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ৪০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৫। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ৪২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ৪২ এর উপ-ধারা (৩) এ অবস্থিত "উন্নয়ন পরিকল্পনার" শব্দগুলির পরে "বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের সুপারিশ গ্রহণপূর্বক" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২৬। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ৪৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ৪৩ এ উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৭। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ৫৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ৫৩ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৮। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৬৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ৬৩ এর উপ-ধারা (২) এর—

(ক) দফা (ক) তে উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(খ) দফা (গ) তে উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(গ) দফা (ণ) তে উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৯। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন এর ধারা ৬৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইন এর ধারা ৬৯ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(খ) "চেয়ারম্যান" শব্দের পরিবর্তে "চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩০। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৩২ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর রহিত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) রহিত অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত আদেশ, কৃত কাজ-কর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠিত নির্বাচন এই আইন দ্বারা পুনঃপ্রচলন হওয়া উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ, কৃত কাজ-কর্ম, গৃহীত ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠিত নির্বাচন বলিয়া গণ্য হইবে।

৩১। **১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইনের প্রথম তফসিল এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের প্রথম তফসিলের পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রথম তফসিল প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

প্রথম তফসিল

[ধারা ৩(১) দ্রষ্টব্য]

প্রথম উপজেলাসমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম
০১	পঞ্চগড়	১। আটোয়ারী
		২। তেতুলিয়া
		৩। বোদা
		৪। দেবীগঞ্জ
		৫। পঞ্চগড় সদর

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
০২	ঠাকুরগাঁও	৬। বালিয়াডাঙ্গা
		৭। হরিপুর
		৮। রাণীশংকাইল
		৯। পীরগঞ্জ
		১০। ঠাকুরগাঁও সদর
০৩	দিনাজপুর	১১। বিরামপুর
		১২। বীরগঞ্জ
		১৩। বোচাগঞ্জ
		১৪। চিরিরবন্দর
		১৫। ঘোড়াঘাট
		১৬। ফুলবাড়ী
		১৭। বিরল
		১৮। দিনাজপুর সদর
		১৯। হাকিমপুর
		২০। কাহারোল
		২১। খানসামা
		২২। নবাবগঞ্জ
		২৩। পার্বতীপুর
০৪	নীলফামারী	২৪। ডিমলা
		২৫। ডোমার
		২৬। নীলফামারী সদর
		২৭। জলঢাকা
		২৮। কিশোরগঞ্জ
		২৯। সৈয়দপুর
০৫	লালমনিরহাট	৩০। হাতীবান্ধা
		৩১। কালীগঞ্জ
		৩২। পাটগ্রাম
		৩৩। আদিতমারী
		৩৪। লালমনিরহাট সদর
০৬	রংপুর	৩৫। গঙ্গাচড়া
		৩৬। কাউনিয়া

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
		৩৭। পীরগাছা
		৩৮। রংপুর সদর
		৩৯। বদরগঞ্জ
		৪০। মিঠাপুকুর
		৪১। পীরগঞ্জ
		৪২। তারাগঞ্জ
০৭	কুড়িগ্রাম	৪৩। ভুরুংগামারী
		৪৪। চিলমারী
		৪৫। ফুলবাড়ী
		৪৬। রাজিবপুর
		৪৭। রৌমারী
		৪৮। কুড়িগ্রাম সদর
		৪৯। নাগেশ্বরী
		৫০। রাজারহাট
		৫১। উলিপুর
০৮	গাইবান্ধা	৫২। ফুলছড়ি
		৫৩। গাইবান্ধা সদর
		৫৪। পলাশবাড়ী
		৫৫। সাঘাটা
		৫৬। গোবিন্দগঞ্জ
		৫৭। সাদুল্লাপুর
		৫৮। সুন্দরগঞ্জ
০৯	জয়পুরহাট	৫৯। আক্কেলপুর
		৬০। পাঁচবিবি
		৬১। জয়পুরহাট সদর
		৬২। কালাই
		৬৩। ক্ষেতলাল
১০	বগুড়া	৬৪। আদমদীঘি
		৬৫। ধুনট
		৬৬। নন্দীগ্রাম
		৬৭। সারিয়াকান্দি
		৬৮। সোনাতলা
		৬৯। বগুড়া সদর
		৭০। দুপচাঁচিয়া

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
		৭১। গাবতলী
		৭২। কাহালু
		৭৩। শিবগঞ্জ
		৭৪। শেরপুর
		৭৫। শাজাহানপুর
১১	নওয়াবগঞ্জ	৭৬। নওয়াবগঞ্জ সদর
		৭৭। নাচোল
		৭৮। শিবগঞ্জ
		৭৯। ভোলাহাট
		৮০। গোমস্তাপুর
১২	নওগাঁ	৮১। আত্রাই
		৮২। বদলগাছি
		৮৩। ধামইরহাট
		৮৪। মান্দা
		৮৫। পোরশা
		৮৬। সাপাহার
		৮৭। মহাদেবপুর
		৮৮। নওগাঁ সদর
		৮৯। নিয়ামতপুর
		৯০। পত্নীতলা
		৯১। রাণীনগর
১৩	রাজশাহী	৯২। বাগমারা
		৯৩। মোহনপুর
		৯৪। পবা
		৯৫। পুঠিয়া
		৯৬। তানোর
		৯৭। বাঘা
		৯৮। চারঘাট
		৯৯। দূর্গাপুর
		১০০। গোদাগাড়ী
১৪	নাটোর	১০১। বাগাতিপাড়া
		১০২। গুরুদাশপুর
		১০৩। নাটোর সদর

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
		১০৪। বড়াইগ্রাম
		১০৫। লালপুর
		১০৬। সিংড়া
১৫	সিরাজগঞ্জ	১০৭। কামারখন্দ
		১০৮। রায়গঞ্জ
		১০৯। শাহজাদপুর
		১১০। সিরাজগঞ্জ সদর
		১১১। উল্লাপাড়া
		১১২। বেলকুচি
		১১৩। চৌহালী
		১১৪। কাজিপুর
		১১৫। তাড়াশ
১৬	পাবনা	১১৬। বেড়া
		১১৭। ফরিদপুর
		১১৮। ঈশ্বরদী
		১১৯। পাবনা সদর
		১২০। সাঁথিয়া
		১২১। আটঘরিয়া
		১২২। ভাঙ্গুড়া
		১২৩। চাটমোহর
		১২৪। সুজানগর
১৭	মেহেরপুর	১২৫। গাংনী
		১২৬। মেহেরপুর সদর
		১২৭। মুজিবনগর
১৮	কুষ্টিয়া	১২৮। ভেড়ামারা
		১২৯। দৌলতপুর
		১৩০। মিরপুর
		১৩১। খোকসা
		১৩২। কুমারখালী
		১৩৩। কুষ্টিয়া সদর
১৯	চুয়াডাংগা	১৩৪। আলমডাংগা
		১৩৫। চুয়াডাংগা সদর
		১৩৬। দামুরহুদা
		১৩৭। জীবননগর

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
২০	ঝিনাইদহ	১৩৮। কালীগঞ্জ
		১৩৯। কোটচাঁদপুর
		১৪০। মহেশপুর
		১৪১। হরিণাকুণ্ডু
		১৪২। ঝিনাইদহ সদর
		১৪৩। শৈলকূপা
২১	যশোহর	১৪৪। চৌগাছা
		১৪৫। যশোহর সদর
		১৪৬। ঝিকরগাছা
		১৪৭। শারশা
		১৪৮। অভয়নগর
		১৪৯। বাঘারপাড়া
		১৫০। কেশবপুর
		১৫১। মনিরামপুর
২২	মাগুরা	১৫২। মোহাম্মদপুর
		১৫৩। শালিখা
		১৫৪। মাগুরা সদর
		১৫৫। শ্রীপুর
২৩	নড়াইল	১৫৬। লোহাগড়া
		১৫৭। কালিয়া
		১৫৮। নড়াইল সদর
২৪	বাগেরহাট	১৫৯। বাগেরহাট সদর
		১৬০। চিতলমারী
		১৬১। ফকিরহাট
		১৬২। কচুয়া
		১৬৩। মোল্লাহাট
		১৬৪। মোংলা
		১৬৫। মোড়লগঞ্জ
		১৬৬। রামপাল
		১৬৭। শরণখোলা

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
২৫	খুলনা	১৬৮। দীঘলিয়া
		১৬৯। ফুলতলা
		১৭০। রূপসা
		১৭১। তেরখাদা
		১৭২। বাটিয়াঘাটা
		১৭৩। দাকোপ
		১৭৪। ডুমুরিয়া
		১৭৫। কয়রা
		১৭৬। পাইকগাছা
২৬	সাতক্ষীরা	১৭৭। কালিগঞ্জ
		১৭৮। শ্যামনগর
		১৭৯। আশাশুনি
		১৮০। দেবহাটা
		১৮১। কলারোয়া
		১৮২। সাতক্ষীরা সদর
		১৮৩। তালা
২৭	বরগুনা	১৮৪। আমতলী
		১৮৫। বরগুনা সদর
		১৮৬। পাথরঘাটা
		১৮৭। বেতাগী
		১৮৮। বামনা
২৮	পটুয়াখালী	১৮৯। বাউফল
		১৯০। মির্জাগঞ্জ
		১৯১। পটুয়াখালী সদর
		১৯২। দশমিনা
		১৯৩। গলাচিপা
		১৯৪। কলাপাড়া
		১৯৫। দুমকি
২৯	ভোলা	১৯৬। চরফ্যাশন
		১৯৭। লালমোহন
		১৯৮। মনপুরা

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
		১৯৯। তজুমুদ্দিন
		২০০। ভোলা সদর
		২০১। বোরহান উদ্দিন
		২০২। দৌলতখান
৩০	বরিশাল	২০৩। আগৈলঝাড়া
		২০৪। বরিশাল সদর
		২০৫। বাবুগঞ্জ
		২০৬। গৌরনদী
		২০৭। উজিরপুর
		২০৮। হিজলা
		২০৯। বাকেরগঞ্জ
		২১০। মেহেন্দিগঞ্জ
		২১১। মুলাদী
		২১২। বানারীপাড়া
৩১	ঝালকাঠি	২১৩। ঝালকাঠি সদর
		২১৪। রাজাপুর
		২১৫। কাঠালিয়া
		২১৬। নলছিটি
৩২	পিরোজপুর	২১৭। ভান্ডারিয়া
		২১৮। মঠবাড়িয়া
		২১৯। পিরোজপুর সদর
		২২০। কাউখালি
		২২১। নাজিরপুর
		২২২। নেছারাবাদ
		২২৩। জিয়ানগর
৩৩	সুনামগঞ্জ	২২৪। বিশ্বম্ভরপুর
		২২৫। ছাতক
		২২৬। ধর্মপাশা
		২২৭। দোয়ারাবাজার

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
		২২৮। তাহেরপুর
		২২৯। দিরাই
		২৩০। জামালগঞ্জ
		২৩১। জগন্নাথপুর
		২৩২। সুনামগঞ্জ সদর
		২৩৩। শাল্লা
		২৩৪। দক্ষিণ সুনামগঞ্জ
৩৪	সিলেট	২৩৫। বিয়ানীবাজার
		২৩৬। কোম্পানীগঞ্জ
		২৩৭। গোলাপগঞ্জ
		২৩৮। গোয়াইনঘাট
		২৩৯। জৈন্তাপুর
		২৪০। কানাইঘাট
		২৪১। জকিগঞ্জ
		২৪২। বালাগঞ্জ
		২৪৩। বিশ্বনাথ
		২৪৪। ফেঞ্চুগঞ্জ
		২৪৫। সিলেট সদর
		২৪৬। দক্ষিণ সুরমা
৩৫	মৌলভীবাজার	২৪৭। কমলগঞ্জ
		২৪৮। মৌলভীবাজার সদর
		২৪৯। রাজনগর
		২৫০। বড়লেখা
		২৫১। কুলাউড়া
		২৫২। শ্রীমঙ্গল
		২৫৩। জুরি
৩৬	হবিগঞ্জ	২৫৪। আজমিরীগঞ্জ
		২৫৫। বানিয়াচং
		২৫৬। লাখাই
		২৫৭। নবীগঞ্জ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
		২৫৮। হবিগঞ্জ সদর
		২৫৯। বাহুবল
		২৬০। চুনারুঘাট
		২৬১। মাধবপুর
৩৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২৬২। বাঞ্ছারামপুর
		২৬৩। নাছিরনগর
		২৬৪। নবীনগর
		২৬৫। সরাইল
		২৬৬। বি-বাড়ীয়া সদর
		২৬৭। আখাউড়া
		২৬৮। কসবা
		২৬৯। আশুগঞ্জ
৩৮	কুমিল্লা	২৭০। বুড়িচং
		২৭১। চান্দিনা
		২৭২। দাউদকান্দি
		২৭৩। দেবীদ্বার
		২৭৪। হোমনা
		২৭৫। মুরাদনগর
		২৭৬। বরুড়া
		২৭৭। ব্রাহ্মণপাড়া
		২৭৮। চৌদ্দগ্রাম
		২৭৯। কুমিল্লা সদর
		২৮০। লাকসাম
		২৮১। নাঙ্গলকোট
		২৮২। মেঘনা
		২৮৩। তিতাস
		২৮৪। মনহরগঞ্জ
		২৮৫। কুমিল্লা সদর দক্ষিণ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
৩৯	চাঁদপুর	২৮৬। ফরিদগঞ্জ
		২৮৭। হাইমচর
		২৮৮। কচুয়া
		২৮৯। শাহরাস্তি
		২৯০। চাঁদপুর সদর
		২৯১। হাজীগঞ্জ
		২৯২। মতলব
		২৯৩। মতলব (উত্তর)
৪০	ফেণী	২৯৪। ছাগলনাইয়া
		২৯৫। পরশুরাম
		২৯৬। সোনাগাজী
		২৯৭। দাগনভূঞা
		২৯৮। ফেণী সদর
		২৯৯। ফুলগাজী
৪১	নোয়াখালী	৩০০। চাটখিল
		৩০১। কোম্পানীগঞ্জ
		৩০২। হাতিয়া
		৩০৩। সেনবাগ
		৩০৪। বেগমগঞ্জ
		৩০৫। নোয়াখালী সদর
		৩০৬। সোনাইমুড়ী
		৩০৭। সুবর্ণচর
		৩০৮। কবিরহাট
৪২	লক্ষ্মীপুর	৩০৯। রায়পুর
		৩১০। রামগতি
		৩১১। রামগঞ্জ
		৩১২। লক্ষ্মীপুর সদর
		৩১৩। কমল নগর

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
৪৩	চট্টগ্রাম	৩১৪। আনোয়ারা
		৩১৫। বাঁশখালী
		৩১৬। বোয়ালখালী
		৩১৭। চন্দনাইশ
		৩১৮। লোহাগড়া
		৩১৯। পটিয়া
		৩২০। সাতকানিয়া
		৩২১। ফটিকছড়ি
		৩২২। হাটহাজারি
		৩২৩। মিরশ্বরাই
		৩২৪। রাঙ্গুনিয়া
		৩২৫। রাউজান
		৩২৬। সন্দ্বীপ
		৩২৭। সীতাকুণ্ড
৪৪	কক্সবাজার	৩২৮। চকরিয়া
		৩২৯। টেকনাফ
		৩৩০। উখিয়া
		৩৩১। রামু
		৩৩২। কক্সবাজার সদর
		৩৩৩। কুতুবদিয়া
		৩৩৪। মহেশখালী
		৩৩৫। পেকুয়া
৪৫	খাগড়াছড়ি	৩৩৬। দীঘিনালা
		৩৩৭। খাগড়াছড়ি সদর
		৩৩৮। লক্ষ্মীছড়ি
		৩৩৯। মহালছড়ি
		৩৪০। মানিকছড়ি
		৩৪১। মাটিরাঙ্গা

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
		৩৪২। পানছড়ি
		৩৪৩। রামগড়
৪৬	রাঙ্গামাটি	৩৪৪। বরকল
		৩৪৫। বাঘাইছড়ি
		৩৪৬। বিলাইছড়ি
		৩৪৭। জুরাইছড়ি
		৩৪৮। কাপ্তাই
		৩৪৯। কাউখালী
		৩৫০। লংগদু
		৩৫১। নানিয়ার চর
		৩৫২। রাজস্থলী
		৩৫৩। রাঙ্গামাটি সদর
৪৭	বান্দরবান	৩৫৪। আলীকদম
		৩৫৫। বান্দরবান সদর
		৩৫৬। লামা
		৩৫৭। নাইক্ষ্যংছড়ি
		৩৫৮। রোয়াংছড়ি
		৩৫৯। রুমা
		৩৬০। থানচি
৪৮	টাঙ্গাইল	৩৬১। গোপালপুর
		৩৬২। কালিহাতী
		৩৬৩। মধুপুর
		৩৬৪। টাঙ্গাইল সদর
		৩৬৫। ভূয়াপুর
		৩৬৬। ঘাটাইল
		৩৬৭। মির্জাপুর
		৩৬৮। নাগরপুর
		৩৬৯। সখিপুর

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
		৩৭০। দেলদুয়ার
		৩৭১। বাসাইল
		৩৭২। ধনবাড়ী
৪৯	জামালপুর	৩৭৩। বক্সীগঞ্জ
		৩৭৪। দেওয়ানগঞ্জ
		৩৭৫। ইসলামপুর
		৩৭৬। মাদারগঞ্জ
		৩৭৭। জামালপুর সদর
		৩৭৮। সরিষাবাড়ী
		৩৭৯। মেলান্দহ
৫০	শেরপুর	৩৮০। ঝিনাইগাতী
		৩৮১। নালিতাবাড়ী
		৩৮২। শ্রীবর্দি
		৩৮৩। নকলা
		৩৮৪। শেরপুর সদর
৫১	ময়মনসিংহ	৩৮৫। ভালুকা
		৩৮৬। ফুলবাড়ীয়া
		৩৮৭। গফরগাঁও
		৩৮৮। ময়মনসিংহ সদর
		৩৮৯। মুক্তাগাছা
		৩৯০। ত্রিশাল
		৩৯১। গৌরীপুর
		৩৯২। হালুয়াঘাট
		৩৯৩। ঈশ্বরগঞ্জ
		৩৯৪। নান্দাইল
		৩৯৫। ধোবাউড়া
		৩৯৬। ফুলপুর

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
৫২	নেত্রকোণা	৩৯৭। বারহাট্টা
		৩৯৮। খালিয়াজুরী
		৩৯৯। কলমাকান্দা
		৪০০। মদন
		৪০১। মোহনগঞ্জ
		৪০২। আটপাড়া
		৪০৩। দূর্গাপুর
		৪০৪। কেন্দুয়া
		৪০৫। নেত্রকোণা সদর
		৪০৬। পূর্বধলা
৫৩	কিশোরগঞ্জ	৪০৭। হোসেনপুর
		৪০৮। ইটনা
		৪০৯। করিমগঞ্জ
		৪১০। কিশোরগঞ্জ সদর
		৪১১। মিঠামইন
		৪১২। পাকুন্দিয়া
		৪১৩। তাড়াইল
		৪১৪। অষ্টগ্রাম
		৪১৫। বাজিতপুর
		৪১৬। ভৈরববাজার
		৪১৭। কুলিয়ারচর
		৪১৮। কটিয়াদি
		৪১৯। নিকলী
৫৪	মানিকগঞ্জ	৪২০। হরিরামপুর
		৪২১। মানিকগঞ্জ সদর
		৪২২। সিংগাইর
		৪২৩। দৌলতপুর
		৪২৪। ঘিওর

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
		৪২৫। সাটুরিয়া
		৪২৬। শিবালয়
৫৫	মুন্সিগঞ্জ	৪২৭। লৌহজং
		৪২৮। সিরাজদিখান
		৪২৯। শ্রীনগর
		৪৩০। গজারিয়া
		৪৩১। মুন্সীগঞ্জ সদর
		৪৩২। টঙ্গীবাড়ী
৫৬	ঢাকা	৪৩৩। ধামরাই
		৪৩৪। কেরাণীগঞ্জ
		৪৩৫। সাভার
		৪৩৬। দোহার
		৪৩৭। নওয়াবগঞ্জ
৫৭	গাজীপুর	৪৩৮। গাজীপুর সদর
		৪৩৯। কালিয়াকৈর
		৪৪০। শ্রীপুর
		৪৪১। কালিগঞ্জ
		৪৪২। কাপাসিয়া
৫৮	নরসিংদী	৪৪৩। নরসিংদী সদর
		৪৪৪। বেলাবো
		৪৪৬। রায়পুরা
		৪৪৭। মনোহরদি
		৪৪৮। পলাশ
		৪৪৯। শিবপুর

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
৫৯	নারায়ণগঞ্জ	৪৫০। আড়াইহাজার
		৪৫১। সোনারগাঁও
		৪৫২। রূপগঞ্জ
		৪৫৩। বন্দর
		৪৫৪। নারায়ণগঞ্জ সদর
৬০	রাজবাড়ী	৪৫৫। গোয়ালন্দ
		৪৫৬। রাজবাড়ী সদর
		৪৫৭। বালিয়াকান্দি
		৪৫৮। পাংশা
৬১	ফরিদপুর	৪৫৯। ভাংগা
		৪৬০। চরভদ্রাসন
		৪৬১। নগরকান্দা
		৪৬২। ফরিদপুর সদর
		৪৬৩। সদরপুর
		৪৬৪। আলফাডাঙ্গা
		৪৬৫। বোয়ালমারী
		৪৬৬। মধুখালী
		৪৬৭। সালথা
৬২	গোপালগঞ্জ	৪৬৮। কাশিয়ানী
		৪৬৯। মকসুদপুর
		৪৭০। গোপালগঞ্জ সদর
		৪৭১। কোটালিপাড়া
		৪৭২। টুঙ্গীপাড়া

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলা নাম
৬৩	মাদারীপুর	৪৭৩। রাজৈর
		৪৭৪। শিবচর
		৪৭৫। কালকিনি
		৪৭৬। মাদারীপুর সদর
৬৪	শরিয়তপুর	৪৭৭। নড়িয়া
		৪৭৮। শরিয়তপুর সদর
		৪৭৯। জাজিরা
		৪৮০। ভেদরগঞ্জ
		৪৮১। ডামুড্যা
		৪৮২। গোসাইরহাট।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আবু ইউসুফ (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd